CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-49 ■ 23 November, 2025 ■ আগরতলা ২৩ নভেম্বর, ২০২৫ ইং ■ ৬ অগ্রহায়ণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, রবিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

জি-২০ নেতাদের শীর্ষ সম্মেলনের মাঝে

একাধিক দেশের রাষ্ট্রনেতাদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর বিভিন্ন বিষয়ে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক

শনিবার দক্ষিণ আফ্রিকার জোহানেসবার্গে ২০তম জি-২০ নেতাদের শীর্ষ সম্মেলনের ফাঁকে বিশ্ব নেতাদের সাথে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

জোহানসবার্গ, ২২ নভেম্বর।। জি—২০ লিডার্স সামিটে যোগ দিতে তিন দিনের দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে রয়েছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সফরের শুরুতেই তিনি ভারতীয় মূলের টেক উদ্যোক্তাদের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করেন। বৈঠকে নতুন প্রযুক্তি, উদীয়মান খাতে সহযোগিতা এবং ভারত ও প্রবাসী ভারতীয়দের মধ্যে সম্পর্ক আরও গভীর করার বিষয় নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা হয়।

উদ্যোক্তারা সভায় ফিনটেক, সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম, কৃষি, শিক্ষা, হেলথকেয়ার, মেডিক্যাল ডিভাইস সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁদের কাজের অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন। প্রধানমন্ত্রী 'এক্স'-এ লেখেন, "জোহানসবার্গে ভারতীয় মূলের টেক উদ্যোক্তাদের সঙ্গে ফলপ্রসূ আলোচনা করেছি। তাঁরা বিভিন্ন প্রযুক্তি খাতে তাঁদের কাজের কথা জানিয়েছেন। আমি তাঁদের ভারত সঙ্গে সম্পর্ক আরও দৃঢ় করার এবং আমাদের মানুষের সঙ্গে মিলে কাজ করার আহ্বান জানিয়েছি।"

এক উদ্যোক্তা জানান, তাঁদের হেলথ-টেক ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম অনলাইন অ্যাপয়েন্টমেন্ট, টেলি—হেলথ ও ওষুধ পৌঁছে দেওয়ার পরিষেবা দিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকা ও আশপাশের দেশে স্বাস্থ্য পরিষেবাকে সমর্থন করছে। তিনি বলেন, "আমাদের প্ল্যাটফর্ম মানুষকে স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে যুক্ত করে। আমরা মূলত বেসরকারি স্বাস্থ্য খাতকে সহায়তা করি।"

অন্য এক উদ্যোক্তার বক্তব্য, প্রধানমন্ত্রী তাঁদের জিজ্ঞেস করেন যে তাঁরা ভারতীয়দের জন্য কী করছেন এবং পর্যটন কীভাবে বাড়ানো যেতে পারে। তিনি উল্লেখ করেন, "ইউপিআই পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ডিজিটাল পেমেন্ট প্ল্যাটফর্ম এবং এই ক্ষেত্রে ভারত নেতৃত্ব দিচ্ছে।"আলোচনায় দুই দেশের মধ্যে উন্নয়ন, খাদ্য নিরাপত্তা এবং প্রযুক্তির ব্যবহারকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। কৃষি প্রযুক্তি ক্ষেত্রে কর্মরত এক বিশেষজ্ঞ জানান, "শিক্ষা, কৃষি ও কার্বন ফুটপ্রিন্ট বিষয়েও আলোচনা হয়েছে। আমরা কৃষির জন্য একটি কোয়ান্টাম সলিউশন তৈরি করছি। ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকা কীভাবে উন্নয়নকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাংলার মানুষ মোদিকে চায়

সাংসদ বিপ্লব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ নভেম্বর।। মোমবাতি ও ধূপ জ্বালিয়ে বাংলাকে সম্পূর্ণ বিনাশের পথে ঠেলে দিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি রাজ্যকে এমন অবস্থায় নিয়ে গেছেন যেখানে আর কোনও বিকল্প অবশিষ্ট নেই। তাই বাংলার মানুষ মোদীকে চাইছেন। আজ সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করলেন সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব।

এদিন সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব বলেন, বাংলালে বিনাশ করে দিয়েছে কমিউনিস্ট ও তৃণমূল কংগ্রেস। জনগণের কাছে কোনও বিকল্প অবশিষ্ট নেই। জনগণ শুধু নির্বাচনের অপেক্ষায় রয়েছে। তাঁর দাবি, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলাকে ধ্বংসের পথে নিয়ে গেছেন। রাজ্যের উন্নয়নের কথা ভাবার বদলে তিনি শুধু তাঁর ভাতিজাকে প্রতিষ্ঠিত করার দিকেই মনোযোগী। তিনি আরও বলেন, এক পরিবারের রাজনৈতিক স্বার্থে পুরো রাজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ভাতিজাকে সামনে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিজেপির বুথ সভাপতির বিরুদ্ধে পরকীয়ার অভিযোগ

স্ত্রীর মামলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ নভেম্বর।। *গোলাঘাটি বিধানসভার কাঞ্চনমালা ১ নং ওয়ার্ডের ঋষিপাড়া এলাকায় বিজেপির এক বুথ সভাপতির বিরুদ্ধে পরকীয়ার অভিযোগ ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। জানা যায়, কাঞ্চনমালা ১১ নং বুথের সভাপতি বিকাশ ঋষি দাস শুক্রবার সকাল থেকে নিখোঁজ। তাঁর সঙ্গে এক বিবাহিত মহিলারও নিখোঁজ হওয়ার অভিযোগ উঠেছে। বিষয়টি জানাজানি হতেই এলাকায় ব্যাপক আলোচনা শুরু হয়।*

পরিবারের সদস্যদের দাবি, বিকাশ ঋষি দাস ২০১২ সালে মালতী মণি দাসকে সামাজিকভাবে বিয়ে করেন। দম্পতির দুই সন্তান রয়েছে। অভিযোগ, এর কিছুদিন পর থেকেই বিকাশ দাস পার্শবর্তী আনন্দনগর এলাকার এক বিবাহিত মহিলার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েন। পরিবার জানায়, স্ত্রী বিষয়টি জানতে পেরে বহুবার স্বামীকে বোঝানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু শুক্রবার সকাল থেকে তিনি মোবাইল ফোন বন্ধ করে সন্তান ও পরিবারকে অজ্ঞাত রেখে নিখোঁজ হন।

বিকাশ দাসের স্ত্রী ও পরিবার সারাদিন বিভিন্ন জায়গায় খোঁজাখুঁজি করেও কোনো সন্ধান না পেয়ে শুক্রবার রাতে আমতলী থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগে স্ত্রী উল্লেখ করেছেন, স্বামী ইচ্ছাকৃতভাবে বাড়ি ছেড়ে ওই মহিলার সঙ্গে চলে গেছেন। এলাকায় এই ঘটনা জানাজানি হতেই রাজনৈতিক মহলেও বিস্ময় ছড়িয়েছে। বিজেপি নেতৃত্বের পক্ষ থেকে এ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্রয়াত ছাত্রী দীপান্বিতার বাড়িতে গেলেন মুখ্যমন্ত্রী, তদন্তের নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ নভেম্বর।। ক্ষুদিরাম বসু ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রী দীপান্বিতা পালের অকাল মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহা। আজ যোগেন্দ্রনগরে মৃতার বাসভবনে গিয়ে তিনি পরিবারের সদস্যদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানান তিনি। এদিন সাংবাদিকের মুখোমুখি হয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, দীপান্বিতা জিবি হাসপাতালে ভর্তি থাকাকালীন সময় আমার দফতর থেকে চিকিৎসকদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখা হচ্ছিল। চিকিৎসকদের সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত তাঁকে আর ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়নি। তিনি আরও বলেন, ওই ঘটনার তদন্তের জন্য জেলা শাসক এবং শিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তাকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেন। তদন্ত রিপোর্টের ভিত্তিতে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে জানান তিনি। শোকসন্তপ্ত পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দেন তিনি এবং বলেন, এই কঠিন সময়ে রাজ্য সরকার পরিবারকে সর্বোচ্চ সহায়তা প্রদান করবে।

পরিচয় গোপন বিবাহ পারিবারিক দ্বন্দ্ব মেলাঘরে উত্তেজনা উদ্ধার দম্পতি পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে

নিজস্ব প্রতিনিধি, মেলাঘর, ২২ নভেম্বর।। পরিচয় গোপন, বিবাহ ও পারিবারিক দ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করে মেলাঘর থানাধীন বানিয়াছড়া এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। অভিযোগের ভিত্তিতে আজ সকালে মেলাঘর থানার পুলিশ এক পুরুষ ও এক মহিলাকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় উত্তেজনা সৃষ্টি হলে পুলিশ দ্রুত পৌঁছে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বিশালগড় রাউতখলার বাসিন্দা জামাল হোসেন (নাম স্থানীয়দের বর্ণনা অনুযায়ী) আগেই সোমা দেবনাথ নামে এক মহিলাকে বিয়ে করেন এবং তাঁদের দুটি কন্যাসন্তান রয়েছে। পরবর্তীতে সম্পর্কের টানাপড়েন ও পারিবারিক বিবাদের প্রেক্ষিতে ওই দম্পতির মধ্যে দূরত্ব তৈরি হয় বলে অভিযোগ।

অন্যদিকে, জামাল হোসেন বিশালগড় বাইপাসের একটি হোটেলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। সেখানে কর্মরত বুলটি নামের (স্থানীয়দের দাবি অনুযায়ী) এক মহিলার সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা তৈরি হয় বলে অভিযোগ উঠে। প্রায় নয় মাস আগে দু'জন মেলাঘর থানার অন্তর্গত বানিয়াছড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের একটি বাড়িতে থাকছিলেন বলে জানা যায়। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিভিন্ন রাজনৈতিক পতাকার আড়ালে দুর্বৃত্তরা রাজ্যে হামলা সংঘটিত করছে ঃ প্রদ্যোৎ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ নভেম্বর।। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নামের আড়ালে দূর্বৃত্তরা রাজ্যে হামলাগুলো করছে। রাজনৈতিক পতাকার আড়ালে লুকিয়ে থাকা এসব হামলাকারীদের শনাক্ত করে কঠোর আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। কারণ, গুন্ডাদের কোনো রাজনৈতিক জাত ধর্ম হয় না। আজ রাজ্যের ফিরে এসেই মথার দলীয় কার্যালয়ে ধারাবাহিক ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনায় তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন তিপরা মথার প্রাক্তন সুপ্রিমো তথা এমডিসি প্রদ্যোৎ কিশোর দেববর্মণ।

এদিন প্রদ্যোত বলেন, গত কয়েক সপ্তাহ ধরে রাজ্যের বেশ কিছু জায়গায় তিপরা মথার অফিসে হামলা চালানো হচ্ছে, ভাঙচুর করা হচ্ছে এবং আগুন ধরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। শুধু সংগঠনের অবকাঠামোই নয় মাঠে কাজ করা সাধারণ কর্মীরাও বারবার আক্রমণের শিকার হচ্ছেন। কিন্তু রাজ্যে রাজনৈতিক সংঘর্ষের ঘটনায় তিপরা মথাকে দায়ী করা হচ্ছে। তাঁর প্রশ্ন, মথার কর্মীরা দলীয় কর্মীদের আক্রমণ করবে কেন বা দলীয় কার্যালয়ে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ভেঙে পড়ার আশঙ্কায় স্কুলের সিলিং, গাফিলতির অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ নভেম্বর।। ৮২ মাইল বাজার সংলগ্ন কাঞ্চনচড়া দারলং বস্তি এসবি স্কুলের চিত্র অত্যন্ত নাজুক। সিলিং ভেঙে পড়ার আশঙ্কা থেকে শুরু করে প্রশাসনিক উদাসীনতানানা সমস্যায় এখন কার্যত পটল পাটনে ঠেকেছে বিদ্যালয়টির অবস্থা। স্থানীয়দের অভিযোগ, এডিসি প্রশাসনের অধীনে থাকা এই স্কুলটি চরম গাফিলতির মধ্য দিয়ে চলছে, যা ছাত্র-ছাত্রীদের ভবিষ্যৎকে প্রশ্নের মুখে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

খুমুলুং-এর সন্ত্রাসী কার্যকলাপ ঢাকতেই

মুখ্যমন্ত্রীর আজগুবি, মিথ্যাচার মন্তব্য, অভিযোগ সিপিএমের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ নভেম্বর।। খুমুলুঙ-সহ বিস্তীর্ণ এলাকায় চলমান সংঘর্ষ ও অশান্তির প্রেক্ষিতে মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহার মন্তব্যকে কেন্দ্র করে তীব্র প্রতিক্রিয়া জানাল সিপিআইএম ত্রিপুরা রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলী। তাঁদের অভিযোগ, গতকাল মুখ্যমন্ত্রী খুমুলুংয়ে গিয়ে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের বিষয়ে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সিপিআইএমকে লক্ষ্য করে 'অপ্রাসঙ্গিক, ভিত্তিহীন ও আজগুবি' মন্তব্য করেছেন।

আজ বিবৃতি প্রকাশ করে সিপিআইএমের দাবি করে, মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্য তাঁর কমিউনিস্ট বিদ্বেষ প্রকাশ করে। তাঁরা বলেন, কেরালা, পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরায় সিপিআইএমের 'কালচার' নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী যে কটূক্তি করেছেন তা শাসক দল বিজেপি ও তাদের শরিক তিপরা মথার অপকর্ম আড়াল করতেই করা হয়েছে।

রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলী অভিযোগ করে জানায়, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে মুখ্যমন্ত্রী আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়েছেন। বিজেপি ও তিপরা মথার কর্মী-সমর্থকদের রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ বন্ধে সরকার ব্যর্থ, আর সেই ব্যর্থতা আড়াল করতেই সিপিআইএমকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে দোষারোপ করা হচ্ছে। তারা অভিযোগ করে, জনবিরোধী রাজ্য সরকার ও এডিসি প্রশাসনের অপদার্থতা এভাবে ঢেকে রাখা যাবে না, জনগণও বিভ্রান্ত হবে না। সিপিআইএমের দাবি, গত কয়েকদিন ধরে এই ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

অনিমেষ আবেগের বশেই মন্তব্য করেছেন ঃ সুবল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ নভেম্বর।। অনিমেষ আবেগের বশেই মন্তব্য করেছেন। তিনি দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক ব্যক্তি। তাঁর কাছে যে দফতরগুলো আছে, সেগুলো ঠিকমতো পরিচালনাতেই মনোযোগী হওয়া উচিত। আজ কুশাভাউ ভবনে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে এমনটাই পরামর্শ দিলেন সুবল ভৌমিক।

সাংবাদিক সম্মেলনে বিজেপি নেতা সুবল ভৌমিক জানান, সভাপতি তথা সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য রাজ্যবাসীর আশীর্বাদ এবং মা ত্রিপুরেশ্বরীর কৃপায় দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠছেন। তিনি বলেন, সম্প্রতি মন্ত্রিসভায় যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বেকার যুবকদের চাকরির ক্ষেত্রে সরকার গুরুত্ব দিয়েছে। দু'টি নতুন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাইক দুর্ঘটনায় মর্মান্তিক মৃত্যু দুই ভাইয়ের, শোক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ নভেম্বর।। গতকাল রাত সাড়ে ৯টার সময় নালকাটা এলাকার মশাউলি দিক থেকে দ্রুত গতিতে আসা একদল যুবকের বাইকের তাণ্ডবে ঘটে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। মশাউলি বনগাঁও স্কুল সংলগ্ন এলাকায় ওই দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান একই পরিবারের দুই সদস্য।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, নিহত দুই ভাই প্রণয় দে (৫৫) ও শ্রীবাস দে (৬০) বাজারে সবজি বিক্রি করে বাড়ি ফিরছিলেন। সেই সময় দ্রুতগতির একটি বাইক তাদের ধাক্কা দিলে ঘটনাস্থলেই গুরুতর আহত হন তারা। স্থানীয়রা তাঁদেরকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে কিছুক্ষণ পর মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন তাঁরা

এলাকাবাসীর অভিযোগ, মশাউলি—৮২ মাইল রুটে প্রায়শই বাইক বাহিনীর তাণ্ডব চোখে পড়ে, দিন-রাত নির্বিশেষে দ্রুতগতিতে বাইক ছোড়ার ঘটনা নিয়মিত।

ফলে রাস্তায় হাঁটা-চলা করা সাধারণ মানুষের মধ্যে আতঙ্ক বিরাজ করছে।

এ ঘটনায় বাইক বাহিনীর বিরুদ্ধে ফটিকরায় থানা কি পদক্ষেপ নেয়, সে দিকেই এখন তাকিয়ে রয়েছে স্থানীয় বাসিন্দারা। এলাকাবাসীর দাবি, নিয়মিত নজরদারি ও কঠোর প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ না হলে এমন দুর্ঘটনা থামানো সম্ভব নয়।

ভুল সংশোধনী

২২ নভেম্বরের পত্রিকার প্রথম পাতায় 'গোমতী মেঘনা মৌ সংযোগ' শিরোনামে 'নৌ' এর পরিবর্তে 'মৌ' হয়ে গেছে। অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য দুখিত।

CMYK

CMYK

Page 1.pmd 1 23-11-2025, 00:52

জাগরণ আগরতলা,২৩ নভেম্বর,২০২৫ইং
৬ অগ্রহায়ণ, রবিবার,১৪৩২ বঙ্গাব্দ

সন্ত্রাসে’ লাগাম !

মাওবাদী বা নকশাল আন্দোলন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মাওবাদী) একটি প্রধান মাওবাদী দল মূলত একটি দীর্ঘস্থায়ী গণযুদ্ধের মাধ্যমে বর্তমান ভারতীয় রাষ্ট্রকে উৎখাত করিয়া একটি নতুন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করিতে চায়। এই আন্দোলনের পেছনে থাকা মূল কারণগুলি হইলো:সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য ।মাওবাদীরা মনে করে যে সমাজে ব্যাপক বৈষম্য বিরাজ করিতেছে। দরিদ্র, প্রান্তিক জনগোষ্ঠী (বিশেষ করে আদিবাসী ও দলিতরা) এবং ভূমিহীন কৃষকরা দীর্ঘদিন ধরে শোষণ ও বঞ্চনার শিকার ।জমি সংক্রান্ত সমস্যা, যেমন ভূমিহীনদের জমির অভাব, বনভূমি থেকে আদিবাসীদের উচ্ছেদ, এবং জমির ওপর প্রভাবশালী ও জোতদারদের নিয়ন্ত্রণ এই আন্দোলনকে উসকে দিয়াছে ।মাওবাদী প্রভাবিত প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলিতে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, রাস্তাঘাট, এবং অন্যান্য মৌলিক পরিকাঠামোর চরম অভাব রহিয়াছে। সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলি এই অঞ্চলগুলিতে সেভাবে পৌঁছাইতে পারেনি।

মাওবাদীরা বিশ্বাস করে যে বর্তমান রাষ্ট্রটি ’আধা-ঔপনিবেশিক এবং আধা-সামন্ততান্ত্রিক,’ যা কর্পোরেট ও ধনী শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষা করে।

মাওবাদীরা মাও সে তুং-এর আদর্শে বিশ্বাসী, যাহা সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখলের কথা বলে। তাহারা মনে করে, সহিংসতাই ক্ষমতা দখলের একমাত্র উপায়।

সশস্ত্র সংগ্রামে যুক্ত বহু মাওবাদী কর্মী ও নেতা পরবর্তীকালে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিতে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। এর পিছনে বেশ কিছু কারণ কাজ করিয়াছে। নিরাপত্তা বাহিনীর কঠোর পদক্ষেপ। সরকার কর্তৃক নিরাপত্তা অভিযান বৃদ্ধি এবং তাহাদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপের কারণে মাওবাদীরা বড় ধরনের ক্ষতির সম্মুখীন হইয়াছে। শীর্ষস্থানীয় নেতাদের মৃত্যু বা গ্রেপ্তার এবং ক্যাম্পগুলিতে নিরন্তর চাপ আত্মসমর্পণের একটি প্রধান কারণ।কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলি মাওবাদীদের জন্য আকর্ষণীয় আত্মসমর্পণ ও পুনর্বাসন নীতি চালু করিয়াছে। এই নীতির অধীনে নগদ পুরস্কার, বাসস্থান, শিক্ষা এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ দেওয়া হয়, যাহা কর্মীদের মূলস্রোতে ফিরিতে উৎসাহিত করে ।সংগঠনের ভেতরে নেতৃত্বের দ্বন্দ্ব, আদর্শের প্রতি মোহভঙ্গ, এবং দীর্ঘস্থায়ী সশস্ত্র সংগ্রামের ফলস্বরূপ কর্মীদের মধ্যে হতাশা দেখা যায়। অনেকে বুঝিতে পারেন যে সশস্ত্র সংগ্রাম করিয়া রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করা সম্ভব নয় ।জঙ্গলে থাকিবার কঠিন জীবনযাত্রা এবং সঠিক চিকিৎসার অভাব অনেক সময় স্বাস্থ্য সমস্যা সৃষ্টি করে। পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাওয়ার কষ্ট এবং স্বাভাবিক জীবনে ফিরিবার আকাঙ্ক্ষাও আত্মসমর্পণে উৎসাহিত করে ।কিছু অঞ্চলে সরকার উন্নয়নমূলক কাজ শুরু করায় স্থানীয় জনগণের সমর্থন মাওবাদীদের থেকে সরিয়া যায়, যাহা তাহাদের টিকিয়া থাকিবার জন্য সমস্যা সৃষ্টি করে ।সংক্ষেপে, মাওবাদী সন্ত্রাসের জন্ম হইয়াছিল সামাজিক ও অর্থনৈতিক বঞ্চনা থেকে, আর আত্মসমর্পণের পথ তৈরি হইয়াছে সরকারের কঠোর নিরাপত্তা অভিযান, আকর্ষণীয় পুনর্বাসন নীতি এবং সংগঠনের অভ্যন্তরীণ দুর্বলতা ও হতাশার কারণে।

জঙ্গলযুদ্ধে’ ক্রমশ পিছু হটিতেছে মাওবাদীরা। সম্ভবত কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের দাবি মতো আগামী বছরের মার্চের মধ্যেই মাওবাদ থেকে মুক্ত হইতে চলিয়াছে দেশ। ইতিমধ্যে অধিকাংশ শীর্ষ লাল নেতা হয় নিহত নতুবা আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। এই অবস্থায় শনিবার হায়দরাবাদে আরও ৩৭ নকশালপন্থী অস্ত্র সম্বরণ করিলেন। তেলেঙ্গানার পুলিশকর্তার সামনে চলল এই আত্মসমর্পণ পর্ব। এদের অধিকাংশই তরুণী মাও সদস্য।তেলেঙ্গানা পুলিশের দাবি, ৩৭ নকশালপন্থীর আত্মসমর্পণে আসলে নিরাপত্তাকর্মীদের দীর্ঘ তথা কঠিন লড়াইয়ের ফলাফল। মাওবাদীদের সঙ্গে সংঘর্ষে সরকার পক্ষ কৌশলগত জয় পাইয়াছে বলিয়াই মনে করা হইতেছে। শনিবারের আত্মসমর্পণ পর্বে একটি একে-৪৭ রাইফেল, দু’টি এসএলআর, চারটি ৩০৩ রাইফেল, একটি জি-৩ রাইফেল এবং ৩৪৩ রাউন্ড গোলাবারুদ পুলিশের হাতে তুলিয়া দিয়াছে মাওবাদীরা। আত্মসমর্পণকারী মাওবাদীদের মধ্যে কৈয়াদা সাম্বাইয়া ওরফে আজাদ এবং আপ্পাসি নারায়ণ ওরফে রমেশ তেলঙ্গানা সিপিআই (মাওবাদী)-র রাজ্য কমিটির সদস্য। এছাড়াও মুচাকি সোমাদা ওরফে ইরা দণ্ডকারণ্য স্পেশাল জোনাল কমিটির সদস্য। এদিন যাঁহারা অস্ত্র সম্বরণ করিয়াছেন, তাঁহাদের ২৫ জন মহিলা, যাহাদের অনেকেরই বয়স ২০-এর কোঠার। তাঁহিরা জানাইয়ায়ছেন, সশস্ত্র সংগ্রাম ত্যাগ করিবার কারণ আদর্শের প্রতি মোহভঙ্গ, শারীরিক ক্লান্তি এবং সরকারের কল্যাণ ও পুনর্বাসন প্রকল্পগুলির মাধ্যমে নিজেদের উপকৃত করিবার আকাঙ্ক্ষা ।উল্লেখ্য, ২০২৬ সালের মার্চ মাসের মধ্যে দেশ থেকে মাওবাদকে পুরোপুরি নির্মূল করা হইবে বলিয়া জানাইয়া দিয়াছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। সেই লক্ষ্যে জোরকদমে শুরু হইয়াছে কাজ। গত কয়েক মাসে ছত্তিশগড়, মহারাষ্ট্র-সহ একাধিক রাজ্যে আত্মসমর্পণ করেন কয়েকশো মাওবাদী। স্পষ্ট ভাষায় শাহ জানিয়েছেন, “যাহারা হিংসাত্যাগ করিয়া মূল স্রোতে ফিরিয়াছেন তাঁহাদের স্বাগত জানাই। কিন্তু যারা এখনও বন্দুক চালাইয়া যাইবে তাঁহাদের নিরাপত্তা বাহিনীর মারণ শক্তির মুখোমুখি হইতে হইবে।”

ফুরিয়ে যাচ্ছে কার্যকর অ্যান্টিবায়োটিক

মুনীরউদ্দিন আহমদ

গত ১৩ অক্টোবর যুক্তরাজ্যের দ্য গার্ডিয়ান পত্রিকা ‘শার্প গ্লোবাল রেইজ ইন অ্যান্টিবায়োটিক-রেজিস্ট্যান্ট ইনফেকশন ইন হসপিটালস, ডব্লিউএইচও ফাইন্ডস’ (বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এক অনুসন্ধানে দেখতে পেয়েছে, বিশ্বব্যাপী হাসপাতালগুলোতে অ্যান্টিবায়োটিক- রেজিস্ট্যান্ট সংক্রামক রোগ তীব্রভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে) শীর্ষক এক উদ্বেগজনক সংবাদ প্রচার করে। প্রতিবেদনে বলা হয়, বিশ্বব্যাপী যেসব সাধারণ সংক্রামক রোগ প্রচলিত অ্যান্টিবায়োটিকে সহজে সারানো যেত, তা এখন আর সারানো যাচ্ছে না। চিকিৎসকেরা আতঙ্কের সঙ্গে বলছেন, সামনের দিনগুলোতে অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স বৃদ্ধির ফলে সাধারণ সংক্রামক রোগের চিকিৎসায় মারাত্মক সমস্যার মুখোমুখি হতে হবে।

২০২৩ সালের এক জরিপে বলা হয়, পরীক্ষাগারে নিশ্চিত হওয়া ছয়টির মধ্যে একটি সংক্রামক রোগ অ্যান্টিবায়োটিকে সারানো যাচ্ছে না। রক্ত, অন্ত্র, মূত্রনালি এবং যৌন সংক্রমণের মতো সাধারণ সংক্রামক রোগে ৪০ শতাংশ অ্যান্টিবায়োটিক অকার্যকর। সবচেয়ে উদ্বেগের কারণ হলো, গ্রাম নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়ার বিরুদ্ধে বেশির ভাগ অ্যান্টিবায়োটিক কার্যকারিতা দেখাচ্ছে না। বিশেষজ্ঞদের ধারণা, ২০৫০ সাল নাগাদ অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স ৭০ শতাংশে পৌঁছাবে।

২০১৭ সালের ২০ সেপ্টেম্বর অ্যান্টিবায়োটিক সম্পর্কে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা একইভাবে উদ্বেগজনক সংবাদ প্রচার করেছিল। ‘দ্য ওয়ার্ল্ড ইজ রানিং আউট অব অ্যান্টিবায়োটিকস’ শিরোনামের খবরে বলা হয়, অতি দ্রুত পৃথিবী থেকে কার্যকর অ্যান্টিবায়োটিক নিঃশেষ হচ্ছে। ‘অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল এজেন্টস ইন ক্লিনিক্যাল ডেভেলপমেন্ট পাইপলাইন ইনক্লুডিং টিউবারকিউলোসিস’ শীর্ষক বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার এক রিপোর্টে বলা হয়, বাজারে নতুন অ্যান্টিবায়োটিক আসা স্থবির হয়ে গেছে। বাজারে যেসব অ্যান্টিবায়োটিক প্রচলিত আছে, তার বেশির ভাগই এখন অকার্যকর হয়ে পড়েছে। যে হারে জীবাণুর বিরুদ্ধে অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্ট হচ্ছে, সে হারে নতুন অ্যান্টিবায়োটিক আবিষ্কৃত হচ্ছে না। যে গতিতে পৃথিবী থেকে কার্যকর অ্যান্টিবায়োটিক নিঃশেষ হচ্ছে, তাতে অচিরেই চিকিৎসকদের সংক্রামক রোগ চিকিৎসায় হাত গুটিয়ে বসে থাকতে হবে।

রেজিস্ট্যান্ট জীবাণু সংক্রমণের ভয়ে অতি ছোট সার্জারি করতেও চিকিৎসকেরা সাহস পাবেন না। বর্তমানে বাজারে যেসব অ্যান্টিবায়োটিক পাওয়া যাচ্ছে, তা পুরোনো বা প্রচলিত অ্যান্টিবায়োটিকের সংক্ষিপ্ত রাসায়নিক রূপান্তরমাত্র। এসব অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহারে সাময়িক সুবিধা পাওয়া গেলেও দীর্ঘস্থায়ী সমস্যা সমাধানে কোনো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারছে না বা পারবে না। বর্তমান বিশ্বে কয়েকটি জীবাণু ভয়ংকর রূপ নিয়েছে। এসব জীবাণুর মধ্যে রয়েছে ই. কোলাই ও মাইকোব্যাকটেরিয়াম টিউবারকিউলোসিস। মূত্রনালি সংক্রমণ ও যক্ষ্মার জন্য এই দুটো জীবাণু দায়ী। মাল্টিড্রাগ রেজিস্ট্যান্ট টিউবারকিউলোসিসের জন্য বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ১২ প্রজাতির জীবাণু শনাক্ত করেছে। এর কয়েকটি অতি সাধারণ নিউমোনিয়া ও মূত্রনালি সংক্রমণের জন্য দায়ী। এসব জীবাণুর বিরুদ্ধে ইদানীং কোনো অ্যান্টিবায়োটিক কাজ করছে না। অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স বিশ্বব্যাপী এক মহাসংকট সৃষ্টি করেছে, যা আধুনিক ওষুধ ও চিকিৎসাব্যবস্থাকে বিপন্ন করে তুলছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মহাপরিচালক জানান, অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স ঠেকানোর জন্য নতুন নতুন কার্যকর ওষুধ আবিষ্কারে পর্যাপ্ত অর্থ বিনিয়োগ জরুরি হয়ে পড়েছে। নয়তো নতুন নতুন জীবাণু সংক্রমণ থেকে মানবসভ্যতাকে রক্ষা করা দুরূহ হয়ে পড়বে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ৫১টি পরীক্ষাধীন অ্যান্টিবায়োটিক চিহ্নিত করেছে, যা অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স ও যক্ষ্মার বিরুদ্ধে কার্যকর হবে বলে দাবি করা হচ্ছে। এর মধ্যে মাত্র আটটি সংক্রামক রোগ চিকিৎসায় উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবে বলে মনে করে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। মাল্টিড্রাগ রেজিস্ট্যান্ট মাইকোব্যাকটেরিয়াম টিউবারকিউলোসিস, গ্রাম নেগেটিভ প্যাথেজেন ক্লেবসিলা ও ই. কোলাই চিকিৎসায় কার্যকর কোনো অপশন চিকিৎসকদের হাতে নেই।

এসব জীবাণু সংক্রমণ অনেক সময় হাসপাতাল ও নার্সিং হোমগুলোতে মানুষের মৃত্যু ডেকে আনতে পারে। পাইপলাইনে খুব বেশি ওরাল বা মুখে খাওয়ার অ্যান্টিবায়োটিক নেই। ওষুধ কোম্পানি ও গবেষকদের প্রাণঘাতী সংক্রামক রোগ চিকিৎসায় নতুন অ্যান্টিবায়োটিক আবিষ্কারের আহ্বান জানিয়েছেন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার অত্যাবশ্যকীয় ওষুধ বিভাগের পরিচালক ড. সুজান হিল। তিনি বলেন, ‘এসব ভয়াবহ সংক্রামক রোগের হাত থেকে মানুষকে রক্ষা করার মতো আমাদের তেমন কোনো প্রতিরক্ষাব্যূহ নেই।’

যক্ষ্মার গবেষণায় খুব বেশি বিনিয়োগ হচ্ছে না। ড্রাগ রেজিস্ট্যান্ট যক্ষ্মার চিকিৎসায় গত ৭০ বছরে মাত্র দুটো ওষুধ বাজারে এসেছে। যক্ষ্মাকে সমূল বিনাশ করার জন্য এবং যক্ষ্মার চিকিৎসার ওষুধ উদ্ভাবনে অন্তত ৮০০ মিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ দরকার। অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্ট মোকাবিলায় নতুন ওষুধ বা চিকিৎসা এককভাবে কার্যকর হবে না। চিকিৎসার সঙ্গে সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে যথাযথ পদক্ষেপ নিতে হবে। তারপর রয়েছে অ্যান্টিবায়োটিকের যুক্তিসংগত ব্যবহার। যুক্তিসংগত ব্যবহার শুধু মানুষের ক্ষেত্রে নয়, এটি পশু ও কৃষিক্ষেত্রেও নিশ্চিত করতে হবে। বিশ্বখ্যাত ল্যানসেট জার্নালে ‘অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্সনিড ফর গ্লোবাল সলিউশন’ শীর্ষক একটি বিশ্লেষণধর্মী দীর্ঘ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ ছাপা হয় কিছুদিন আগে। বিশ্বের ২৬ জন বিজ্ঞানী, চিকিৎসক ও ওষুধবিশেষজ্ঞ প্রবন্ধে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স যে হারে বাড়ছে, তাতে হয়তো দুই থেকে তিন দশকের মধ্যে মানুষ সংক্রামক রোগে অসহায় মৃত্যুবরণ করবে। ব্যাকটেরিয়া সংক্রমণজনিত মৃত্যুহার বিংশ শতাব্দীর পূর্বাবস্থায় ফিরে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে, সে সময় কার্যকর অ্যান্টিবায়োটিক ছিল না। কার্যকর অ্যান্টিবায়োটিকের অভাবে অতি সাধারণ অস্ত্রোপচার অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে। প্রবন্ধটি প্রকাশের পর বিশ্বব্যাপী চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হলেও অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স ঠেকানোর ব্যাপারে বিশ্বে, বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বে তেমন কোনো অগ্রগতি হয়নি।

কিছুদিন আগে আমার হাতে একটি নামকরা হাসপাতালের জীবাণু কালচারের একটি রিপোর্ট আসে। এক বছরের এক শিশুর ঘায়ের পুঁজ কালচার করে ই. কোলাইয়ের উপস্থিতি পাওয়া গেছে। জীবাণু কালচারে দেখা গেছে, ই. কোলাইয়ের বিরুদ্ধে বহুল ব্যবহৃত সব অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্ট। যার মধ্যে রয়েছে অ্যামোক্সিসিলিন, সেপ্টাজিডিম, জেন্টামাইসিন, কোট্রাইমোক্সাজল, অ্যামিকাসিন, ন্যালিডিক্সিক অ্যাসিড, সেফুরক্সিম, সেফোটেক্সামিন, সিপ্রোফ্লক্সাসিন, অ্যাজট্রিওনাম, নেটিলমাইসিন ও সেফট্রিয়াক্সন। শুধু একটিমাত্র অ্যান্টিবায়োটিক কার্যকর বলে পরীক্ষায় দেখা গেছে আর তা হলো মেরোপেনেম। আমি রিপোর্টটি দেখে বিস্ময়ে হতভম্ব হয়ে গেছি। ১৩টি অ্যান্টিবায়োটিকের মধ্যে শুধু একটি অ্যান্টিবায়োটিক ই. কোলাই জীবাণুর বিরুদ্ধে কার্যকর, বাকি সব রেজিস্ট্যান্ট। এই রিপোর্ট থেকে বোঝা যাচ্ছে, আমরা বিপদে আছি, যে বিপদের ভয়াবহতা কল্পনাশক্তিরও বাইরে। এখনই বিশ্বের প্রতিটি দেশের প্রতিটি অঞ্চলে সব বয়সের সব মানুষ অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্সের শিকার হওয়ার প্রবল হুমকির মধ্যে রয়েছে।

প্রথমত, বিশেষ কোনো এনজাইম অ্যান্টিবায়োটিকের গাঠনিক সংকেতে এমন কোনো রাসায়নিক পরিবর্তন নিয়ে আসতে পারে, যার কারণে অ্যান্টিবায়োটিক অকার্যকর হয়ে পড়ে। দ্বিতীয়ত, অনেক সময় জীবাণু এমন সব এনজাইম তৈরি করে, যা অ্যান্টিবায়োটিকের গাঠনিক সংকেতকে ভেঙে দিতে সক্ষম। এই গাঠনিক সংকেত ভেঙে গেলে অ্যান্টিবায়োটিক নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। তৃতীয়ত, কোনো কোনো জীবাণু আছে, যেগুলো জন্মগতভাবে অ্যান্টিবায়োটিকের প্রতি সংবেদনশীল নয়। যেমন গ্রাম নেগেটিভ জীবাণুগুলোর কোষপ্রাচীর এমন জটিলভাবে তৈরি, যার প্রতিবন্ধকতার বিরুদ্ধে অসংখ্য অ্যান্টিবায়োটিক কোনোভাবেই কার্যকর প্রভাব ফেলতে পারে না। চতুর্থত, জেনেটিক মিউটেশনের (জিনের রাসায়নিক পরিবর্তন) মাধ্যমে অনেক জীবাণু অ্যান্টিবায়োটিকের বিরুদ্ধে প্রতিরোধক্ষমতা অর্জন করে ফেলে। কোটি কোটি জীবাণুর মধ্যে যেকোনো একটি যদি মিউটেশনের মাধ্যমে পরিবর্তিত হয়ে যায়, সেই জীবাণু পরে বংশবৃদ্ধি ও বিস্তারের মাধ্যমে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। এসব জীবাণু পরিবর্তিত জিনকে অন্য জীবাণুতে ট্রান্সফার করার মাধ্যমে রেজিস্ট্যান্ট জীবাণুর ব্যাপক বিস্তার ঘটায়। এসব জীবাণুতে আক্রান্ত রোগী তখন কোনো অ্যান্টিবায়োটিকে সংক্রমণমুক্ত হতে পারে না। ফলে রোগীর ভোগান্তি বাড়ে কিংবা কার্যকর অ্যান্টিবায়োটিকের অভাবে অসহায়ভাবে মৃত্যুবরণ করে।

জন হপকিনস বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব মেডিসিন বিভাগের ক্লিনিক্যাল ডিরেক্টর ড. পাউল আউওয়েটার প্রতিদিন এই সংকটের মুখোমুখি হচ্ছেন। বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে তিনি বলেন, ‘রোগীরা দিন দিন আরও বেশি রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ছে। এ কারণে আমাদের ব্যাপকভাবে অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করতে হচ্ছে। ফলে জীবাণু নিজেদের কাঠামো পরিবর্তন করছে। অন্যদিকে আমরা এসব জীবাণু মোকাবিলায় নতুন অ্যান্টিবায়োটিক উদ্ভাবনের উৎসাহ ও উদ্দীপনা হারিয়ে ফেলছি। সাধারণ মানুষের মধ্যে এ নিয়ে তেমন প্রতিক্রিয়া বা দুশ্চিন্তা নেই। তারা মনে করে, অতীতের মতো চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা পর্যাপ্ত কার্যকর অ্যান্টিবায়োটিক আবিষ্কার করে সংকট মোকাবিলায় ব্যবস্থা নেবেন। ওষুধ কোম্পানিগুলো তাদের স্বার্থে এ ধরনের আবিষ্কারে এগিয়ে আসবে, যেমনটা অতীতে এসেছে। কিন্তু আমরা বুঝতে পারছি না অ্যান্টিবায়োটিকের ক্ষেত্রে এই পটভূমি ভিন্ন।’ গ্রেফেন স্কুল অব মেডিসিনের জেনারেল ইন্টারনাল মেডিসিনের সহযোগী অধ্যাপক স্পেনবার্গ বলেন, ‘আমাদের বুঝতে হবে, অ্যান্টিবায়োটিকের এমন কতগুলো অনন্য বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা অন্যান্য ওষুধের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। আজ যে অ্যান্টিবায়োটিক কার্যকারিতা প্রদর্শন করছে, তা ১০-১৫ বছর পর অকার্যকর হতে পারে, অন্য ওষুধের ক্ষেত্রে এমনটি ঘটে না। তাই জনস্বাস্থ্যের কথা বিবেচনা করে সংক্রামক রোগ মোকাবিলায় নতুন অ্যান্টিবায়োটিক আবিষ্কার অব্যাহত রাখতে হবে।

অর্থনৈতিক মন্দা আর কঠোর নিয়ন্ত্রণের কারণে পরিস্থিতি এমনভাবে পরিবর্তিত হয়েছে যে ওষুধ কোম্পানিগুলো নতুন অ্যান্টিবায়োটিক উদ্ভাবনে আগ্রহ হারাচ্ছে। ইতিমধ্যে আমরা প্রায় সব অ্যান্টিবায়োটিকের বিরুদ্ধে রেজিস্ট্যান্ট ব্যাকটেরিয়ার উৎপত্তি লক্ষ করছি। কিন্তু সে হারে নতুন অ্যান্টিবায়োটিক আসছে না।

রেজিস্ট্যান্ট সংক্রামক ব্যাধির সংখ্যা আগামী পাঁচ বছরে জ্যামিতিক হারে বৃদ্ধি পাবে। আমরা যে একদম অ্যান্টিবায়োটিক পাচ্ছি না, তা নয়; কিছু কিছু অ্যান্টিবায়োটিক বাজারে আসছে। কিন্তু সেসব অ্যান্টিবায়োটিক গ্রাম নেগেটিভ সংক্রামক রোগের ক্ষেত্রে কার্যকর হচ্ছে না। আমাদের অভাব হলো গ্রাম নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়ার বিরুদ্ধে কার্যকর অ্যান্টিবায়োটিকের।’

নতুন অ্যান্টিবায়োটিক উদ্ভাবনে ওষুধ কোম্পানিগুলোর অনীহার কারণও রয়েছে। একটি অ্যান্টিবায়োটিক উদ্ভাবনে মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করতে হয়। কিন্তু সে তুলনায় মুনাফা করা যায় না। কোম্পানিগুলোর মতে, মানুষ অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করে অল্প কয়েক দিনের জন্য। ডায়াবেটিস বা উচ্চ রক্তচাপের মতো রোগের ক্ষেত্রে যেমন রোগীকে আজীবন ওষুধ গ্রহণ করতে হয়, অ্যান্টিবায়োটিকের ক্ষেত্রে তেমন হয় না। দ্বিতীয়ত, একটি অ্যান্টিবায়োটিক আবিষ্কৃত হওয়ার পর অল্প কয়েক বছরে রেজিস্ট্যান্ট হয়ে গেলে মুনাফা তো দূর, পুঁজিও ফেরত আসে না। উদ্ভাবনের পর অ্যান্টিবায়োটিকের অনুমোদন পেতেও অনেক ঝক্কিঝামেলা পোহাতে হয়। অনেক ক্ষেত্রে অনুমোদনও পাওয়া যায় না। ফলে ওষুধ কোম্পানিগুলো অ্যান্টিবায়োটিক উদ্ভাবনে বিনিয়োগে আজকাল আর আগ্রহ দেখাচ্ছে না। ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে রোগী, জয়ী হচ্ছে রেজিস্ট্যান্ট ব্যাকটেরিয়া। এই অশনিসংকেত বারবার উচ্চারিত হলেও সবাই নির্বিকার। বিশ্বের কোটি কোটি মানুষের কথা বাদই দিলাম, ওষুধ কোম্পানির মালিকেরা কি জানেন, কোনো না কোনো সময় তাঁরাও রেজিস্ট্যান্ট ব্যাকটেরিয়ার শিকার হতে পারেন এবং কার্যকর অ্যান্টিবায়োটিকের অভাবে তাঁদেরও করুণ পরিণতি হতে পারে! ২০১৪ সালের ৩০ এপ্রিল বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা পৃথিবীর ১১৪টি দেশে পরিচালিত গবেষণার ভিত্তিতে অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স সম্পর্কে তাদের সর্বশেষ প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। প্রতিবেদনে উদ্বেগের সঙ্গে বলা হয়েছে, অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স থেকে সৃষ্ট মহাবিপর্যয় এখন ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার ব্যাপার নয়। এখনই বিশ্বের প্রতিটি দেশের প্রতিটি অঞ্চলে সব বয়সের সব মানুষ অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্সের শিকার হওয়ার প্রবল হুমকির মধ্যে রয়েছে। ‘অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স: গ্লোবাল রিপোর্ট অন সার্ভেইলেন্স’ (জীবাণুর প্রতিরোধক্ষমতা অর্জন: কড়া নজরদারির ওপর বিশ্ব প্রতিবেদন) শীর্ষক প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, সংক্রামক রোগ সৃষ্টিকারী অসংখ্য জীবাণু বেশির ভাগ অ্যান্টিবায়োটিকের বিরুদ্ধে প্রতিরোধক্ষমতা অর্জন করে ফেলেছে। প্রতিবেদনে ডায়রিয়া, কলেরা, নিউমোনিয়া, মূত্রনালির সংক্রমণ, গনোরিয়া, সেপসিসের (রক্তের সংক্রমণ) মতো সাধারণ থেকে শুরু করে খুব মারাত্মক সংক্রামক রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণুর ওপর অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্সের ফলাফল প্রকাশ করা হয়, যা খুব উদ্বেগজনক। কারণ, প্রতিরোধক্ষমতা অর্জনকারী বহু জীবাণুর বিরুদ্ধে শেষ অবলম্বন হিসেবে বিবেচিত খুব কার্যকর অ্যান্টিবায়োটিকগুলোও এখন কার্যকারিতা হারাতে বসেছে। কার্বাপেনেমকে এত দিন একমাত্র নন-রেজিস্ট্যান্ট শতভাগ কার্যকর শেষ অবলম্বন অ্যান্টিবায়োটিক হিসেবে গণ্য করা হতো। জীবন বিপন্নকারী অন্ত্রের জীবাণু ক্লেবসিলা নিউমোনি কার্বাপেনেমের কার্যকারিতাকে ব্যর্থ করে দিয়ে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে। ক্লেবসিলা নিউমোনি হাসপাতালে নিউমোনিয়া, সেপসিস, নবজাতকের সংক্রমণ এবং জরুরি বিভাগে চিকিৎসারত বিপন্ন রোগীদের মধ্যে সংক্রমণ ছড়ানোর মূল কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বহু দেশে রেজিস্ট্যান্সের কারণে কার্বাপেনেম ক্লেবসিলা নিউমোনিতে আক্রান্ত ৫০ শতাংশ রোগীকে সুস্থ করে তুলতে ব্যর্থ হচ্ছে। মূত্রনালির সংক্রমণের জন্য দায়ী গ্রাম নেগেটিভ জীবাণু ই. কোলাইয়ের বিরুদ্ধে বহুল পরিচিত সিপ্রোগ্রুপের (ফ্লোরোকুনোলন) অ্যান্টিবায়োটিকগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এখন আর কাজ করছে না। ১৯৮০ সালে বাজারে আসা সিপ্রোগ্রুপের ওষুধগুলোর বিরুদ্ধে জীবাণুর প্রতিরোধক্ষমতা অর্জনের পরিমাণ ছিল শূন্য। এখন পৃথিবীর অধিকাংশ দেশেই সংক্রামক রোগ চিকিৎসায় সিপ্রোগ্রুপের ওষুধগুলোর কার্যকারিতা ৪০ শতাংশের নিচে নেমে গেছে। গনোরিয়া চিকিৎসায় শেষ অবলম্বন হিসেবে পরিচিত তৃতীয় প্রজন্মের সেফালোস্পোরিন গ্রুপের ওষুধগুলো এখন অস্ট্রেলিয়া, অস্ট্রিয়া, কানাডা, ফ্রান্স, জাপান, নরওয়ে, স্লোভেনিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, সুইডেন ও যুক্তরাজ্যের গনোরিয়ায় আক্রান্ত রোগীর চিকিৎসায় অকার্যকর হয়ে পড়েছে। প্রতিদিন সারা বিশ্বে ১০ লাখ মানুষ গনোরিয়ায় আক্রান্ত হয়। অ্যান্টিবায়োটিক-সম্পর্কিত সংকট নিয়ে মানুষ এখনো পুরোপুরি অবহিত ও সচেতন হচ্ছে না। যখন অবহিত হবে, তখন সম্ভবত অনেক দেরি হয়ে যাবে। অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্ট সংক্রামক রোগ মানবসভ্যতার জন্য এক ভয়াবহ বিপর্যয় ডেকে আনতে যাচ্ছে। এই বিপর্যয়ের মাত্রা অনিশ্চিত, ভেদাভেদ অনির্ধারিত, ধনী-গরিব, শিশু- বয়স্ক, সুস্থ, প্রতিবোধক্ষমতাবিহীন রোগীকেউই এই বিপর্যয় থেকে রক্ষা পাবে না। তখন বুক চাপড়ানো ছাড়া আমাদের আর কোনো গত্যন্তর থাকবে না। **ড. মুনীরউদ্দিন আহমদ অধ্যাপক, সাবেক ডিন, ফার্মেসি অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। বর্তমানে অধ্যাপক, ফার্মেসি বিভাগ, ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি।**

মানবতার পূজারী বাঙালী

হরলাল দেবনাথ
প্রচার সচীব
প্রাউটিষ্ট সর্ব সমাজ সমিতি
সিধাই মোহনপুর, পশ্চিম ত্রিপুরা
ফোন ঃ- ৯৬১২৪৪২০৯৮

বিশ্বশক্তি ব্রিটিশের তপ্ত বুলেটে শীতল করে রক্ত ও প্রাণের বিনিময়ে যে বাঙালী দেশ স্বাধীন করেছে এবং যে বাঙালী ঘরে সাধু মহাপুরুষ থেকে শুরু করে পরমপুরুষ। কবি, সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক, বীরপুরুষের জন্ম হয়েছে। ধৈর্যসহনশীল মানবতার পূজারী ও বিশ্ববরেন্য বাঙালী জাতি, যে জাতির হৃদয় ভরাপ্রেম ভালোবাসা ও বিদ্যার সাগর। স্বাধীনতা আন্দোলনে যে বাঙালীর রাজনৈতিক দূর দৃষ্টির প্রতি বিশ্ববাসী তাকিয়েছিল। স্বাধীনতার ইতিহাসেও স্বাধীন ভারতের রাজনীতিতে সে বাঙালীর নাম হওয়ার কথা স্বর্ণাক্ষরে। সে বাঙালীর নাম হয়নি লৌহক্ষরে। স্বাধীনতার ক্ষেত্রে দেশের সঙ্গে যারা বিশ্বাসঘাতক করেছিল এবং যাদের নাম লৌহক্ষরে হওয়ার কোন কথা ছিল না। তাদের নাম হয়ে গেলো স্বর্ণাক্ষরে। বাঙালীর সঙ্গে এই রূপ বিশ্বাস ঘাতকের কারণ এক দিকে যেমন বাঙালী স্বাধীনতা হারিয়েছে, তেমনি করে দেশে বিশ্বাসঘাতক ও মিথ্যাকপটাচারী মানুষের আখড়া গড়ে উঠেছে। এর ফলে রাজনৈতিক পরিবেশ যেখানে আদর্শমুখী হওয়ার কথা ছিল, সেখানে অরণ্যমুখী পরিবেশে গড়ে উঠেছে এবং ব্যবসা বাণিজ্য থেকে শুরু করে ধর্ম ও রাজনীতিতে বা সামাজিকতার ক্ষেত্রে অসাধু মানুষের গর্জনে প্রতিবাদী কণ্ঠ নিস্তব্ধ হয়ে গেছে। যে বাঙালী বাংলার বাঘ আশুতোষ মুখার্জী। দেশ ভাগ আক্রান্ত ও উদ্বাস্তু হিন্দু বাঙালীদের পুনর্বাসন দাবি নিয়ে নেহেরু মন্ত্রীসভায় সিংহের গর্জন করে ছিলেন। সেই বাঙালী আজ বাংলাভাষী নেতৃত্বের প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দলে হিন্দী ভাষী নেতৃত্বের দল দাস ও কুকুর আক্রান্ত ভেড়ার ভূমিকা পালন করে। রাজনীতির নামে দুর্নীতের আক্রমণে বাঙালীর ভবিষ্যত অন্ধকার গুহায় পতিত হচ্ছে। এ ব্যাপারে বাঙালী সচেতেন হতে হবে। সেদিন বামের শাসন কালে সংবিধান আইনের ধারা পরিবর্তন করে ৭০ শতাংশ বাঙালীর জন্য ৩০ শতাংশ ভূমি আর ৩০ শতাংশ উপজাতির জন্য ৭০ শতাংশ ভূমির উপর। বাঙালী আর উপজাতির মধ্যে যে ভূমি বন্টন হয়েছে বা এডিসি অঞ্চল গঠন হয়েছে। পরবর্তি সময় সেই অঞ্চল থেকে বাঙালী উচ্ছেদ পরিকল্পনা ছিল উপজাতি উগ্র যুবকদের বাঙালী নিধন যজ্ঞ ও অপহরণ বাণিজ্য এবং অগ্নীগর্ভ পরিস্থিতি। এই পরিস্থিতি যত দিন যাচ্ছে তত ভয়ঙ্কর রপ ধারণ করছে। এডিসি এবং এন আরসি আইনে ত্রিপুরা সহ উত্তর পূর্বাঞ্চলে হিন্দু বাঙালী বা মুসলীম বাঙালীর ভবিষ্যত কখন কি হবে তা বলা যাচ্ছে না। তবে মুসলীম বাঙালীদের একতা পরিবেশ আছে, তারা তাদের উপায় খুজে পাবে। বহুমুখী হিন্দু ধর্মাবলম্বী হিন্দু বাঙালী কিন্তু বহুমুখী রাজনীতিতে বিভক্ত।

আনন্দমার্গ দর্শন অন্তর্ভূক্ত অথনৈতিক পরিকল্পনা বা অর্থনৈতিক দর্শন প্রাউট। সেই প্রাউটের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্য প্রাউটের নীতি মেনে ভারতের ৪৪টি সমাজ সহ বিশ্বের ২৬৮টি মানব সমাজে প্রাউট প্রতিষ্ঠার আন্দোলন গড়ে উঠেছে। এই আদর্শ ভিত্তক আন্দোলন পশ্চিমবঙ্গ নিয়ে উত্তর পূর্বাঞ্চলে গড়ে, উঠেছে আমরা বাঙালী। আমরা বাঙালী নাম বলতে এবং শুনতে মনে সংকোচ হলেও এই নামের ভিতরে রয়েছে জাতি উপজাতি প্রতিটি মানুষের মহামিলন পরিবেশ। একাত্ম মানববাদ ও বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব গঠন মহামন্ত্র। এই মন্ত্র প্রচার দায়ীত্বে রয়েছে আনন্দ মার্গ প্রচার ক সংঘ। মানুষের মনে স্থিরতা, ধিরতা মানবতা ও ধর্মীয় মনোভাবে প্রতিষ্ঠা করতে হলে মানুষকে ক্ষুধার পেটে অন্ন দিতে হবে। তার জন্য আনন্দমার্গ দর্শন, প্রাউট দর্শন ও সমাজ আন্দোলনের মাধ্যমে শোষণ মুক্ত সমাজও নতুন পৃথিবী গড়ার পরিকল্পনা চলছে যা সেই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য শুধু আনন্দমার্গীই যথেষ্ট নয়। বর্তমানে রাজনৈতক ক্ষেত্রে দেশদরদী ও ধার্মীক নীতিবাদী মানুষ যারা রয়েছে তারাও একদিন সেই পরিকল্পনায় অংশগ্রহণ করবে।

এই মুহূর্তে একটি আদর্শ পরিবেশ তৈরি করতে হবে এবং সেই পরিবেশ তৈরি করার জন্য বাংলার অঞ্চলে আনন্দমার্গ প্রচারক সংঘে বা আমরা বাঙালী সংগঠনে কিছু ধূর্ত মানসিকতা মানুষের অনুপ্রবেশ ঘটেছে এবং তাদের হাতে দায়ীত্ব নিয়ে দর্শন গুরুর নীতি নির্দেস বহির্ভূত কাজ করছে। এদের হাত থেকে মিশনকে রক্ষা করার জন্য অতিসত্ত্বর নীতিনিষ্ঠ আনন্দমার্গীরা এগিয়ে আসুন।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

শনিবার আগরতলায় ত্রিপুরা বার কাউন্সিলের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সুকান্ত একাডেমিতে ঋত্বিক ঘটকের জন্মশতবর্ষে চলচ্চিত্র উৎসবের শুভারম্ভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ নভেম্বর: ঋত্বিক ঘটকের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে সুকান্ত একাডেমিতে আয়োজিত চলচ্চিত্র উৎসবের আজ আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হল। উদ্বোধন করেন ওড়িশা হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি ও ত্রিপুরার কৃতী সন্তান শুভাশিস তলাপাত্র।

মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন কলকাতা থেকে আগত বিশিষ্ট চলচ্চিত্র সমালোচক সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়, রাজ্যের খ্যাতনামা চলচ্চিত্র নির্মাতা দীপক ভট্টাচার্য্য, এবং আয়োজকদের পক্ষ থেকে সেলিম শাহ ও সুনীল কলই। ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা ও জনসংযোগ বিভাগ এবং পরিসরের যৌথ উদ্যোগে এই উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে।

চলচ্চিত্র নির্মাতা ঋত্বিক ঘটকের কালজয়ী সৃষ্টিকে স্মরণে রেখে আয়োজিত এই উৎসবে তাঁর বিভিন্ন চলচ্চিত্র প্রদর্শনের পাশাপাশি থাকছে আলোচনা সভা, কর্মশালা এবং চলচ্চিত্র---বিশেষজ্ঞদের মতবিনিময়। আয়োজকরা জানিয়েছেন, আগামী ২৩ নভেম্বর পর্যন্ত এই চলচ্চিত্র উৎসব চলবে। দর্শক ও চলচ্চিত্রপ্রেমীদের ব্যাপক সাড়া পাওয়ার আশা প্রকাশ করেছেন তারা।

পশ্চিম ত্রিপুরা জেলাভিত্তিক দ্বিতীয় পর্যায়ের ইউনিটি মার্চ ২৪ নভেম্বর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ নভেম্বর: সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের ১৫০তম জন্মদিন উদযাপন উপলক্ষ্যে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলাভিত্তিক দ্বিতীয় পর্যায়ের ইউনিটি মার্চ আগামী ২৪ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হবে। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে ঐদিন সকাল ৭টায় সার্কিট হাউস সংলগ্ন গান্ধী মূর্তি প্রাঙ্গণ থেকে এই ইউনিটি মার্চ শুরু হয়ে ঊষাবাজারস্থিত সুখময় উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে গিয়ে শেষ হবে।

আজ পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের কনফারেন্স হলে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক ও সমাহর্তা অশোক কুমার দাস এ সংবাদ জানান। সব অংশের জনগণকে এই ইউনিটি মার্চে অংশগ্রহণ করার জন্য তিনি আহ্বান জানান। সাংবাদিক সম্মেলনে এছাড়াও পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার তথ্য ও সংস্কৃতি কার্যালয়ের সহ-অধিকর্তা মনোজ দেববর্মা এবং যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের সহ-অধিকর্তা শান্তনু সূত্রধর উপস্থিত ছিলেন।

প্রাক্তন উপ-রাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখর সতর্ক, বললেন 'চক্রব্যূহে' না আটকে পড়ার পরামর্শ

নয়া দিল্লি, ২২ নভেম্বর: ভোপালে একটি বইয়ের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রাক্তন উপ-রাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখর বলেছেন, যে কোনও ব্যক্তি যদি ভুল ন্যারেটিভে আটকে পড়ে, তাহলে তা থেকে বেরিয়ে আসা কঠিন হয়ে পড়ে। তিনি তাঁর প্রথম পাবলিক বক্তব্যে এই কথা বলেন, যা তিনি তাঁর পদত্যাগের পর চার মাস পর দিয়েছেন।ধনখর, যিনি ৭৪ বছর বয়সী, গত জুলাই মাসে স্বাস্থ্যগত কারণে উপ-রাষ্ট্রপতি পদ থেকে পদত্যাগ করেছিলেন। তাঁর পদত্যাগের পর থেকে রাজনৈতিক মহলে জোর গুঞ্জন শুরু হয়েছিল, বিশেষত শাসক দল বিজেপির সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের অবনতি নিয়ে। যদিও ধনখর নিজে তাঁর পদত্যাগের কারণ হিসেবে স্বাস্থ্যগত সমস্যার কথা বলেছেন, তবে অনেকেই মনে করছেন, বিজেপির সঙ্গে তাঁর মতবিরোধই এর প্রধান কারণ।ভোপালে অনুষ্ঠিত বই উদ্বোধন অনুষ্ঠানে ধনখর বলেন, 'ভুল কোনো ন্যারেটিভের মধ্যে আটকে পড়লে, সেটি থেকে বেরিয়ে আসা কঠিন হয়ে পড়ে।' তিনি আরও বলেন, 'ঈশ্বর না করুন, কেউ যদি এই চক্রব্যূহে আটকে পড়ে, তাহলে বের হতে অনেক কঠিন হয়ে পড়ে।'

অমরপুর মহকুমা হাসপাতালে চক্ষু চিকিৎসা শিবির: ৫১ জন রোগীর ছানি অস্ত্রোপচার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ নভেম্বর: আজ অমরপুর মহকুমা হাসপাতালে একটি বিশেষ ছানি অস্ত্রোপচার শিবির সম্পন্ন হয়েছে। এই শিবিরের মাধ্যমে মোট ৫১ জন রোগীর চোখে বিনামূল্যে ছানি অপসারণ এবং লেন্স প্রতিস্থাপনের মতো গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্রোপচার করা হয়। রাজ্য অন্ধত্ব নিবারণ কর্মসূচি আধিকারিক ডা. রবীন্দ্র দাস, চক্ষু বিশেষজ্ঞ দল: ডা. স্যামুয়েল দেববর্মা, ডা. ছন্দম আচার্য্য, ডা. অমিত দাস এবং ডা. মনোমিতা দাস, নার্সিং ও অপটোমেট্রি পরিষেবা নার্সিং অফিসার রিনা রাণী দাস, অপটোমেট্রিস্ট রানা বৈদ্য, ভবতোষ শীল এবং সৌরভ চক্রবর্তী অস্ত্রোপচার এবং পরবর্তী যত্নের ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদান করেন।

শিবিরের শেষে ডা. রবীন্দ্র দাস জানান যে, এই ধরণের শিবির নিয়মিত আয়োজন করার পরিকল্পনা রয়েছে, যাতে ছানিজনিত অন্ধত্ব পুরোপুরি দূর করা যায়। অমরপুর মহকুমা চিকিৎসা আধিকারিক ডা. প্রসেনজিৎ সরকার হাসপাতালে এই সকল শিবিরের জন্য বিশেষজ্ঞ দল ও স্থানীয় কর্মীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং সাধারণ মানুষকে সময়মতো চক্ষু পরীক্ষা করানোর জন্য উৎসাহিত করেন।

পিয়ূষ গয়াল ইসরায়েলে উচ্চ-স্তরের বৈঠক, কৃষি, প্রযুক্তি ও বাণিজ্যে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা বৃদ্ধির কথা জানান

নয়া দিল্লি, ২২ নভেম্বর: কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রী পিয়ূষ গয়াল এই সপ্তাহে ইসরায়েলে একাধিক উচ্চ-স্তরের বৈঠক করেন, যার মাধ্যমে কৃষি, প্রযুক্তি, উদ্ভাবন এবং বাণিজ্য ক্ষেত্রে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে আলোচনা হয়। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে এই তথ্য জানানো হয়েছে।

২১ নভেম্বর, গয়াল ইসরায়েলের কৃষি ও খাদ্য নিরাপত্তা মন্ত্রী আভি ডিচটার-এর সঙ্গে বৈঠক করেন। আলোচনায় ইসরায়েলের ২৫ বছরের খাদ্য নিরাপত্তা রোডম্যাপ, বীজ উন্নয়ন কৌশল এবং বিশ্বব্যাপী পরিচিত পানি পুনঃ ব্যবহার প্রযুক্তি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

গয়াল পরবর্তীতে পেরেস সেন্টার ফর পিস অ্যান্ড ইনোভেশন পরিদর্শন করেন, যেখানে আধুনিক প্রযুক্তির উদ্ভাবনগুলি প্রদর্শন করা হয়, যার মধ্যে ড্রিপ-ইরিগেশন সিস্টেম, স্টেন্ট প্রযুক্তি, আয়রন ডোম এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম এবং বেশ কয়েকটি নতুন ভার্চুয়াল রিয়ালিটি সমাধান অন্তর্ভুক্ত ছিল। তিনি সেন্টারটিকে 'একটি অনুপ্রেরণাদায়ক প্রতিষ্ঠান' হিসেবে উল্লেখ করেন, যা ইসরায়েলের সৃজনশীলতা, উদ্ভাবন এবং সামাজিক প্রভাবের যাত্রাকে প্রতিফলিত করে।

টেকনোলজির ক্ষেত্রে গয়াল মোবাইলাই এর স্বয়ংক্রিয় ড্রাইভ সিস্টেম প্রদর্শন দেখে ইসরায়েলের পরিবহন প্রযুক্তির অগ্রগতি পরিদর্শন করেন। এছাড়া, তিনি কিবুতজ রমাত রাচেল পরিদর্শন করে সেখানে পরিবেশ বান্ধব কৃষি ও সহযোগিতামূলক জীবনযাপনের মডেল সম্পর্কে জানতে পারেন।

২০ নভেম্বর, গয়াল ইসরায়েলের অর্থনীতি মন্ত্রী নীর বারকাতের সঙ্গে বৈঠক করেন এবং দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ও নতুন সহযোগিতা ক্ষেত্র চিহ্নিত করেন। দু'দেশের শিল্প প্রতিনিধিরা ভারত-ইসরায়েল বিজনেস ফোরামে অংশ নেন, যেখানে প্রযুক্তি, কৃষি, প্রতিরক্ষা, উন্নত নির্মাণ এবং উদ্ভাবনের উপর বিটুবি আলোচনা হয়।

ফোরামে গয়াল বলেন, 'ভারত ও ইসরায়েল একটি বিশ্বাসভিত্তিক সম্পর্ক শেয়ার করে এবং ফিনটেক, অ্যাগ্রিটেক, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, কোয়ান্টাম কম্পিউটিং, ফার্মাসিউটিক্যালস, মহাকাশ এবং প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে সহযোগিতার সম্ভাবনা রয়েছে।'

গয়াল ইসরায়েলের অর্থমন্ত্রী বেজালেল স্মোট্রিচের সঙ্গেও বিনিয়োগ, আর্থিক প্রযুক্তি এবং নিয়ন্ত্রণ সহযোগিতার বিষয়ে আলোচনা করেন।

গয়াল ইসরায়েলের কয়েকটি প্রধান কোম্পানির শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে আলোচনা করেন, যার মধ্যে ছিল চেক পয়েন্ট (সাইবার সিকিউরিটি), জঙ্গঙ্ক টেকনোলজিস (পানি সমাধান), এনটিএ (মেট্রো প্রকল্প), এবং নেটাফিম (প্রিসিশন অ্যাগ্রিকালচার)। এসব আলোচনায় সাইবার সিকিউরিটি, নগর পরিবহন, পানি ও স্যুয়ারেজ ব্যবস্থাপনা এবং উন্নত সেচ প্রযুক্তির উপর জোর দেওয়া হয়।

মন্ত্রীর সফরের একটি গুরুত্বপূর্ণ ফলস্বরূপ ছিল ভারত-ইসরায়েল ফ্রি ট্রেড এগ্রিমেন্টের জন্য টার্মস অব রেফারেন্স সই করা, যার মাধ্যমে দুই দেশের মধ্যে আলোচনা ফলপ্রসূ এবং সমতাভিত্তিক চুক্তির দিকে এগিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা বাড়ছে।

গয়াল ইসরায়েলের গণমাধ্যম ও হীরে শিল্পের সদস্যদের সঙ্গেও আলাপ-আলোচনা করেন, যা ভারত-ইসরায়েল বাণিজ্যিক সম্পর্কের একটি দীর্ঘস্থায়ী স্তম্ভ। পরবর্তীতে, তিনি ভারত-ইসরায়েল সিইও ফোরামে অংশগ্রহণ করেন, যেখানে মন্ত্রী বারকাতের সঙ্গে ভারতের এবং ইসরায়েলের বাণিজ্যিক সম্পর্কের শক্তি এবং ভবিষ্যত সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করেন।

এই সফরের মাধ্যমে, দুই দেশের নেতৃত্বের উদ্দেশ্য ছিল তাদের সহযোগিতার গভীরতা বাড়ানো, বিশেষত সেই সব খাতে যা ভারত ও ইসরায়েলের জন্য কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

মান্দাইয়ে বুল্ডার কেলেংকারীর অভিযোগ, ঝুঁকিতে পাটনী রাস্তার দুই পাশে এলাকা

আগরতলা, ২২ নভেম্বর: মান্দাই ব্লকের মান্দাই থেকে পাটনী যাওয়া রাস্তার দুই পাশ বর্ষার সময় ভেঙে যাওয়ার অভিযোগ উঠেছে স্থানীয় জনগণের কাছে। রাস্তা ভেঙে যাওয়া বন্ধ করার জন্য বর্ষা শুরু হওয়ার আগে বুল্ডার বসানো এবং সাইড ওয়াল নির্মাণের ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

কিন্তু স্থানীয় জনগণের অভিযোগ, যারা কাজ করিয়েছে তারা সাইড ওয়াল নির্মাণ করেনি এবং যে বুল্ডার বসানো হয়েছে তা নিম্নমানের, যেখানে সিমেন্টের পরিমাণ অত্যন্ত কম। সাধারণ পায়ের আঘাতেই বুল্ডার বালি হয়ে যাচ্ছে। ফলে, এই এলাকা যে কোনো সময় বড় ধরনের দুর্ঘটনার ঝুঁকিতে রয়েছে।

স্থানীয় জনগণ সংবাদ মাধ্যমকে জানান, মানসম্পন্ন বুল্ডার বসানো এবং সাইড ওয়াল নির্মাণ না হওয়ায় রাস্তার নিরাপত্তা প্রশ্নবিদ্ধ। তারা দাবী করেন, সংশ্লিষ্ট দপ্তর দ্রুত ব্যবস্থা নিক।

এছাড়াও স্থানীয়রা এডিসি চেয়ারম্যান এম.ডি.সি জগদীশ দেববর্মা এবং বিধায়ক স্বপ্না দেববর্মাকে এলাকাটি পরিদর্শন করে দ্রুত সমাধান গ্রহণের আহ্বান জানান।

উল্লেখ্য, এই ধরনের বুল্ডার কেলেংকারীর ঘটনা ইদানীং মান্দাই ব্লকের বিভিন্ন এলাকা থেকে উঠে আসছে। এখন দেখার বিষয়, সংশ্লিষ্ট দপ্তর এবং জনপ্রতিনিধিরা কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন কি না, নাকি দীর্ঘস্থায়ী সমস্যা হিসেবে এই ঝুঁকি এলাকায় থাকবে।

২১ ডিসেম্বর ত্রিপুরা চর্মশিল্পী সমিতির একাদশতম রাজ্য সম্মেলন ভানু ঘোষ স্মৃতি ভবনে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ নভেম্বর: আগামী ২১ ডিসেম্বর আগরতলার ভানু ঘোষ স্মৃতি ভবনে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে ত্রিপুরা চর্মশিল্পী সমিতির একাদশতম রাজ্য সম্মেলন। সেই উপলক্ষ্যে শুক্রবার সিপিআই(এম) ডুকলি মহকুমা কার্যালয়ে এক প্রস্তুতি কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় রাজকুমার চৌধুরী ও সুনীল ঋষিদাসের সভাপতিত্বে মূল আলোচনায় অংশ নেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক বিপদবন্ধু ঋষিদাস, সিপিআই(এম) ডুকলি মহকুমা কমিটির সম্পাদক সমর চক্রবর্তী, প্রাক্তন সাংসদ ঝর্ণা দাস বৈদ্য, এবং ডুকলি মহকুমা এলাকার বিভিন্ন গণসংগঠনের নেতৃত্ব।

এদিন সভায় উপস্থিত ছিলেন শ্রমিক নেতা সৃজন দেব, ত্রিপুরা ক্ষেতমজুর ইউনিয়নের পশ্চিম জেলা সম্পাদক পঙ্কজ ঘোষ, তপশিলি নেতা পার্থ বাসফোর, জহরলাল দাস, শংকর সরকার সহ আরও অনেকে। প্রস্তুতি সভার সূচনাতেই সদ্যপ্রয়াত সারা ভারত কৃষক সভার রাজ্য সভাপতি ও রাজ্যের গণআন্দোলনের অন্যতম নেতৃত্ব গৌরাঙ্গ ঠাকুরতের প্রয়াণে শ্রদ্ধা জানানো হয়।

সম্মেলনকে সফল করে তুলতে বিভিন্ন কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির চেয়ারপার্সন হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে প্রাক্তন সাংসদ ঝর্ণা দাস বৈদ্যকে। এছাড়াও মোট ৪১ জনকে নিয়ে বিভিন্ন সাব-কমিটি গঠন করা হয়েছে। আয়োজকরা জানান, সম্মেলনকে সর্বাঙ্গীণ সফল করতে ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছে।

দুবাই এয়ারশোতে তেজাস বিমানে দুর্ঘটনায় উইং কমান্ডার নমানশ স্যালের মৃত্যু, প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংয়ের শোক প্রকাশ

নয়া দিল্লি, ২২ নভেম্বর: শুক্রবার ভারতীয় বিমান বাহিনীর তেজাস জেট দুবাই এয়ারশোতে এক আকাশীয় কৌশল প্রদর্শন করছিল। উক্ত মুহূর্তে বিমানটি ভারসাম্য হারিয়ে নীচে নেমে যায় এবং বিধ্বস্ত হয়। ফলস্বরূপ, দুর্ঘটনার স্থান থেকে ঘন কালো ধোঁয়া উড়তে থাকে। তেজাসের পাইলট, যিনি প্রায় নিখুঁত নিরাপত্তা রেকর্ড নিয়ে বিমান বাহিনীতে ছিলেন, দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান। ভারতীয় বিমান বাহিনী দুর্ঘটনার পর এই তথ্য নিশ্চিত করেছে।

এটি তেজাসের ২৪ বছরের ইতিহাসে দ্বিতীয় দুর্ঘটনা, যা বিশেষজ্ঞদের মধ্যে প্রশ্ন সৃষ্টি করেছে: কীভাবে এই দুর্ঘটনা ঘটলো?বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, আইএএফ পাইলটটি সম্ভবত একটি 'ব্যারেল রোল' কৌশল সম্পাদন করছিল, যেখানে বিমানটি উল্টে যায় এবং আবার সোজা হয়ে ওঠে। যদিও এই কৌশলটি কঠিন নয়, তবে উচ্চ গতিতে ফাইটার জেটে এটি করতে অনেক দক্ষতা এবং সঠিক হিসাবের প্রয়োজন।

শুক্রবার, তেজাসের পাইলট একটি সঠিক লুপ সম্পাদন করতে চেয়েছিলেন, যেখানে প্রথমে বিমানটি উপরে উঠতে হয়, তারপর উল্টে যেতে হয়, এবং শেষে নামতে হয়। কিন্তু এটি ঠিকভাবে উপরে উঠতে না পেরে, বিমানটি বিধ্বস্ত হয়ে যায়। বিশেষজ্ঞদের মতে, বিমানটি মাটির খুব কাছে ছিল এবং দ্বিতীয়বার উপরে উঠতে সক্ষম হয়নি। এছাড়া, এটি সম্ভবত পর্যাপ্ত গতি পায়নি, যার কারণে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে।

বিশেষজ্ঞরা আরো জানিয়েছেন যে, তেজাসের ইঞ্জিন ফ্লেমআউটও দুর্ঘটনার কারণ হতে পারে। তেজাস, যা বেঙ্গালুরুর হিন্দুস্তান অ্যারোনটিক্স লিমিটেড দ্বারা নির্মিত, ভারতের প্রথম স্বদেশী যুদ্ধবিমান, তবে এর ইঞ্জিনগুলি আমেরিকার জেনারেল ইলেকট্রিক কোম্পানি থেকে আনা হয়।

আইএএফ এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে দুর্ঘটনার সঠিক কারণ প্রকাশ করেনি, তবে তদন্তের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং শুক্রবার উইং কমান্ডার নমানশ স্যালের মৃত্যুর জন্য শোক প্রকাশ করেছেন। এক পোস্টে তিনি লিখেছেন, ''দুবাই এয়ারশোতে বিমান প্রদর্শনের সময় একজন সাহসী আইএএফ পাইলটের মৃত্যুতে আমি গভীরভাবে শোকাহত। শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি আমার আন্তরিক সমবেদনা। এই দুঃখজনক সময়ে জাতি শোকসন্তপ্ত পরিবারের পাশে দাঁড়িয়ে আছে।''

দুবাইয়ে ভারতীয় দূতাবাস জানিয়েছে যে, তারা এবং কনস্যুলেটের টিম ঘটনাস্থলে উপস্থিত রয়েছে এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করছে। দূতাবাস এক পোস্টে লিখেছে, "আইএএফ তেজাস বিমান দুর্ঘটনায় প্রাণহানির ঘটনায় আমরা গভীরভাবে শোকাহত। দূতাবাস এবং কনস্যুলেট টিম ঘটনাস্থলে সহায়তা প্রদান করছে। আমরা এই বিষয়ে সংযুক্ত আরব আমিরাতের কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ রাখছি।"

ভারতীয় নৌবাহিনীও আইএএফ পাইলটের মৃত্যুর জন্য শোক প্রকাশ করেছে। এক পোস্টে নৌবাহিনী বলেছে, "এডমিরাল দিনেশ কে ত্রিপাঠী, সিএনএস, এবং ভারতীয় নৌবাহিনীর সমস্ত সদস্য দুবাই এয়ারশোতে বিমান প্রদর্শনের সময় দুর্ঘটনায় প্রাণ হারানো আইএএফ পাইলটের মৃত্যুর জন্য গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। ভারতীয় নৌবাহিনী শোকসন্তপ্ত পরিবারের পাশে দাঁড়িয়েছে।"

আইএএফ এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, ''আজ দুবাই এয়ারশোতে আইএএফ তেজাস বিমান দুর্ঘটনায় পতিত হয়েছে। পাইলট গুরুতর আঘাত পেয়েছেন এবং তার মৃত্যু ঘটেছে। আইএএফ এই প্রাণহানির জন্য গভীর শোক প্রকাশ করছে এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের পাশে দাঁড়াচ্ছে। দুর্ঘটনার কারণ নির্ধারণের জন্য একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে।"

Rural Development Department
Government of Tripura

Launching of Mukhyamantri Gram Sampark Yojana, Mukhyamantri Tripura Gram Samriddhi Yojana 2.0 & Mega Griha Pravesh Programme

Invitation

Sir/Madam,

We cordially request your kind presence in the **launching of Mukhyamantri Gram Sampark Yojana, Mukhyamantri Tripura Gram Samriddhi Yojana 2.0 & Mega Griha Pravesh Programme** on 24th November, 2025 at 11:00 AM at Pragna Bhavan, Conference Hall No-1, Agartala.

The occasion will be graced by -

Chief Guest & Inaugurator — ***Prof. (Dr.) Manik Saha***, *Hon'ble Chief Minister*

Guest of Honour — ***Sri Jitendra Kumar Sinha, IAS***, *Chief Secretary, Government of Tripura*

Special Guest — ***Sri Abhishek Singh, IAS***, *Secretary, Rural Development Department, Government of Tripura*

Your gracious presence in the programme is highly solicited.

Kuntal Das, IAS
Addl. Secretary
Rural Development Department
Government of Tripura

ICA/D-1399/25

শনিবার স্কুল পড়ুয়াদের নিয়ে এক বিশেষ স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা হয়।

হরেকরকম

হরেকরকম
হরেকরকম

আরশোলা বিলুপ্ত হয়ে গেলে কী হবে?

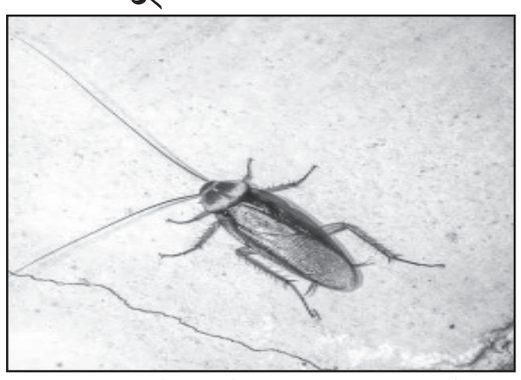

“প্রসেডিং অফ দি্য ন্যাশানাল অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্স” এর প্রকাশিত এক গবেষণা জানা গিয়েছে, আরশোলার শরীরে থাকে ব্লাটাব্যাকটেরিয়াম নামের ব্যাকটেরিয়া। এই ব্যাকটেরিয়া নাইট্রোজেনকে ভেঙে পুষ্টিতে পরিণত করেযা আরশোলাকে যে কোনও প্রতিকূল পরিবেশেও টিকিয়ে রাখতে সাহায্য করে।

আরশোলা, নামটা শুনেই কারও গা ঘিনঘিন করে, কেউ আবার ভয় পান। রান্নাঘরের এক কোণ থেকে অন্য কোণে দৌড়ে বেড়ায় এই আরশোলা। লুকিয়ে থাকে ময়লা আবর্জনার পাশে। আর আরশোলা তাড়াতে রীতিমতো কালঘাম ছুটে যায় সকলের। পৃথিবী থেকে আরশোলা যদি একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, তাহলে হয়ত অনেকেই খুশি হয়। তবে, ভেবে দেখেছেন কখনও আরশোলা একদম না থাকলে কী হতে পারে? একটি গবেষণা থেকে যা তথ্য সামনে এসেছে তা জানলে রীতিমতো চমকে যাবেন। ‘প্রসেডিং অফ দি্য ন্যাশানাল অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্স’ এর প্রকাশিত এক গবেষণা জানা গিয়েছে, আরশোলার শরীরে থাকে ব্লাটাব্যাকটেরিয়াম নামের ব্যাকটেরিয়া। এই ব্যাকটেরিয়া নাইট্রোজেনকে ভেঙে পুষ্টিতে পরিণত করেযা আরশোলাকে যে কোনও প্রতিকূল পরিবেশেও টিকিয়ে রাখতে সাহায্য করে। একই সঙ্গে প্রকৃতির পুষ্টিচক্রকেও সচল রাখে। তাই তাদের যদি বিলুপ্তি হয়, তবে নাইট্রোজেন ভাঙার এই চক্রও ভেঙে পড়বে। অনেকেই হয়ত জানেন না বাস্তবে কিন্তু আরশোলা থাকে গভীর জঙ্গলে, মানুষের বাড়িতে নয়। তারা শুকনো পাতা, পচা কাঠ, মৃত উদ্ভিদসহ নানা জৈব পদার্থ চিবিয়ে ক্ষুদ্র পুষ্টিকণায় পরিণত করে। তাই যদি আরশোলা আবিলুপ্ত হয় তবে বনাঞ্চলে জৈব বর্জ্য জমবে। পচনক্রিয়া মন্থর হবে। তার জেরে মাটির উর্বরতা কমে যাবে। গাছপালা দুর্বল হয়ে পড়বে। ফলে বনাঞ্চল ক্ষতিগ্রস্ত হবে। খাদ্যশৃঙ্খলের অপরিহার্য অংশ টিকটিকি, ব্যাঙ, পাখি, ছোট স্তন্যপায়ী প্রাণীসহ বহু জীব আরশোলার উপর নির্ভর করে। আরশোলা না থাকলে খাদ্যাভাব দেখা দেবে। প্রতিযোগিতা বাড়বে। অনেক প্রজাতি বিলুপ্তির পথে যাবে। আর তাতে ধীরে-ধীরে ভেঙে পড়বে পুরো খাদ্যশৃঙ্খল।

মাটির নীরব প্রাণসঞ্চারক

আরশোলা মৃত উদ্ভিদকে ভেঙে মাটির সঙ্গে মেশায়। এতে মাটির জৈবিক গুণ বেড়ে যায়। অসংখ্য ক্ষুদ্র জীবের জন্য উপযোগী পরিবেশ গড়ে তোলে। তাই আরশোলা বিলুপ্ত হলে বহু অঞ্চলের মাটি নষ্ট হতে শুরু করবে। গাছপালা দুর্বল হবে।

তাই যাঁরা ভাবেন আরশোলা না থাকলে ভাল হত, তাঁদের মনে রাখতে হবে আরশোলাহীন পৃথিবীপরিষ্কার নয়, বরং দুর্বল। এদের বিলুপ্তি পৃথিবীকে হয়ত ধ্বংস করবে না, কিন্তু ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেবে।

‘ভোগ’ ম্যাগাজিনে আলো ছড়াল ভারতীয় মহিলাব্রিগেড

বিশ্বজয়ী ভারতীয় মহিলা ক্রিকেটারদের সম্মান জানাতে এগিয়ে এল আন্তর্জাতিক ফ্যাশন ও লাইফস্টাইল ম্যাগাজিন ''ভোগ''। জনপ্রিয় ম্যাগাজিন ''ভোগ ইন্ডিয়া''-র কভার পেজে দ্যুতি ছড়ালেন ৪ ভারতীয় মহিলা ক্রিকেটার। ক্রিকেট মহলে তো বটেই, লাইফস্টাইলের দুনিয়াতেও যা নিয়ে চলছে চর্চা।

এই তো দিন আঠারো আগের কথা ২ নভেম্বর মুম্বইয়ে স্বপ্নপূরণ হয়েছিল ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট টিমের। দক্ষিণ আফ্রিকাকে ৫২ রানে বিশ্বকাপ ফাইনালে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল হরমনপ্রীত কৌরের ভারত। তারপর থেকে ভারতের মহিলা ক্রিকেটদের দেশের নানা প্রান্তে নানা ভাবে সম্মান জানানো হচ্ছে। এ বার বিশ্বজয়ী ভারতীয় মহিলা ক্রিকেটারদের সম্মান জানাতে এগিয়ে এল আন্তর্জাতিক ফ্যাশন ও লাইফস্টাইল ম্যাগাজিন ‘ভোগ’। জনপ্রিয় ম্যাগাজিন ‘ভোগ ইন্ডিয়া’-র কভার পেজে দ্যুতি ছড়ালেন ৪ ভারতীয় মহিলা ক্রিকেটার। ২২ গজের বিশ্বজয়ী হ্যারিরা এ বার ফ্যাশনেও চ্যাম্পিয়ন ‘ভোগ ইন্ডিয়া’-র কভার পেজে যে ৪ ভারতীয় মহিলা ক্রিকেটার আলো ছড়িয়েছেন, তাঁরা হলেন --- অধিনায়ক হরমনপ্রীত কৌর, দীপ্তি শর্মা, প্রতীকা রাওয়াল ও শেফালি ভার্মা। ৪ ক্রিকেটারকে এই ম্যাগাজিনের কভার পেজে অত্যন্ত সুন্দরী ও দৃঢ় এবং প্রত্যয়ী লুকে দেখা গিয়েছে। বাইশ গজে রাজ করলেও গ্ল্যামার দুনিয়ায় সেই অর্থে বেশি চর্চা হয় না ভারতীয় মহিলা ক্রিকেটারদের নিয়ে। কিন্তু তার অর্থ আবার এটা নয় যে, ভারতীয় মহিলা টিমের ক্রিকেটাররা গ্ল্যামারাস নন। তাঁরা অত্যন্ত গ্ল্যামারাস। একদিকে প্রতিভা, অপরদিকে রূপ। যে কোনও ক্রিকেট প্রেমী হরমনপ্রীত-স্মৃতিদের দেখে ‘ফিদা’ হতে পারেন। ‘ভোগ ইন্ডিয়া’-র কভার পেজে ৪ তারকার যে ছবি ফুটে উঠেছে তাতে রয়েছে দুটি রং- হালকা সবুজ ও হালকা হলুদ। ‘ভোগ ইন্ডিয়া’-র কভার পেজের ছবিটি ছাড়াও আরও বেশ কয়েকটি গ্ল্যামারাস লুকে দেখা গিয়েছে হরমনপ্রীত কৌর, দীপ্তি শর্মা, শেফালি ভার্মা ও প্রতীকা রাওয়ালকে। এই ফটোশুট করতে গিয়েও শেফালি-দীপ্তিদের দেখা যায়, তাঁদের প্রিয় হ্যারিদির সঙ্গে খুনসুটি করতে।

ধনেপাতা দীর্ঘদিন ফ্রেশ রাখার পাঁচটি সহজ টিপস

বাজার থেকে এক গোছা ধনে পাতা কিনে আনার পর দু-এক দিনেই তা শুকিয়ে যায় বা হলদে হয়ে নেতিয়ে পড়ে। রোজ বাজার যাওয়াটা ঝামেলার মনে হলে, এই সমস্যা সমাধানের কিছু সহজ উপায় রয়েছে। কিছু ঘরোয়া কৌশল মেনে চললেই ধনে পাতাকে আপনি প্রায় এক সপ্তাহ পর্যন্ত সতেজ রাখতে পারবেন।

শীতকালে ধনে পাতা ছাড়া বাঙালি রান্নাঘর যেন অসম্পূর্ণ। সুগন্ধী ধনে পাতা খাবারের স্বাদ কয়েক গুণ বাড়িয়ে তোলে। কিন্তু সমস্যা হল, বাজার থেকে এক গোছা ধনে পাতা কিনে আনার পর দু-এক দিনেই তা শুকিয়ে যায় বা হলদে হয়ে নেতিয়ে পড়ে। রোজ বাজার যাওয়াটা ঝামেলার মনে হলে, এই সমস্যা সমাধানের কিছু সহজ উপায় রয়েছে। কিছু ঘরোয়া কৌশল মেনে চললেই ধনে পাতাকে আপনি প্রায় এক সপ্তাহ পর্যন্ত সতেজ রাখতে পারবেন। ধনে পাতা দ্রুত নষ্ট হওয়ার প্রধান কারণ হল অতিরিক্ত আর্দ্রতা। তাই একে সতেজ রাখার মূল মন্ত্র হল আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রণ করা। মার্কেট থেকে তাজা ধনেপাতা কিনে বাড়ি আনার পর দু'দিনেই যদি হলুদ হয়ে যায়, তবে জেনে নিন দীর্ঘদিন ফ্রেশ রাখার ৫টি সহজ টিপস। ১. ভাল করে ধুয়ে শুকিয়ে নিন: প্রথমে ধনে পাতার গোড়ার অংশ বা শিকড়গুলি (যদি থাকে) হালকাভাবে কেটে নিন। এরপর পাতাগুলো পরিষ্কার জলে আলতো করে ধুয়ে নিন, যাতে মাটি বা ময়লা দূর হয়। এ বার একটি পরিষ্কার কাপড় বা টিস্যু পেপারের ওপর পাতাগুলো ছড়িয়ে দিন। খেয়াল রাখবেন, যেন পাতাগুলোর মধ্যে কোনওভাবেই জল না থাকে। সম্পূর্ণরূপে শুকিয়ে যাওয়াই আসল চাবিকাঠি। ২. এয়ারটাইট পাত্রে টিস্যু ব্যবহার: একটি পরিষ্কার এয়ারটাইট (বায়ুরোধী) বাক্স বা কন্টেইনার নিন। পাত্রের নিচে একটি কিচেন টিস্যু বা খবরের কাগজ বিছিয়ে দিন। তার ওপর শুকিয়ে রাখা ধনে পাতাগুলো হালকাভাবে ছড়িয়ে রাখুন এবং ওপরে আরও একটি টিস্যু পেপার দিয়ে দিন। ঢাকনা বন্ধ করে ফ্রিজে রাখুন। টিস্যু অতিরিক্ত আর্দ্রতা শুষে নেয়, ফলে পাতা সতেজ থাকে।

৩. ফুলের মতো জলে রাখুন: একটি পরিষ্কার কাচের গ্লাস বা বোতলে সামান্য জল নিন। এ বার ধনে পাতার ডাঁটাগুলো সেই জলের মধ্যে ফুলের মতো সোজা করে দাঁড় করিয়ে দিন। ওপরের দিকটি একটি প্লাস্টিক ব্যাগ বা ঢিলা ঢাকনা দিয়ে হালকা করে ঢেকে ফ্রিজে রেখে দিন। এই পদ্ধতিতে ধনে পাতা ৫-৬ দিন পর্যন্ত তাজা থাকে।

৪. শিকড় সহ সংরক্ষণ:

যদি আপনি শিকড়সহ ধনে পাতা কেনেন, তবে সেগুলো শিকড়সহই সংরক্ষণ করার চেষ্টা করুন। শিকড়গুলি হালকা করে ধুয়ে নিন। শিকড়সহ ধনে পাতাকে টিস্যু পেপারে মুড়ে নিন অথবা বাতাস চলাচল করে এমন ব্যাগে রাখুন। শিকড়গুলি প্রাকৃতিক আর্দতা ধরে রাখতে সাহায্য করে। ৫. ছিদ্রযুক্ত ব্যাগে সংরক্ষণ: যদি পলিথিন ব্যাগে ধনে পাতা রাখতে চান, তবে ব্যাগটিতে ছোট ছোট ছিদ্র করে দিন। ছিদ্র থাকার কারণে বাতাস চলাচল করতে পারে এবং ফাঙ্গাস বা ছত্রাক জন্মানোর সম্ভাবনা কমে যায়। তবে অবশ্যই ধনে পাতা সম্পূর্ণ শুকনো থাকতে হবে। এই সহজ পদ্ধতিগুলো মেনে চললে আপনার ধনে পাতা থাকবে সতেজ, আর রান্নাও হবে সুস্বাদু।

আলো খাওয়ার পাশাপাশি ত্বকের যত্নেও বেশ কিছু ব্যবহার রয়েছে

খাওয়ার পাশাপাশি ত্বকের যত্নেও আলুর বেশ কিছু ব্যবহার রয়েছে। এটি চোখের ফোলাভাব কমায়। ঠান্ডা আলুর স্লাইস চোখের ওপর রাখলে তা চোখের ক্লান্তি এবং ফোলাভাব কমাতে সাহায্য করে। এ ছাড়া কাঁচা আলুর রস চোখের নিচের কালো দাগ অর্থাৎ ডার্ক সার্কেল হালকা করতে ঘরোয়া প্রতিকার হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

আলু ---আমাদের রান্নাঘরের সবচেয়ে সহজলভ্য এক উপাদান। কিন্তু ফ্রেঞ্চ ফ্রাই, আলুর চিপস বা অতিরিক্ত তেল-মশলায় তৈরি আলুর চপের জন্য প্রায়শই এটিকে ক্যালোরি এবং স্থূলতার প্রতীক হিসেবে দেখা হয়। তবে পুষ্টিবিদরা বলছেন, যদি সঠিক উপায়ে আলু খাওয়া হয়, তবে এটি আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য হতে পারে আশীর্বাদ। যে আলুকে আমরা প্রায়শই ক্যালোরির ভয়ে এড়িয়ে চলি, জানেন কি সেটির মধ্যেই লুকিয়ে আছে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভিটামিন এবং স্বাস্থ্য উপকারিতা?

চলুন জেনে নেওয়া যাক, সাধারণ আলু কী কী অসাধারণ উপকারে আসতে পারে

১. শক্তির উৎস

আলু হল জটিল কার্বোহাইড্রেট-এর একটি চমৎকার উৎস। এটি দ্রুত শক্তি সরবরাহ করে এবং দীর্ঘ সময় ধরে পেটে ভরা রাখে। বিশেষ করে ব্যায়ামের আগে বা পরে আলু খেলে দ্রুত শক্তি ফিরে পাওয়া যায়।

২. পটাশিয়াম

কলার চেয়েও বেশি পরিমাণে পটাশিয়াম আলুতে পাওয়া যায়। পটাশিয়াম রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে এবং হৃদযন্ত্রের স্বাস্থ্য ভালো রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৩. ভিটামিন ও খনিজের ভান্ডার

আলু ভিটামিন ঋ, ভিটামিন ক্ষ৬, ম্যাঙ্গানিজ এবং ফসফরাসের মতো প্রয়োজনীয় ভিটামিন ও খনিজে পরিপূর্ণ। বিশেষত, আলুর খোসার ঠিক নিচে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি থাকে, যা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে।

৪. হজমে সহায়তা

আলুর খোসাতে প্রচুর পরিমাণে ডায়েটারি ফাইবার থাকে। খোসাসহ আলু সেদ্ধ করে খেলে এই ফাইবার হজম প্রক্রিয়াকে মসৃণ করে এবং কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা দূর করতে সাহায্য করে।

৫. অ্যান্টি- অক্সিডেন্টের জোগান

আলুতে ফ্ল্যাভোনয়েডস, ক্যারোটিনয়েডস এবং ফেনলিক অ্যাসিডের মতো অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট রয়েছে। এই যৌগগুলি শরীরের ফ্রি র‍্যাডিক্যালগুলির বিরুদ্ধে লড়াই করে কোষকে রক্ষা করে এবং দীর্ঘমেয়াদী রোগ থেকে বাঁচায়।

ত্বকের যত্নে আলুর ব্যবহার

খাওয়ার পাশাপাশি ত্বকের যত্নেও আলুর বেশ কিছু ব্যবহার রয়েছে। এটি চোখের ফোলাভাব কমায়। ঠান্ডা আলুর স্লাইস চোখের ওপর রাখলে তা চোখের ক্লান্তি এবং ফোলাভাব কমাতে সাহায্য করে। এ ছাড়া কাঁচা আলুর রস চোখের নিচের কালো দাগ অর্থাৎ ডার্ক সার্কেল হালকা করতে ঘরোয়া প্রতিকার হিসেবে ব্যবহৃত হয়। সেই সঙ্গে হালকা রোদে পোড়া বা অল্প জ্বালা ভাব কমাতে আলুর রস বা স্লাইস লাগালে আরাম পাওয়া যায়।

শীতের উষ্ণতায় বাড়িতেই বানিয়ে নেন ‘নলেন গুড়ের সন্দেশ’

শীতে গুড় দিয়েই তৈরি হয় বাংলার সেরা মিষ্টিগুলির মধ্যে অন্যতম “নলেন গুড়ের সন্দেশ” বাজার থেকে না কিনে যদি এই শীতে ঘরে বসেই একদম টাটকা, নরম সন্দেশ তৈরি করে চমকে দিতে চান পরিবারের সদস্যদের। জেনে নিন রেসিপি।

শীত এসেছে মানেই বাঙালি মন এখন সুগন্ধযুক্ত নলেন গুড়ের খোঁজে অস্থির। খেজুর গুড়ের সেই মিষ্টি, মোলায়েম গন্ধ আর উষ্ণ স্বাদ যেন শীতের সকালকে এক অন্য মাত্রা দেয়। এই গুড় দিয়েই তৈরি হয় বাংলার সেরা মিষ্টিগুলির মধ্যে অন্যতম ‘নলেন গুড়ের সন্দেশ’ । বাজার থেকে না কিনে যদি এই শীতে ঘরে বসেই একদম টাটকা, নরম সন্দেশ তৈরি করে চমকে দিতে চান পরিবারের সদস্যদের। জেনে নিন রেসিপি।

উপকরণ

তাজা ছানা (জল ঝরানো)২৫০ গ্রাম, ঝোলা বা পাটালি নলেন গুড় ১০০-১২৫ গ্রাম (স্বাদ অনুযায়ী), এলাচ গুঁড়ো ১/৪ চা চামচ (ঐচ্ছিক), কাজু বা কিশমিশ (সাজানোর জন্য) কয়েকটি।

১. ছানা তৈরি ও প্রস্তুতকরণ:

জল ঝরানো: বাড়িতে তৈরি বা বাজার থেকে কেনা, ছানাটিকে একটি পরিষ্কার কাপড়ে বেঁধে অন্তত ১ থেকে ২ ঘণ্টা ঝুলিয়ে রাখুন, যাতে অতিরিক্ত জল ঝরে যায়। ছানা মাখা: জল ঝরে গেলে একটি বড় থালায় ছানা নিন। হাতের তালুর সাহায্যে ছানাটিকে খুব ভালো করে মেখে নিন, যতক্ষণ না এটি মসৃণ হয়ে যায় এবং দলা ভাব কেটে যায়। সন্দেশ তৈরির জন্য ছানা যত মসৃণ হবে, সন্দেশ তত নরম হবে। ২. গুড়ের সঙ্গে ছানা পাক দেওয়া: মিশ্রণ তৈরি: একটি নন-স্টিক প্যানে মাঝারি আঁচে গুড় দিন। গুড় গলে গেলে তার মধ্যে মেখে রাখা ছানা এবং এলাচ গুঁড়ো (যদি ব্যবহার করেন) মিশিয়ে দিন। রান্না করা: ছানা আর গুড়ের মিশ্রণটিকে হালকা হাতে ক্রমাগত নাড়তে থাকুন। এই সময় আঁচ কম রাখবেন। মিশ্রণটি ধীরে ধীরে নরম হবে এবং গুড়ের রং ধরবে। পাক বা ঘনত্ব পরীক্ষা: ৭ থেকে ১০ মিনিট নাড়ার পর যখন দেখবেন মিশ্রণটি প্যানের গা ছেড়ে একটি মণ্ড তৈরি করছে এবং তার জলীয় ভাব শুকিয়ে গেছে, তখনই আঁচ বন্ধ করে দিন। খুব বেশি কড়া করবেন না, তা হলে সন্দেশ শক্ত হয়ে যাবে। ৩. সন্দেশ তৈরি ও সাজানো: ঠান্ডা করা: ছানার মণ্ডটিকে একটি থালায় ঢেলে নিন এবং হালকা ঠান্ডা হতে দিন। তবে একেবারে ঠান্ডা হতে দেবেন না। হালকা উষ্ণ থাকা অবস্থায়ই এটি সহজে আকার দেওয়া যায়। আকার দেওয়া: মণ্ডটি হালকা উষ্ণ অবস্থায় আবার একটু মেখে নিন। এ বার হাতে সামান্য ঘি মেখে অল্প পরিমাণ মিশ্রণ নিয়ে গোল বা চৌকো আকারে সন্দেশ তৈরি করুন। আপনি চাইলে সন্দেশের ছাঁচ ব্যবহার করতে পারেন। সাজানো: প্রতিটি সন্দেশের ওপরে একটি করে কাজু বা কিশমিশ দিয়ে সাজিয়ে দিন। তৈরি আপনার সুস্বাদু ‘নলেন গুড়ের সন্দেশ’। ঘরের তাপমাত্রায় ঠান্ডা করে পরিবেশন করুন, অথবা ফ্রিজে রেখে ঠান্ডা সন্দেশের স্বাদ নিন। মনে রাখবেন, ছানা এবং গুড় মেশানোর পরে মিশ্রণটি বেশি সময় ধরে রান্না করলে সন্দেশ শক্ত হয়ে যাবে। তাই হাতে গরম থাকতেই নামিয়ে নেওয়াটা এই রেসিপির মূল টিপস।

শীতকালে বাঙালির রান্নাঘরে মটরশুঁটির রাজত্ব

শীতকাল মানেই বাঙালির রান্নাঘরে মটরশুঁটির রাজত্ব! কড়াইশুঁটির কচুরি থেকে শুরু করে ফ্রায়েড রাইস বা মাছের ঝোল টাটকা মটরশুঁটি ছাড়া শীতের রান্নাঘর যেন অসম্পূর্ণ। কিন্তু বাজার থেকে কেনার সময় কোনটা ভাল আর কোনটা বাসি, তা চেনা একটু কঠিন হতে পারে।

শীতকাল মানেই বাঙালির রান্নাঘরে মটরশুঁটির রাজত্ব! কড়াইশুঁটির কচুরি থেকে শুরু করে ফ্রায়েড রাইস বা মাছের ঝোল টাটকা মটরশুঁটি ছাড়া শীতের রান্নাঘর যেন অসম্পূর্ণ। কিন্তু বাজার থেকে কেনার সময় কোনটা ভাল আর কোনটা বাসি, তা চেনা একটু কঠিন হতে পারে। ভাল এবং মিষ্টি মটরশুঁটি চেনার জন্য কয়েকটি সহজ কৌশল এখানে তুলে ধরা হল।

১. উজ্জ্বলতা এবং রং দেখুন:

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল মটরশুঁটির খোসার রং। ভাল মটরশুঁটির খোসা সবসময় উজ্জ্বল সবুজ হবে এবং সামান্য চকচকে ভাব থাকবে। যদি খোসা হলুদ বা ফ্যাকাশে সবুজ দেখায়, তবে বুঝবেন সেগুলি হয় বাসি বা ঠিকমতো পাকেনি।

২. খোসা স্পর্শ করে অনুভব করুন:

খোসা হাতে নিয়ে দেখুন। এটি শক্ত, মসৃণ এবং ফোলা হওয়া উচিত। খোসা যদি নরম, শুকনো, কুঁচকানো বা ঢিলেঢালা মনে হয়, তা হলে বুঝতে হবে ভেতরে দানাগুলো শুকিয়ে গিয়েছে বা তাজা নয়।

৩. ভেঙে দেখুন:

যদি সম্ভব হয়, একটি বা দুটি খোসা হাতে নিয়ে হালকা চাপ দিয়ে ভেঙে দেখুন। টাটকা মটরশুঁটির খোসা টুক করে একটা শব্দ করে দ্রুত ভেঙে যাবে। যদি খোসাটি নরমভাবে মুড়ে যায় বা সহজে না ভাঙে, তবে বুঝবেন ভেতরে থাকা দানাগুলির জল শুকিয়ে গেছে।

৪. দানার আকার ও অবস্থান:

ভাল মটরশুঁটির খোসার ভেতর দানাগুলো সাধারণত সমান আকারের হয় এবং খোসার মধ্যে শক্তভাবে ভরা থাকে। বাইরে থেকে চাপ দিলে খোসার ভেতরে দানাগুলির উপস্থিতি স্পষ্ট বোঝা যায়। যদি খোসার মধ্যে দানাগুলি খুব কম বা ছোট ছোট মনে হয়, তবে সেগুলি এড়িয়ে চলুন।

৫. দাগ, ছিদ্র এবং গন্ধ পরীক্ষা:

খোসার ওপর ছোট ছোট ছিদ্র, কালো বা বাদামি দাগ আছে কি না, তা ভাল করে দেখুন। দাগ থাকা মানেই পোকামাকড় বা কীট দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত বা পচন শুরু হয়েছে। আর খোসা যদি চটচটে লাগে, তবে তা অবশ্যই বাসি। সবশেষে, হালকা শুঁকে দেখুন। তাজা মটরশুঁটি থেকে একটি তাজা, মিষ্টি বা ঘাসের মতো গন্ধ আসবে। টক বা স্যাঁতস্যাঁতে গন্ধ পেলে সেই মটরশুঁটি কিনবেন না। এই সহজ টিপসগুলি মনে রাখলে আপনি শীতকালে বাজার থেকেসবসময় সেরা ও সবচেয়ে মিষ্টি মটরশুঁটি বেছে নিতে পারবেন।

শীতকাল মানেই কমলালেবুর মিষ্টি গন্ধ

শীতকাল মানেই টাটকা কমলালেবুর মিষ্টি গন্ধ। তবে আজকাল ফলের বাজার ঘুরলে অনেককেই সংশয়ে পড়তে হয়। চোখের সামনে চকচকে, গোলগাল যে কমলাটি দেখছেন, সেটি কি সত্যিই মিষ্টি কমলালেবু, নাকি তারই চটপটে আর এক প্রজাতি কিনো ? দুটি ফল দেখতে প্রায় একই রকম হলেও, স্বাদ, খোসার গঠন এবং উৎসের দিক থেকে এদের মধ্যে রয়েছে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য। ক্রেতাদের এই বিভ্রান্তি দূর করার জন্য জেনে নিন এই দুটি জনপ্রিয় সাইট্রাস ফলের মধ্যেকার মূল তফাৎগুলি। ১) খোসা---কিনোর খোসা তুলনামূলকভাবে মোটা, শক্ত ও আঁটসাঁট। সহজে ছাড়ানো যায় না। কমলালেবুর খোসা পাতলা, মসৃণ এবং নরম। সহজেই হাতে ছাড়ানো যায়। ২) রং—কিনো সাধারণত গাঢ় কমলা বা লালচে রঙের হয়।

কমলালেবু সাধারণত হালকা কমলা বা হলুদাভ রঙের হয়। ৩) স্বাদ—কিনো রসে ভরা হলেও স্বাদে কিছুটা টক বা চটপটে ভাব থাকে। কমলালেবু স্বাদে মিষ্টি এবং রসালো, টকের ভাগ কম থাকে। ৪) বীজ—কিনোর ভেতরে বীজের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে বেশি থাকে, যা খাওয়ার সময় অসুবিধা সৃষ্টি করে। কমলালেবুর বীজের সংখ্যা খুব কম বা অনেক ক্ষেত্রে বীজবিহীনও হতে পারে। ৫) আকার—কিনো আকারে সামান্য বড় এবং কিছুটা চ্যাপ্টা প্রকৃতির হতে পারে। কমলালেবু সাধারণত গোলাকার এবং মাঝারি আকারের হয়। ৬) দাম—কিনোর ফলন বেশি হওয়ার কারণে বাজারে সাধারণত কম দামে পাওয়া যায়। কমলালেবুর ফলন তুলনামূলকভাবে কম হওয়ায় কিনোর চেয়ে দাম বেশি হয়। স্বাস্থ্যগত দিক থেকে দু'টির অবস্থান স্বাদ বা দামের পার্থক্য থাকলেও, পুষ্টিগুণের দিক থেকে কিনো এবং কমলালেবু উভয়ই সমানভাবে স্বাস্থ্যকর। দুটি ফলই ভিটামিন সি , অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট এবং ফাইবারে ভরপুর। নিয়মিত কিনো বা কমলালেবু খাওয়া রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে, হজমে সহায়তা করতে এবং ত্বককে উজ্জ্বল রাখতে সাহায্য করে।

শনিবার আগরতলায় টিআরএলএশ কর্মচারীর সংঘের উদ্যোগে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

মোহন ভাগবত মণিপুরে সামাজিক ঐক্যের আহ্বান জানিয়ে বললেন, 'আরএসএস রাজনীতি নয়, সমাজ গঠনের আন্দোলন'

ইম্ফাল, ২২ নভেম্বর: আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবত শুক্রবার মণিপুরে একটি সভায় সামাজিক ঐক্যের পক্ষে বক্তব্য রাখেন। তিন দিনের সফরের দ্বিতীয় দিনে তিনি উপজাতি নেতৃবৃন্দের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং সংগঠনের উদ্দেশ্য এবং তার কার্যক্রম সম্পর্কে ব্যাখ্যা প্রদান করেন।

ভাগবত বলেন, 'আরএসএস কারোর বিরুদ্ধে নয়; এটি ধ্বংসের উদ্দেশ্যে গঠন হয়নি, বরং সমাজকে পূর্ণতা দেওয়ার জন্য।' তিনি আরও যোগ করেন, 'আরএসএস রাজনীতির সাথে জড়িত নয় এবং কোনো সংগঠনকে দূর থেকে নিয়ন্ত্রণ করে না। সংগঠনটি শুধুমাত্র বন্ধুত্ব, মমতা এবং সামাজিক ঐক্যের মাধ্যমে কাজ করে।'

ভারতের সভ্যতার ধারাবাহিকতার গুরুত্ব তুলে ধরে ভাগবত বলেন, 'আমরা একে অপরের সঙ্গে একত্রিত কারণ আমাদের মধ্যে একটি অভিন্ন চেতনা রয়েছে। আমাদের বৈচিত্র্যের মাঝে, আমরা একটি সভ্যতার পরিবারের অংশ। ঐক্য মানে একজাতীয়তা নয়।'

আরএসএস প্রতিষ্ঠাতা ড. ক. বি. হেডগেওয়ার-এর অভিপ্রায় স্মরণ করে ভাগবত বলেন, 'আরএসএস কোনো বাহ্যিক শক্তির প্রতিক্রিয়া হিসেবে সৃষ্টি হয়নি, বরং এটি অভ্যন্তরীণ অমিল মোকাবেলা করতে গঠিত হয়েছিল।'

আরএসএসকে 'মানুষ গঠনের এবং চরিত্র নির্মাণের আন্দোলন' হিসেবে উল্লেখ করে ভাগবত সকলকে শাখা গুলিতে অংশগ্রহণের আহ্বান জানান, যাতে তারা সংগঠনের কার্যক্রম বুঝতে পারে।

তিনি বলেন, 'যে কেউ ভারতীয় সভ্যতার প্রতি নিষ্ঠা নিয়ে সমাজের উন্নতির জন্য কাজ করছেন, তিনি ইতিমধ্যেই একটি অঘোষিত স্বয়ংসেবক।'

ত্রৈমাসিক নেতৃবৃন্দের তরফে উত্থাপিত সমস্যাগুলির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে তিনি বলেন, 'এগুলি জাতীয় সমস্যা, এবং তাদের সমাধান সংবিধানের কাঠামোর মধ্যে হতে হবে। পারিবারিক সমস্যা অবশ্যই পরিবারে সমাধান করতে হবে, এবং আলোচনার ভিত্তি হওয়া উচিত ঐক্যের উপর, চুক্তি ভিত্তিক দর কষাকষি নয়।'

ভাগবত আরও বলেন, কিছু আঞ্চলিক সমস্যা ও বিভাজনগুলি উপনিবেশিক নীতির ঐতিহাসিক ফলস্বরূপ সৃষ্টি হয়েছে।

তিনি তৃণমূল নেতাদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, 'নিজস্ব ঐতিহ্য, ভাষা এবং লিপি নিয়ে গর্ব করুন এবং একটি স্বদেশী জীবনধারা গ্রহণ করুন।' যুব নেতাদের সাথে আলাপচারিতায় ভাগবত বলেন, 'ভারত একটি সাম্প্রতিক শতাব্দীতে জন্ম নেওয়া জাতি নয়, বরং এটি একটি প্রাচীন এবং ধারাবাহিক সভ্যতা।' তিনি তরুণ প্রজন্মকে দেশ গঠনে অংশগ্রহণের জন্য উৎসাহিত করেন, এবং বলেন, 'আরএসএস শাখাগুলি এমন নাগরিক তৈরি করতে চায় যারা দায়িত্বশীল, সক্ষম এবং আত্মত্যাগী, এবং যারা তাদের দক্ষতা ও প্রতিভা দেশের জন্য নিবেদিত করবে।'

প্রধানমন্ত্রী মোদির দক্ষিণ আফ্রিকা সফর

ভারতীয় উৎসের টেক উদ্যোক্তাদের সঙ্গে বৈঠকে প্রযুক্তি সহযোগিতা প্রসঙ্গে আলোচনা

জোহানসবার্গ, ২২ নভেম্বর: জি—২০ লিডার্স সামিটে যোগ দিতে তিন দিনের দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে রয়েছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সফরের শুরুতেই তিনি ভারতীয় মূলের টেক উদ্যোক্তাদের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করেন। বৈঠকে নতুন প্রযুক্তি, উদীয়মান খাতে সহযোগিতা এবং ভারত ও প্রবাসী ভারতীয়দের মধ্যে সম্পর্ক আরও গভীর করার বিষয় নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা হয়।

উদ্যোক্তারা সভায় ফিনটেক, সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম, কৃষি, শিক্ষা, হেলথকেয়ার, মেডিক্যাল ডিভাইস সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁদের কাজের অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন। প্রধানমন্ত্রী 'এক্স'-এ লেখেন, "জোহানসবার্গে ভারতীয় মূলের টেক উদ্যোক্তাদের সঙ্গে ফলপ্রসূ আলোচনা করেছি। তাঁরা বিভিন্ন প্রযুক্তি খাতে তাঁদের কাজের কথা জানিয়েছেন। আমি তাঁদের ভারত সঙ্গে সম্পর্ক আরও দৃঢ় করার এবং আমাদের মানুষের সঙ্গে মিলে কাজ করার আহ্বান জানিয়েছি।"

এক উদ্যোক্তা জানান, তাঁদের হেলথ-টেক ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম অনলাইন অ্যাপয়েন্টমেন্ট, টেলি—হেলথ ও ওষুধ পৌঁছে দেওয়ার পরিষেবা দিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকা ও আশপাশের দেশে স্বাস্থ্য পরিষেবাকে সমর্থন করছে। তিনি বলেন, "আমাদের প্ল্যাটফর্ম মানুষকে স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে যুক্ত করে। আমরা মূলত বেসরকারি স্বাস্থ্য খাতকে সহায়তা করি।"

অন্য এক উদ্যোক্তার বক্তব্য, প্রধানমন্ত্রী তাঁদের জিজ্ঞেস করেন যে তাঁরা ভারতীয়দের জন্য কী করছেন এবং পর্যটন কীভাবে বাড়ানো যেতে পারে। তিনি উল্লেখ করেন, "ইউপিআই পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ডিজিটাল পেমেন্ট প্ল্যাটফর্ম এবং এই ক্ষেত্রে ভারত নেতৃত্ব দিচ্ছে।"

আলোচনায় দুই দেশের মধ্যে উন্নয়ন, খাদ্য নিরাপত্তা এবং প্রযুক্তির ব্যবহারকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। কৃষি প্রযুক্তি ক্ষেত্রে কর্মরত এক বিশেষজ্ঞ জানান, "শিক্ষা, কৃষি ও কার্বন ফুটপ্রিন্ট বিষয়েও আলোচনা হয়েছে। আমরা কৃষির জন্য একটি কোয়ান্টাম সলিউশন তৈরি করছি। ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকা কীভাবে উন্নয়নকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে তা নিয়েও কথা হয়েছে।"

আরও এক অংশগ্রহণকারী জানান, তিনি মিডিয়া, প্রযুক্তি, কৃষি ও শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁর কাজের বিবরণ প্রধানমন্ত্রীকে দেন। এক উদ্যোক্তা বলেন, "প্রধানমন্ত্রীর চিন্তাধারা ও ব্যক্তিত্ব প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় আরও গভীরভাবে উপলব্ধি করলাম। বহু বিষয়ে গভীর আলোচনা হয়েছে।"

আর এক উদ্যোক্তা জানান, প্রধানমন্ত্রী তাঁদের চলমান প্রযুক্তিগত উদ্যোগ এবং সর্বশেষ ট্রেন্ডস নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি বলেন, "এই সব বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদির জ্ঞান এতটাই বিস্তৃত ও গভীর যে তিনি প্রত্যেক বিষয়ে অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে কথা বলেন।"

জোহানসবার্গ পৌঁছনোর পর প্রধানমন্ত্রী মোদি স্থানীয় ভারতীয় সম্প্রদায়ের উষ্ণ অভ্যর্থনার প্রশংসা করেন। 'রিদমস অফ অ্যা ইউনাইটেড ইন্ডিয়া' শীর্ষক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ভারতের ১১টি রাজ্যের লোকনৃত্য পরিবেশিত হয়, যা দক্ষিণ আফ্রিকায় বসবাসরত ভারতীয় সমাজের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যকে তুলে ধরে। জি—২০ নেতাদের শীর্ষ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী মোদি একাধিক দেশের রাষ্ট্রনেতাদের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকও করবেন।

কর্ণাটকের শিবামোগ্গা কারাগারে সিগারেট ও মাদকের চালান উদ্ধার নতুন চোরাচালান চক্রের শঙ্কা

শিবামোগ্গা,২২ নভেম্বর: কর্ণাটকের শিবামোগ্গা কেন্দ্রীয় কারাগারে শুক্রবার মাদকের চালান আটক করা হয়েছে। কারা কর্মকর্তারা ১২৩ গ্রাম গাঁজা এবং বহু সিগারেট উদ্ধার করেন। ঘটনাটি ঘটেছে, যখন এক অটোচালক দাবি করেন যে তিনি কারাগারের ক্যান্টিনের নির্দেশে পাঁচ বস্তা কলা ডেলিভারি করতে এসেছিলেন।

অটোচালক বস্তাগুলি গেটের বাইরে রেখে দ্রুত চলে যান। কারাগারের নিরাপত্তাকর্মীদের নিয়মিত তল্লাশির সময় বস্তাগুলি সঠিকভাবে কাটা ছিল এবং এর ভিতরে গাম টেপে মোড়ানো মাদক ও সিগারেটের প্যাকেটগুলি পাওয়া যায়।

এমনকি যখন কর্মকর্তারা প্রথম চোরাচালানের চেষ্টা মূল্যায়ন করছিলেন, তখন এক এসডিএ কর্মী দায়িত্বে যোগ দিতে এসে ১৭০ গ্রাম গাঁজা বহন করতে দেখা যায়, যা একইভাবে গাম টেপে মোড়ানো ছিল।

সেটি তার অন্তর্বাসের নিচে লুকানো ছিল। কর্মী, সত্বিক, ঘটনাস্থলেই আটক হন এবং পুলিশকে সোপর্দ করা হয়। একইভাবে প্যাকিং, সময় এবং অবস্থান দেখে কর্মকর্তারা ধারণা করছেন যে, দুটি ঘটনার মধ্যে সংযোগ থাকতে পারে। কলাগুলির বস্তা হয়তো বাহ্যিক চালান হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছিল, এবং এসডিএ কর্মীটি সম্ভবত অভ্যন্তরীণ মাধ্যম হিসেবে কাজ করেছিলেন, যারা মাদক ও সিগারেটের চূড়ান্ত হস্তান্তরটি সম্পন্ন করছিলেন।

এ দুটি ঘটনা তুঙ্গনগর পুলিশকে জানানো হয়েছে এবং কর্নাটক কারাগার আইন এবং নরকোটিক ড্রাগস অ্যান্ড সাইকোট্রপিক সাবস্ট্যান্সেস আইন অনুযায়ী অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

পুলিশ আরও গভীর তদন্ত শুরু করেছে, যাতে বের করা যায় যে আরও কতজন কর্মী বা বাইরের কেউ এই চোরাচালান চক্রে জড়িত এবং কতদিন ধরে এই ধরনের চক্র চালানো হচ্ছে।

শিবামোগ্গা কারাগারে এই ঘটনার মাত্র কয়েক সপ্তাহ পরে বেঙ্গালুরুর কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দীদের দ্বারা পার্টি করার ভিডিও ভাইরাল হয়। ভিডিওগুলিতে বন্দীরা মদপান, নাচ, টিভি দেখছিল এবং মোবাইল ফোন ব্যবহার করছিল।

ভিডিওগুলির পর, কর্ণাটক রাজ্যের গৃহমন্ত্রী জি পারমেশ্বরা একটি ব্যাপক সংস্কার এবং শাস্তিমূলক ব্যবস্থা ঘোষণা করেন। তিনি জানান, পাঁচটি ভিডিওর মধ্যে তিনটি ২০২৩ সালের এবং দুটি এই বছরের।

চিত্রাংকন আর্ট স্কুলের উদ্যোগে বাৎসরিক পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়

কৈলাসহর, ২২ নভেম্বর : ত্রিপুরা আর্ট সোসাইটি অনুমদিত কৈলাসহর চিত্রাংকন আর্ট স্কুলের উদ্যোগে কৈলাসহর উনকোটি কলাক্ষেত্রে বাৎসরিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত অনুষ্টানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৈলাসহর পুরপরিষদের চেয়ারপারসন চপলা রানী দেববায়, চন্ডিপুর পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান সম্পা দাস পাল, পুরপরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান নীতিশ দে, ত্রিপুরা আর্ট সোসাইটির সভাপতি কপিল কান্তি দাস, ত্রিপুরা আর্ট সোসাইটির সম্পাদক অপাংশু দেব, বিশিষ্ট সমাজসেবী প্রীতম ঘোষ, আইনজীবী কৈলাসহর বার এসোসিয়েশনের সুনির্মল দেব, শ্রীরামপুর সূর্যমনি মেমোরিয়াল এইচএস স্কুলের শিক্ষক সঞ্জয় দত্ত, কৈলাসহর গার্লস স্কুলের শিক্ষক অনুপ কুমার ধর, টিএএস এর সদস্যা মুক্তিরণী চৌধুরী, চিত্রাংকন আর্ট স্কুলের কর্ণধার বিনয় কুমার দে ও ত্রিপুরা আর্ট সোসাইটির কৈলাসহর শাখার সভাপতি নির্মল সিনহা উপস্থিত ছিলেন।

ভারতের বাণিজ্য প্রবৃদ্ধি বিশ্ব অর্থনৈতিক অস্থিরতার মধ্যেও শক্তিশালী, তবে চলতি অ্যাকাউন্ট সামান্য ঘাটতির মধ্যে থাকবে: এসবিআই রিসার্চ

নয়া দিল্লি, ২২ নভেম্বর: ভারতের বাণিজ্য প্রবৃদ্ধি বৈশ্বিক অস্থিরতা সত্ত্বেও দৃঢ়ভাবে চলমান রয়েছে, তবে চলতি হিসাব এই আর্থিক বছরে সামান্য ঘাটতির মধ্যে যেতে পারে, এমন ধারণা দিয়েছে স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া (এসবিআই) রিসার্চ তাদের সর্বশেষ প্রতিবেদনে। তবে, প্রতিবেদন অনুযায়ী, চলতি হিসাবের ঘাটতি পরবর্তী সময়ে পুনরায় ইতিবাচক অঞ্চলে ফিরে আসবে।

এসবিআই রিসার্চের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এফওয়াই ২৬-এর দ্বিতীয় এবং তৃতীয় ত্রৈমাসিকে চলতি হিসাবের ঘাটতি মোট দেশজ উৎপাদনের ১.৮ শতাংশ থেকে ২.৮ শতাংশ হতে পারে, তবে এফওয়াই ২৬-এর চতুর্থ ত্রৈমাসিকে এটি ইতিবাচক হতে পারে। পুরো বছরের জন্য চলতি হিসাবের ঘাটতি ১—১.৩ শতাংশ জিডিপি এর মধ্যে থাকতে পারে, এবং সামগ্রিকভাবে ব্যালান্স অফ পেমেন্টস এই আর্থিক বছরে ১০ বিলিয়ন ডলার পর্যন্ত সামান্য ঘাটতির সম্মুখীন হতে পারে।

এসবিআই রিসার্চ প্রতিবেদনটিতে উল্লেখ করেছে, "যদিও এফওয়াই ২৬-এ ব্যালান্স অফ পেমেন্টস নেতিবাচক হতে পারে, তবে এর প্রভাব নিয়ে যে সতর্কতা বার্তা শোনা যাচ্ছে, তা এই মুহূর্তে কিছুটা অতিরঞ্জিত মনে হচ্ছে।"

এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর, এফওয়াই ২৬-এর মধ্যে ভারতের মোট পণ্য রপ্তানি ২.৯ শতাংশ বেড়ে ২২০ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে। আমেরিকাতে রপ্তানি ১৩ শতাংশ বেড়ে ৪৫ বিলিয়ন ডলার হয়েছে, যদিও ইউএস-এ রপ্তানি শেয়ারের পতন এবং আগের মাসগুলোতে রপ্তানির শুরুর প্রভাবের কারণে কিছুটা খারাপ ফল হয়েছে।

এসবিআই রিসার্চ জানিয়েছে, মেরিন পণ্য এবং তৈরি পোশাক বিশেষ করে তুলা এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ইতিবাচক প্রবৃদ্ধি দেখিয়েছে। এছাড়াও, ভারতের রপ্তানির গন্তব্য দেশে একটি উল্লেখযোগ্য বৈচিত্র্য এসেছে, যেখানে সংযুক্ত আরব আমিরাত, চীন, ভিয়েতনাম, জাপান, হংকং, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা এবং নাইজেরিয়া বিভিন্ন পণ্য শ্রেণিতে গুরুত্বপূর্ণ গন্তব্য হিসেবে উঠে এসেছে।

এসবিআই রিসার্চ প্রতিবেদনে সরকারী উদ্যোগের কথাও উল্লেখ করেছে, যেখানে সম্প্রতি ৪৫,০৬০ কোটি মঞ্জুর করা হয়েছে, যার মধ্যে ২০,০০০ কোটি ব্যাংক ঋণের ওপর ক্রেডিট গ্যারান্টি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এই পদক্ষেপটি ভারতের রপ্তানিকারকদের বৈশ্বিক প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বাড়ানোর এবং নতুন ও উদীয়মান বাজারে প্রবেশ সহজ করার লক্ষ্য নিয়ে নেওয়া হয়েছে।

এসবিআই রিসার্চ আরো উল্লেখ করেছে, যে রুপি ৮৯.৪৯-এর নিচে পতিত হয়েছে, তা মূলত বৈশ্বিক আর্থিক বাজারের অস্থিরতা এবং ডলার ইনডেক্সের শক্তিশালীকরণের ফলস্বরূপ হয়েছে, এবং এটি রুপি মুদ্রার কাঠামোগত দুর্বলতা নয়।

ফারিদাবাদের আল-ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয়

মেডিকেল কলেজের সদস্যদের জড়িত থাকার পরিপ্রেক্ষিতে নতুন বিতর্কে

নয়া দিল্লি, ২২ নভেম্বর: ফারিদাবাদের আল-ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয়, যেটি ১০ নভেম্বর লালকেল্লায় বিস্ফোরণের ঘটনার পর থেকে তদন্তের আওতায়, এখন নতুন এক বিতর্কে জড়িয়েছে। ন্যাশনাল অ্যাসেসমেন্ট অ্যান্ড অ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিল তাদের ওয়েবসাইটে পুরনো এবং মেয়াদ উত্তীর্ণ এক্রিডিটেশন গ্রেড প্রদর্শন করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়কে শোকজ নোটিশ পাঠিয়েছে।

গত সপ্তাহে ন্যাক বিশ্ববিদ্যালয়কে সতর্ক করে, কারণ এটি তাদের ইঞ্জিনিয়ারিং এবং শিক্ষা কলেজের জন্য ২০১৩ এবং ২০১১ সালের 'এ গ্রেড' এক্রিডিটেশন প্রদর্শন করেছিল, যদিও এসব সার্টিফিকেট অনেক আগে মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে। এগুলোর মেয়াদ পাঁচ বছরের জন্য ছিল এবং যথাক্রমে ২০১৮ এবং ২০১৬ সালে তা শেষ হয়ে যায়।

বিশ্ববিদ্যালয় এই ত্রুটিটি স্বীকার করে, এবং 'অবহেলা' এবং 'ওয়েবসাইট ডিজাইন ত্রুটি' হিসেবে দায় স্বীকার করেছে। ন্যাক-এর নির্দেশে, তারা এই দাবি তুলে নিয়েছে। আপাতত, কাউন্সিল আরও কোনো পদক্ষেপ নিচ্ছে না, তবে এটি স্বচ্ছতার জন্য অন্যান্য প্রায় ২৫টি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে নোটিশ জারি করেছে।

এদিকে, আল-ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০০'র বেশি চিকিৎসক এবং স্টাফ সদস্য লালকেল্লায় বিস্ফোরণের ঘটনায় তদন্তাধীন রয়েছেন। ১০ নভেম্বর ওই বিস্ফোরণে ১৫ জন নিহত এবং আরও বেশ কয়েকজন আহত হন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসক ডঃ উমর-উন-নবি, যিনি এই বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ করেন, তাকে আত্মঘাতী বোম্বার হিসেবে সন্দেহ করা হচ্ছে, যিনি বিস্ফোরক ভর্তি গাড়ি চালিয়ে ১০ নভেম্বর লালকেল্লার কাছে বিস্ফোরণ ঘটান।তদন্তকারী সংস্থাগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ে বারবার তল্লাশি চালাচ্ছে, যা দীর্ঘদিন ধরে সন্ত্রাসী অপারেটিভদের-দের সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে স্ক্যানারের আওতায়। ভারতীয় মুজাহিদিনের পলাতক বোম্বার মির্জা শাদাব বেগ, যিনি ২০০৮ সালের বিস্ফোরণ চেয়েছিলেন, তিনি ছিলেন ফারিদাবাদ ভিত্তিক এই বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রাক্তন ছাত্র। বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশ কয়েকজন চিকিৎসক দিল্লি বিস্ফোরণের ঘটনায় গ্রেপ্তার হয়েছেন।

বর্তমানে, সুরক্ষা সংস্থাগুলি সন্ত্রাসী মডিউলটির অর্থায়ন, বিস্ফোরক উপাদানের সূত্র এবং কীভাবে বিশ্ববিদ্যালয়টি অনেক বছর ধরে সন্ত্রাসী অপারেটিভদের জন্য একটি ঘাঁটি হয়ে উঠেছিল, তা তদন্ত করছে।

এছাড়া, এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট গত সপ্তাহে আল-ফালাহ গ্রুপের চেয়ারপারসন জাওয়াদ আহমেদ সিদ্দিকিকে গ্রেপ্তার করেছে। সিদ্দিকি বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে মিথ্যা এক্রিডিটেশন ও স্বীকৃতির দাবির মাধ্যমে ৪১৫ কোটি রুপি অসাধু উপায়ে আয় করেছেন।

তদন্তকারী সংস্থার মতে, সিদ্দিকির নেতৃত্বে, বিশ্ববিদ্যালয় এবং তার নিয়ন্ত্রক ট্রাস্ট 'অপরাধের আয়' হিসেবে অন্তত ৪১৫.১০ কোটি রুপি আয় করেছে, শিক্ষার্থীদের এবং তাদের পরিবারের কাছ থেকে মিথ্যা দাবি করে অর্থ সংগ্রহ করে।

ওওয়াইসির নীতীশ সরকারের সমর্থন শর্ত: সিমাঞ্চলে উন্নয়ন না হলে সমর্থন দেওয়া হবে না

নয়া দিল্লি, ২২ নভেম্বর: বিহারের বিধানসভা নির্বাচনে পাঁচটি আসন জয়ী হওয়া অল ইন্ডিয়া মজলিস-এ-ইত্তেহাদ-উল-মুসলেমিন প্রধান আসাদুদ্দিন ওওয়াইসি জানিয়েছেন, নীতীশ কুমারের সরকারকে সমর্থন দিতে প্রস্তুত, তবে তার শর্ত সিমাঞ্চল অঞ্চলের উন্নয়ন।

আজ আলমোড়ে এক সমাবেশে ওওয়াইসি বলেন, 'আমরা নীতীশ কুমারের সরকারকে সমর্থন দিতে প্রস্তুত, তবে শর্ত হলো সিমাঞ্চল অঞ্চলের প্রতি ন্যায়বিচার করতে হবে।' তিনি আরও বলেন, 'কখনোই শুধু পাটনা ও রাজগিরের উন্নয়ন হওয়া উচিত নয়। সিমাঞ্চল এখনও নদী ভাঙন, ব্যাপক অভিবাসন এবং দুর্নীতির সমস্যায় জর্জরিত। সরকারকে এসব সমস্যার সমাধান করতে হবে।'

সিমাঞ্চল, বিহারের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের একটি অঞ্চল, যেখানে মুসলিম জনগণের শতাংশ বেশি এবং এটি রাজ্যের অন্যতম পশ্চাৎপদ এলাকা। এখানে প্রতি বছর কোসি নদীর প্লাবনের কারণে ক্ষয়ক্ষতি হয়। সিমাঞ্চলের প্রায় ৮০ জনসংখ্যা গ্রামাঞ্চলে বাস করে।

এই অঞ্চলের ২৪টি আসনের মধ্যে ১৪টি আসন ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক অ্যালায়েন্স জয়লাভ করেছে। তবে এআইএমআইএম, যে দলটি সিমাঞ্চলে ৫টি আসন জিতেছে, তার পক্ষে এই অঞ্চলে সমর্থন শক্তিশালী। গত ২০২০ সালের নির্বাচনে এআইএমআইএম চারটি আসন জিতেছিল, কিন্তু পরে সেগুলি আরজেডি-তে চলে যায়। এবারের নির্বাচনে, ওওয়াইসি বলেছেন, তিনি তার দলীয় বিধায়কদের নজরদারি করবেন এবং তাঁদের কাজের জন্য একটি দায়িত্ববোধের পরিকল্পনা গ্রহণ করবেন। ওওয়াইসি বলেন, 'আমাদের পাঁচ বিধায়ক তাদের নিজ নিজ সংসদীয় এলাকার অফিসে সপ্তাহে দুইদিন বসবে এবং আমাকে ছবি সহ তাদের লাইভ হোয়াটসঅ্যাপ লোকেশন পাঠাবে, যা দেখাবে তারা কোথায় আছেন।' তিনি আরও বলেন, 'আমরা এই কাজ শুরু করার চেষ্টা করব ছয় মাসের মধ্যে এবং আমি নিজেও ছয় মাসে একবার ওই এলাকাগুলি পরিদর্শন করার চেষ্টা করব।'

সিমাঞ্চল এলাকার মানুষের দীর্ঘদিন ধরে দাবি, সরকারি প্রকল্পগুলির অবহেলা, নদী ভাঙন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও দুর্নীতি মোকাবিলায় কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। ওওয়াইসি আশা করেন, যদি নীতীশ কুমারের সরকার তাঁর দলের শর্তগুলি মানে, তবে সিমাঞ্চলে প্রকৃত উন্নয়ন সম্ভব হবে।

"হিন্দু না থাকলে পৃথিবী থাকবে না" মণিপুরে আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবত

ইম্ফল, ২২ নভেম্বর: রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ (আরএসএস)-এর প্রধান মোহন ভাগবত দাবি করেছেন, "হিন্দু না থাকলে পৃথিবী টিকে থাকবে না।" মণিপুর সফরকালে এক সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, হিন্দু সমাজই বিশ্বের অস্তিত্ব রক্ষার মূল কেন্দ্র এবং এই সভ্যতা "অমর"।

ভাগবত বলেন,"বিশ্বের প্রতিটি জাতি নানা পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছে। ইউনান (গ্রীস), মিসর (ইজিপ্ট) ও রোমসব সভ্যতা পৃথিবী থেকে হারিয়ে গেছে। আমাদের সভ্যতায় কিছু আছে বলেই আমরা এখনও টিকে আছি।"

তিনি জানান, মণিপুরে এটি তাঁর প্রথম সফর, যা রাজ্যে সাম্প্রতিক জাতিগত অস্থিরতার পর বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। তাঁর বক্তব্যে হিন্দু সমাজকে "বিশ্বের ধর্মরক্ষক" হিসেবে তুলে ধরা হয়।

ভাগবতের ভাষায়,"ভারত এক অমর সভ্যতার নাম সমাজে আমরা এমন একটি নেটওয়ার্ক গড়ে তুলেছি যার ফলে হিন্দু সমাজ সর্বদা থাকবে। হিন্দু যদি না থাকে, তবে দুনিয়া থাকবে না।" তিনি আরও দাবি করেন, ভারতের সকল মানুষহিন্দু, মুসলিম বা খ্রিস্টানএকই পূর্বপুরুষের বংশধর।

আরএসএস প্রধান বলেন, দেশের শক্তি বাড়াতে হলে প্রথম শর্ত অর্থনৈতিক ক্ষমতা।

ভাগবতের বক্তব্য,"জাতি গঠনের সময় শক্তি প্রয়োজন। শক্তি মানে অর্থনৈতিক সামর্থ্য। আমাদের অর্থনীতি সম্পূর্ণ স্বনির্ভর হতে হবে। কারও ওপর নির্ভরশীল হওয়া চলবে না।"

এই মন্তব্য এমন সময়ে এসেছে যখন যুক্তরাষ্ট্রের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ভারতীয় রপ্তানিপণ্যের ওপর ৫০ শুল্ক আরোপ করায় কেন্দ্র পুনরায় 'স্বদেশি' নীতিকে জোরালো করছে।

ভাগবত বলেন,"নকশালবাদ শেষ হয়েছে কারণ সমাজ সিদ্ধান্ত নিয়েছিল আর সহ্য করা হবে না।" তিনি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রসঙ্গ টেনে বলেন,"ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে সূর্য অস্ত যেত না। কিন্তু ভারতে তাদের সূর্য ডোবা শুরু হয়ে গিয়েছিল। আমরা ৯০ বছর লড়েছি। কখনও কণ্ঠ ক্ষীণ হয়েছে, কখনও শক্তিশালী কিন্তু কখনও নিঃশব্দ হতে দিইনি।"

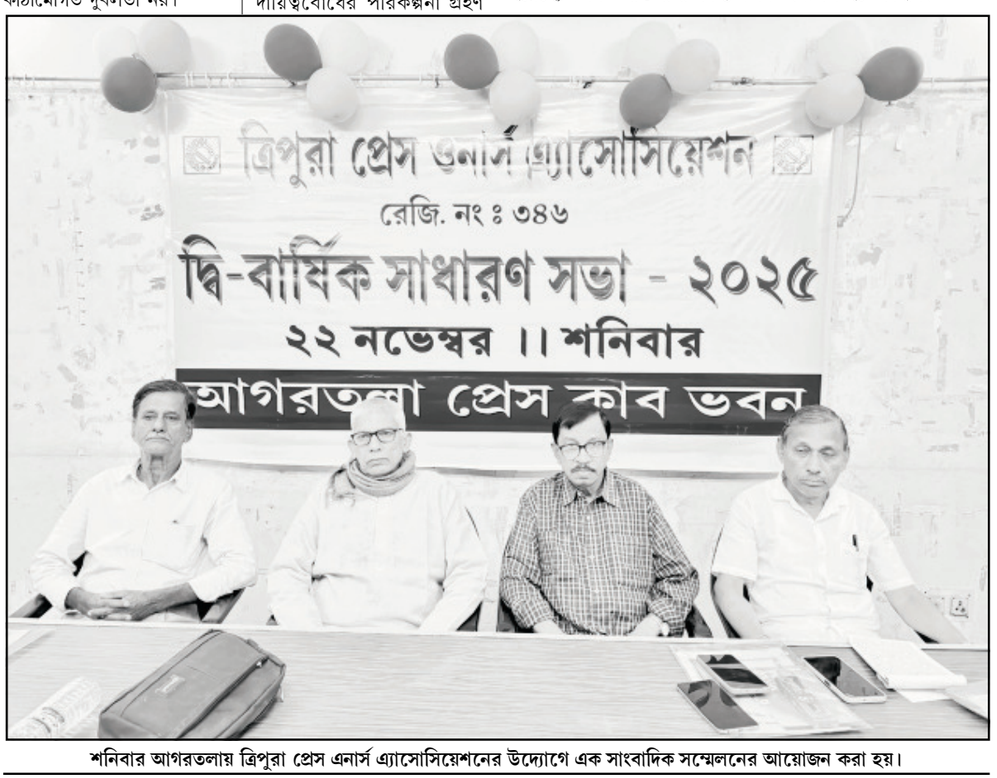

শনিবার আগরতলায় ত্রিপুরা প্রেস এনার্স এ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

কর্নাটক রাজনীতিতে নতুন মোড়: ডি কে শিবকুমারের বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর গুরুতর অভিযোগ

হুব্বাল্লি, ২২ নভেম্বর: কর্নাটকের শাসক দলের মধ্যে উত্তেজনা তুঙ্গে পৌঁছেছে। সম্প্রতি, কেন্দ্রীয় খাদ্য, জন বিতরণ ও ভোক্তা বিষয়ক মন্ত্রী প্রহ্লাদ জোশি ডি কে শিবকুমারের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ এনেছেন। জোশি দাবি করেছেন যে, শিবকুমার বেঙ্গালুরু সেন্ট্রাল কারাগারে দুই কংগ্রেস বিধায়ক, ভিনয় কুলকর্ণি এবং ভীরেন্দ্র পাপ্পির সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিলেন।

শুক্রবার একটি সাংবাদিক সম্মেলনে প্রহ্লাদ জোশি বলেন, “শিবকুমার কেন এতদিন কুলকর্ণি ও পাপ্পির সঙ্গে দেখা করেননি? তাদের সঙ্গে কারাগারে গিয়ে দেখা করা, অর্থাৎ বিধায়কদের মুক্তির পর তাদের সমর্থন আদায়ের চেষ্টার অংশ।” তিনি আরও অভিযোগ করেছেন, “যখন মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া পদত্যাগের প্রশ্নে সম্মত হন, তখন ভোটের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। এই ধরনের পরিকল্পনা শিবকুমার নিজেই করছেন।”

শিবকুমারের কারাগারে গিয়েও কংগ্রেস বিধায়কদের সাথে কথোপকথন চালানোর বিষয়টি রাজনৈতিক উত্তেজনা সৃষ্টি করেছে। কংগ্রেস নেতা হে সি বালাকৃষ্ণ শিবকুমারের পক্ষ অবলম্বন করে দাবি করেছেন, “শিবকুমার নিজেই তার শক্তির উপর ভরসা করেন এবং দিল্লিতে সমর্থন গড়ার জন্য কোনো ধরনের নাটক করতে চান না। বিষয়টি কংগ্রেসের উচ্চ পদস্থ নেতৃবৃন্দই সিদ্ধান্ত নেবেন।”

এই পরিস্থিতির মধ্যেই কংগ্রেসের অন্দরেও নেতৃত্বের সংকট বাড়ছে। সিদ্দারামাইয়া সরকারের দুই বছরের বেশি সময় পরেও রাজ্যে নেতৃত্ব পরিবর্তনের দাবিতে অস্থিরতা চলছে। কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খরগে শুক্রবার বেঙ্গালুরু সফরে আসেন এবং তিনি এদিন সিদ্দারামাইয়া ও শিবকুমারের সঙ্গে বৈঠক করার জন্য থাকছেন।

এদিকে, সিদ্দারামাইয়া এবং শিবকুমার উভয়েই তাদের রাজনৈতিক ভবিষ্যত নিয়ে দলের উচ্চ নেতৃত্বের কাছে নির্ভরশীল।

রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু : জাতির উন্নতির জন্য মানুষের দক্ষতা ও শক্তিকে কাজে লাগাতে হবে

নয়া দিল্লি, ২২ নভেম্বর: পুত্তাপার্থীতে প্রাসান্থি নিলয়ামে ভগবান সত্য সাই বাবার শতবর্ষ উদযাপনে বিশেষ অধিবেশনে ভাষণ দিতে গিয়ে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু বলেছেন, সরকার দেশের নাগরিকদের জীবনমান উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। তিনি বলেন, দেশের উন্নতির জন্য মানুষের দক্ষতা ও শক্তির সঠিক ব্যবহার অত্যন্ত জরুরি।

রাষ্ট্রপতি সত্য সাই বাবার সমাধিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করে সাই কুলওয়ান্ট হলে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

রাষ্ট্রপতি সমবায় অংশগ্রহণের গুরুত্ব তুলে ধরে বলেন, আধ্যাত্মিক সংগঠনগুলি, এনজিও, বেসরকারি খাত এবং সাধারণ জনগণ সকলেই জাতির উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন। তিনি বলেন, 'যদি আমরা সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় কাজ করি, তবে ২০৪৭ সালের মধ্যে ভারত একটি ''বিক্সিত ভারত'' হয়ে উঠতে পারে।'

সত্য সাই বাবার অবদানের কথা তুলে ধরে রাষ্ট্রপতি বলেন, তিনি জীবনের অধিকাংশ সময় মানবকল্যাণে নিবেদিত ছিলেন। তিনি সবসময় বলেছেন, 'মানবতার সেবা হল ঈশ্বরের সেবা।' রাষ্ট্রপতি বলেন, শ্রী সত্য সাই বাবার বিশ্বব্যাপী ভক্তরা আজও দরিদ্র ও অসহায় মানুষের সেবা করছেন এবং তাঁর আত্মত্যাগী ভালোবাসা ও নিঃস্বার্থ সেবার বার্তা মানুষের মধ্যে অনুপ্রেরণা জোগাচ্ছে।

পূর্বে, রাষ্ট্রপতি পুত্তাপার্থীতে পৌঁছালে তাঁকে অন্ধ্র প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী এন. চন্দ্রবাবু নায়ডু স্বাগত জানান।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

মজবুত হাড় ও সুস্থতার জন্য সমৃদ্ধ অ্যামওয়ের ভিটামিন ডি প্লাস বোরন

আগরতলা: ১৯ নভেম্বর। আজকের ব্যস্ত জীবনধারার কারণে আমাদের পুষ্টিতে ঘাটতি দেখা দিচ্ছে, আর তাই মানুষ এখন সুস্থ জীবনযাপনের জন্য সবদিক থেকে নিজের স্বাস্থ্যকে গুরুত্ব দিচ্ছেন। এর মধ্যে একটি বড় সমস্যা হলো ভিটামিন ডি-এর ঘাটতি, যা অনেকেই ভেবে থাকেন না, কিন্তু সব বয়সের মানুষকেই প্রভাবিত করছে। গ্রাহকদের এই চাহিদা এবং পুষ্টি সংক্রান্ত দক্ষতা বাড়ানোর লক্ষ্য নিয়ে, স্বাস্থ্য ও সুস্থতার অগ্রণী প্রতিষ্ঠান অ্যামওয়ে ইন্ডিয়া নিয়ে এসেছে নিউট্রিলাইট ভিটামিন ডি প্লাস বোরন যা এক ধরনের বৈজ্ঞানিকভাবে তৈরি ফর্মুলা,ভিটামিন ডি-এর মাত্রা ঠিক রাখে এবং হাড় ও প্রতিরোধ ক্ষমতা সুস্থ রাখতে সাহায্য করে। অ্যামওয়ে ইন্ডিয়ার ম্যানেজিং ডিরেক্টর, রাজনীশ চোপড়া বলেন, আজকের এই দ্রুতগতির ব্যস্ততার জীবনে জীবনধারার পরিবর্তন এবং অপেক্ষাকৃত কম সূর্যালোক পাওয়ার কারণে ভারতে ভিটামিন ডি-এর ঘাটতি অনেক বেড়েছে। এই গবেষণায় দেখা গেছে প্রায় ৮০ থেকে ৯০ শতাংশ ভারতীয়ের ভিটামিন ডি-এর মাত্রা অপর্যাপ্ত, যা সময়ের সঙ্গে হাড় ও সামগ্রিক স্বাস্থ্যের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। তাই এর প্রয়োজনীয় চাহিদা বুঝে অ্যামওয়ে বৈজ্ঞানিকভাবে সমর্থিত পুষ্টি পোর্টফোলিওকে আরও শক্তিশালী করেছে ,যাতে মানুষ তাদের সুস্থতা ও স্বাস্থ্য লক্ষ্য পূরণ করতে পারে।

অ্যামওয়ে ইন্ডিয়ার চিফ মার্কেটিং অফিসার অমৃতা আসরানি বলেন, এই ফর্মুলেশন সত্যিই আমাদের সার্বিক সুস্থতা দর্শনের এক নিখুঁত উদাহরণ। ভিটামিন ডি-৩ যা হাড়ের গঠন ও ঘনত্বকে শক্তিশালী করে। বোরন ভিটামিন ডি-এর ব্যবহার বাড়ায়, আর নিশ্চিত করে যে ক্যালসিয়াম ঠিক জায়গায় হাড়ে পৌঁছায়। ভিটামিন ডি- ৩ এর সঙ্গে অ্যামওয়ের পেটেন্টকৃত লিকোরিস ও কুয়ারসেটিনের মিশ্রণ হাড়ের স্বাস্থ্য রক্ষা করে এবং প্রাকৃতিক অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সাপোর্ট দেয়সব মিলিয়ে এটি একটি বিশেষ ত্রিস্তরীয় সুরক্ষা ব্যবস্থা তৈরি করে, যা হাড়কে ভিতর থেকে যত্ন নেয়। ভিটামিন ডি- ৩, বোরন , ভিটামিন কে-২ কুয়ারসেটিন এবং লিকোরিসের এক অনন্য মিশ্রণের মাধ্যমে, নিউট্রিলাইট ভিটামিন ডি প্লাস বোরন যা সাধারণ ভিটামিন ডি সাপ্লিমেন্টের চেয়ে অনেক এগিয়ে।নিউট্রিলাইট ভিটামিন ডি প্লাস বোরন নিউট্রিলাইটের ৯০ বছরেরও পুষ্টি সম্পর্কিত অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে তৈরি। প্রতিটি ট্যাবলেট হাড়ের ঘনত্ব বজায় রাখতে সহায়ক।

গৌতম আদানি ভারতের শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রক্ষায় ১০০ কোটি টাকার উদ্যোগ ঘোষণা করলেন

আহমেদাবাদ, ২২ নভেম্বর: ভারতের শিল্পপতি গৌতম আদানি ১০০ কোটি টাকার একটি নতুন উদ্যোগের ঘোষণা করেছেন, যা দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে পুনর্জীবিত করতে এবং তার সাংস্কৃতিক স্মৃতি রক্ষা করতে সহায়ক হবে। এই ঘোষণা তিনি আদানি কর্পোরেট হাউসে, আহমেদাবাদে অনুষ্ঠিত আদানি গ্লোবাল ইন্ডোলজি কনক্লেভ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে দেন, যেখানে ভারতের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ভারতীয় জ্ঞান সিস্টেম বিভাগের সাথে সহযোগিতা করা হয়।

কনক্লেভে ভারত ও বিদেশের ইন্ডোলজি, প্রযুক্তি এবং সংস্কৃতি বিশেষজ্ঞরা উপস্থিত ছিলেন। এই অনুষ্ঠানে বক্তৃতা প্রদানকালে গৌতম আদানি বলেন, 'ভারতের জ্ঞান ঐতিহ্য অধ্যয়ন করা জাতীয় অগ্রাধিকারের বিষয়, এটি শুধুমাত্র একটি একাডেমিক বিষয় নয়।' তিনি ভারতের শক্তির উৎস হিসেবে দেশের সাংস্কৃতিক আত্মবিশ্বাসের কথা উল্লেখ করেন এবং বলেন, 'যখন একটি সভ্যতা জানে কে তারা, তখন তার অর্থনীতি জানে কোথায় যেতে হবে।'

গৌতম আদানি তার শৈশবকালের স্মৃতি স্মরণ করেন, যখন তিনি উত্তর গুজরাটের বানাসকন্থায় বড় হচ্ছিলেন এবং তার মা তাকে রামায়ণ এবং মহাভারত এর কাহিনী শুনাতেন। তিনি বলেন, 'এই কাহিনীগুলো কেবল লোকগল্প ছিল না, বরং তা আমাকে ভক্তি, কর্তব্য এবং ধর্মের মৌলিক পাঠ দিয়েছিল।'

ভারতের প্রাচীন শিক্ষা ব্যবস্থা বিলুপ্তির ইতিহাস চিত্রিত করে, আদানি নালন্দা ও বিক্রমশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের ধ্বংস এবং ম্যাকাউলেয়ের দ্বারা ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থার ক্ষতিসাধনের কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, আজকের যুগে সেসব হুমকি আরও সূক্ষ্ম হলেও যথেষ্ট গুরুতর, বিশেষ করে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমে সাংস্কৃতিক স্মৃতি সংরক্ষণের চ্যালেঞ্জ বৃদ্ধি পেয়েছে। তিনি বলেন, 'নতুন আক্রমণকারীরা আর সেনা নয়, তারা হল অ্যালগরিদম,' এবং সতর্ক করেন যে পশ্চিমা তথ্যের উপর প্রশিক্ষিত এআই সিস্টেমগুলি ভারতের জটিল ধারণাগুলি যেমন ধর্ম, শৃদ্ধা ও পুরুষার্থকে ভুলভাবে উপস্থাপন করতে পারে।

গৌতম আদানি তিনটি প্রধান ঝুঁকি চিহ্নিত করেছেন, যা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ভারতের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে বিপদে ফেলতে পারে। প্রথমটি হলো ম্যানুস্ক্রিপ্টের অদৃশ্যতা, যেখানে প্রাচীন ভারতীয় গ্রন্থ এবং লেখাগুলি ডিজিটাল যুগে প্রায় অদৃশ্য হয়ে যেতে পারে। দ্বিতীয় ঝুঁকি হলো সাংস্কৃতিক সংকোচন, যেখানে এআই ভারতীয় সংস্কৃতি ও দর্শনকে সরলীকৃত বা সংকুচিত করে উপস্থাপন করতে পারে। তৃতীয় ঝুঁকি হলো ভারতীয় ঐতিহ্যকে ভুলভাবে বিচার করা, যেখানে এআই পশ্চিমা ধারণার ভিত্তিতে ভারতীয় দর্শন ও বিশ্বাসগুলির ভুল ব্যাখ্যা করতে পারে।

এই চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলা করতে গৌতম আদানি পাঁচটি প্রধান কৌশল প্রস্তাব করেছেন। প্রথমে, তিনি ভারত জ্ঞান গ্রাফ প্রতিষ্ঠার কথা বলেন, যা একটি ডিজিটাল রেপোজিটরি হিসেবে কাজ করবে এবং ভারতের গ্রন্থ, চিন্তাবিদ, এবং ধারণাগুলিকে একত্রিত করবে, যাতে এআই সঠিকভাবে ভারতীয় উৎস থেকে শেখতে পারে। দ্বিতীয় প্রস্তাব হিসেবে তিনি ভারত-কেন্দ্রিক ইন্ডোলজি কর্পাস তৈরি করার কথা উল্লেখ করেন, যা এআই-কে ভারতীয় দার্শনিকতাগুলি বোঝার জন্য একটি মানদণ্ড হিসেবে কাজ করবে। তৃতীয় কৌশল হিসেবে তিনি মানবিক লোপ শক্তিশালীকরণ এর কথা বলেন, যেখানে স্কলাররা এআই-এর আউটপুট সঠিকভাবে কনটেক্সটুয়ালাইজ করবেন, যাতে ভুল ব্যাখ্যা প্রতিরোধ করা যায়। চতুর্থ প্রস্তাবে তিনি ইন্ডোলজি-এআই চেয়ার স্থাপন করার জন্য আহ্বান জানান, যেখানে স্কলার-প্রযুক্তিবিদরা সংস্কৃত এবং কোডিংয়ের দক্ষতা নিয়ে কাজ করবেন। পঞ্চম এবং শেষ প্রস্তাব হিসেবে, তিনি প্রতিটি কলেজকে নতুন নালন্দা হিসেবে গড়ে তোলার কথা বলেন, যেখানে প্রাচীন জ্ঞান এবং আধুনিক উদ্ভাবন একত্রিত হবে, এবং শিক্ষাক্ষেত্রে একটি সুষম সমন্বয় সৃষ্টি হবে।

এই উদ্যোগের অংশ হিসেবে আদানি ১০০ কোটি টাকার একটি প্রাথমিক দান ঘোষণা করেছেন, যা ভারত জ্ঞান গ্রাফ এবং ভারতীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রক্ষায় স্কলারদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার কাজে ব্যবহৃত হবে।

তিনি তার বক্তৃতা শেষ করে বলেন, “শুধুমাত্র ভারতই ভারতকে সংজ্ঞায়িত করবে।” তিনি সতর্ক করে দেন যে, ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য ধর্ম এবং অন্যান্য মৌলিক ধারণা সম্পর্কে সঠিক উত্তর নিশ্চিত করতে ভারতের নিজস্ব জ্ঞান সিস্টেমের উপর ভিত্তি করে শিক্ষা এবং এআই তৈরির সময় এসেছে।

শ্রমিক নেতা বিপ্লব করের জন্মদিনে বটতলায় শীতবস্ত্র বিতরণ, পাঁচশতাধিক মহিলার হাতে তুলে দেওয়া হল শীতবস্ত্র

আগরতলা, ২২ নভেম্বর: শ্রমিক নেতা বিপ্লব করের জন্মদিন উপলক্ষে শনিবার বটতলায় সামাজিক সেবামূলক একটি উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। বটতলা মজদুর মনিটরিং সেল, কেন্দ্রীয় কার্য্যালয়ের তত্ত্বাবধানে প্রান্তিক জনগণের জন্য শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়।

উক্ত অনুষ্ঠানে প্রায় পাঁচশতাধিক মহিলার হাতে শীতবস্ত্র তুলে দেওয়া হয়। শীতবস্ত্র পেয়ে উপস্থিত মহিলারা খুশি প্রকাশ করেন। সামাজিক সেবামূলক এই উদ্যোগকে এলাকার মানুষজন ইতিবাচকভাবে গ্রহণ করেছেন এবং প্রশংসা করেছেন।

উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক। তিনি অনুষ্ঠানে বক্তব্যে বলেন, এই ধরনের উদ্যোগ প্রান্তিক জনগণের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি এবং সামাজিক সহমর্মিতা জাগাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

শ্রমিক নেতার জন্মদিন উপলক্ষে এই প্রচেষ্টা শুধু ত্রিপুরার প্রান্তিক মহিলাদের নয়, পুরো সমাজে মানবিক চেতনা ও সহযোগিতার বার্তা ছড়িয়ে দিচ্ছে।

শান্তির বাজারে পুলিশ-টিএসআর সৌহার্দ্য বৃদ্ধিতে প্রীতি ফুটবল ম্যাচ

শান্তির বাজার, ২২ নভেম্বর: শান্তির বাজার মহকুমার সাচিরাম বাড়ি নবম বাহিনীর টিএসআর ব্যাটালিয়ান হেড কোয়ার্টারে পুলিশ ও ত্রিপুরা স্টেট রাইফেলস (টিএসআর) এর মধ্যে একটি প্রাণবন্ত প্রীতি ফুটবল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই ম্যাচের মাধ্যমে উভয় বাহিনীর মধ্যে সৌহার্দ্য ও সম্পর্ক জোরদার করার লক্ষ্য রাখা হয়।

মাঠে উপস্থিত ছিলেন ৯ ব্যাটেলিয়ান- এর কমান্ডার অলক ভরটাচার্য্য, সাবরুমের এসডিপিও নিতানন্দ সরকার, এবং শান্তির বাজার মহকুমার এসডিপিও বাপি দেববর্মণ। তাদের উপস্থিতি খেলোয়াড়দের উৎসাহিত করে।

খেলায় পুলিশ দল ২-১ গোলে জয়লাভ করে। পুলিশের হয়ে গোল করেন কৃষ্ণ বর্মন। খেলাটি ক্রীড়া ও সৌহার্দ্যের পরিবেশে সম্পন্ন হয় এবং উভয় বাহিনীর সদস্যরা একে সাফল্যমণ্ডিত ও মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান হিসেবে অভিহিত করেছেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, এই ধরনের প্রীতি ম্যাচ ভবিষ্যতেও নিয়মিত আয়োজন করা হবে, যাতে পুলিশ ও টিএসআর-এর মধ্যে বন্ধুত্ব ও সমন্বয় আরও দৃঢ় হয়।

পুলিশ—বিএসএফের যৌথ অভিযানে ধ্বংস ৫,৫০০ গাঁজা গাছ

আগরতলা, ২২ নভেম্বর : গোপন সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে মধ্য বক্সনগর এলাকার বনঘেরা টিলা অঞ্চলে অবৈধ গাঁজা চাষের বিরুদ্ধে পুলিশ ও বিএসএফ যৌথ অভিযান চালিয়েছে। সকাল ১১টা ০৫ মিনিট থেকে দুপুর ২টা ৪০ মিনিট পর্যন্ত চলা এই অভিযানে নেতৃত্ব দেন কলমচেরা থানার ওসি, সঙ্গে ছিলেন থানার অন্যান্য পুলিশ কর্মকর্তা, কর্মীরা ও টিএসআর-এর পুরুষ ও মহিলা সদস্যরা। অভিযানে অংশ নেন বিএসএফ ৬৯ ব্যাটালিয়নের বক্সানগর বিওপি-র এ/সি রাজন কুমার ও তার দলও। অভিযানে মোট চারটি পৃথক প্লটে থাকা প্রায় ৫,৫০০ গাঁজা গাছ শনাক্ত করা হয় এবং সেগুলি ঘটনাস্থলেই ধ্বংস করা হয়। নিরাপত্তা বাহিনীর দাবি, এলাকায় মাদকচক্রের বিরুদ্ধে লাগাতার অভিযান চালানো হবে। পুলিশ জানিয়েছে, এ ধরনের অবৈধ চাষের সঙ্গে জড়িতদের খুঁজে বের করতে তদন্ত অব্যাহত রয়েছে।

বিজেপির বুথ সভাপতির

● প্রথম পাতার পর

বিষয়ে এখনো আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। পুলিশ অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

বাংলার মানুষ

● প্রথম পাতার পর

আনার তাগিদে গোটা বাংলার ভবিষ্যৎকেই পিছনে ফেলে দেওয়া হয়েছে। বিপ্লব দেব বলেন, পশ্চিমবঙ্গে মহিলাদের নিরাপত্তা উদ্বেগজনক অবস্থায় পৌঁছেছে। এক সময় মহিলারা নিশ্চিন্তে চলাফেরা করতে পারতেন। এখন নিজেই মুখ্যমন্ত্রী সন্ধ্যার পর বাইরে বেরোতে নিষেধ করছেন। এ থেকেই বোঝা যায় রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা কোন পর্যায়ে নেমে গেছে, দাবি তাঁর।

তিনি আরও বলেন, আসন্ন নির্বাচনে বাংলার ভোটাররা পরিবর্তনের অপেক্ষায় আছেন এবং বিশেষত মহিলারাই এই পরিবর্তনের লড়াইয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবেন।

বিভিন্ন রাজনৈতিক

● প্রথম পাতার পর

আগুন ধরিয়ে দেবে কেন। যারা মথার কর্মীদের আক্রমণ করছে তাঁদের অতিসত্বর গ্রেফতার করা দরকার। কারণ তাঁরা সকলেই দূর্বৃত্ত।

তিনি আরও দাবি করেন, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নামের আড়ালে দুর্বৃত্তরা হামলাগুলো সংগঠিত করছে। রাজনৈতিক পতাকার আড়ালে লুকিয়ে থাকা এসব হামলাকারীদের শনাক্ত করে কঠোর আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার আহ্বান জানান তিনি।

প্রদ্যোত স্পষ্টভাবে বলেন, গুন্ডাদের কখনো রাজনৈতিক ধর্ম জাত হয় না। হামলাকারীদের গ্রেফতার করে আইনগত প্রক্রিয়ার আওতায় আনার অনুরোধ জানান। আর তাদের রাজনৈতিক নিরাপত্তা দেওয়া উচিত নয়।

ভেঙে পড়ার আশঙ্কায় স্কুলের সিলিং

● প্রথম পাতার পর

ঠেলে দিচ্ছে। বিদ্যালয়ের নথি অনুযায়ী, স্কুলে মোট ৩৭ জন ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি রয়েছে। শিক্ষক-শিক্ষিকা মিলে রয়েছেন ৫ জন। কিন্তু বাস্তব চিত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন। সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিরা স্কুল পরিদর্শনে গেলে দেখা যায়, উপস্থিত রয়েছে মাত্র ১৭ জন ছাত্র-ছাত্রী। তিনটি শ্রেণিকক্ষ মিলে পাওয়া যায় কেবলমাত্র তিনজন শিক্ষক-শিক্ষিকাকে।

এর পাশাপাশি আরও বড় প্রশ্ন উঠে আসে মিড-ডে মিল নিয়ে। পরিদর্শনের সময় কিচেন রুম বন্ধ অবস্থায় পাওয়া যায়। দায়িত্বপ্রাপ্ত মিড-ডে মিল কর্মীও উপস্থিত ছিলেন না। পরে এক শিক্ষক ফোন করে ডেকে আনেন তাঁকে, এবং সকাল ৯টা ১৫ মিনিটে তিনি তড়িঘড়ি রান্নার কাজ শুরু করেন। নিয়মিত খাবার সরবরাহে এই ধরনের অনিয়ম ছাত্র-ছাত্রীদের পুষ্টির ওপর মারাত্মক প্রভাব ফেলতে পারে বলে আশঙ্কা স্থানীয়দের।

এদিকে, শ্রেণিকক্ষের সিলিং বহুদিন ধরে ভগ্নদশায় পড়ে আছে। যে কোনও মুহূর্তে ভেঙে পড়তে পারে বলে শিক্ষকরাই জানান। অথচ এখনো পর্যন্ত কোনও সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। সরকার ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষার মানোন্নয়নে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করলেও এই স্কুলে তার উল্টো বাস্তবতা চোখে পড়েঅবকাঠামো জরাজীর্ণ, উপস্থিতি কম, আর শিক্ষার পরিবেশ কার্য্যত ভেঙে পড়ার মুখে।

অভিভাবকরা দাবি করেছেন, যদি দ্রুত স্কুলের পরিকাঠামো মেরামত, মিড-ডে মিলের মানোন্নয়ন এবং শিক্ষক উপস্থিতি নিশ্চিত না করা হয়, তবে তাদের সন্তানদের নিরাপত্তা ও শিক্ষার ভবিষ্যৎ দুটোই বিপন্ন হয়ে পড়বে।

স্থানীয় প্রশাসনের তরফে ঘটনার বিষয়ে কোনও মন্তব্য এখনো পাওয়া যায়নি। তবে এলাকাবাসী দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এডিসি প্রশাসনসহ সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলোর হস্তক্ষেপ দাবি করেছেন।

মেলাঘরে উত্তেজনা

● প্রথম পাতার পর

আজ সকালে জামাল হোসেনের স্ত্রী সোমা দেবনাথ স্থানীয় লোকজনের সহযোগিতায় ওই বাড়িতে যান। পরে স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিরা বিষয়টি মেলাঘর থানাকে জানান। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে অভিযোগের ভিত্তিতে দু'জনকে থানায় নিয়ে আসে। বর্তমানে তারা পুলিশের হেফাজতে রয়েছে।ঘটনাকে কেন্দ্র করে বানিয়াছড়া এলাকায় কিছুটা উত্তেজনা তৈরি হয়। তবে পুলিশ দ্রুত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। ঘটনার প্রকৃত কারণ ও অভিযোগের সত্যতা যাচাই করতে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। থানার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিষয়টি আইন অনুযায়ী খতিয়ে দেখা হবে এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

মুখ্যমন্ত্রীর আজগুবি

● প্রথম পাতার পর

বিস্তীর্ণ এলাকায় দু'শরিক দলের মধ্যে দুর্নীতির অর্থ ভাগাভাগি নিয়ে বারবার সংঘর্ষ হচ্ছে। পার্টি অফিসে অগ্নিসংযোগ, বাড়িঘরে ভাঙচুর, লুটতরাজ ও মারধর চলছে লাগামহীনভাবে। তারা অভিযোগ করে, ওই এলাকার দু'টি থানা এবং পুলিশ কার্য্যত নিষ্ক্রিয়।

এই পরিস্থিতিতে জনমনে তীব্র আতঙ্ক তৈরি হয়েছে এবং মানুষ চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন। এমনকি শাসকদলের এক মন্ত্রী প্রকাশ্যেই মুখ্যমন্ত্রীকে দায়ী করেছেন বলেও উল্লেখ করে সিপিআইএম।

সিপিআইএমের অভিযোগ, মুখ্যমন্ত্রী সন্ত্রাস নিয়ে কঠোর মন্তব্য না করে উল্টো সিপিআইএমকে আক্রমণ করায় দুষ্কৃতীরা আরও উৎসাহিত হবে এবং আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর মনোবল ক্ষুণ্ন হবে।

রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলী জানিয়েছে, মুখ্যমন্ত্রীর বদ উদ্দেশ্যমূলক ও বিভ্রান্তিকর মন্তব্যের বিরুদ্ধে রাজ্যবাসীকে সরব হতে হবে। পাশাপাশি তারা দাবি করেছে, সরকারকে সংঘর্ষ বন্ধ করে স্বাভাবিক শান্তি ও সুস্থিতি ফিরিয়ে আনতে অবিলম্বে ব্যবস্থা নিতে হবে।

অনিমেষ আবেগের

● প্রথম পাতার পর

বিশ্ববিদ্যালয় গঠনের সিদ্ধান্ত সময়োপযোগী ও গুরুত্বপূর্ণ।

তিনি অভিযোগ করেন, কিছু অনভিপ্রেত ও সাময়িক ঘটনা ঘটলেও এগুলোর মাধ্যমে সরকারের ভাবমূর্তি নষ্ট করার অপচেষ্টা চলছে। ভৌমিক বলেন, বিজেপি একের পর এক রাজ্যে জয়লাভ করছে। বিহারেও জয় এসেছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি 'সবকা সাথ, সবকা বিকাশ' নীতির আলোকে বিকশিত ভারতের গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছেন। এজন্য প্রধানমন্ত্রী ও জেপি নাড্ডাকে আমরা ধন্যবাদ জানাই।

জনজাতি এলাকায় শান্তি ও উন্নয়ন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, মুখ্যমন্ত্রী ডা. মানিক সাহা জনজাতিদের কল্যাণে ধারাবাহিকভাবে কাজ করছেন এবং সেখানে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। বিরোধী দলগুলোর আমলে ঘটে যাওয়া আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি তুলে ধরে তিনি বলেন বর্তমান সরকার বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছাড়া বড় ধরনের কোনো বিশৃঙ্খলার সুযোগ দেয়নি এবং প্রতিটি ঘটনায় সরকার যথাযথ পদক্ষেপ নিয়েছে। সুবল ভৌমিক আরও স্পষ্ট জানান, বিজেপি কোনোভাবেই অপরাধীদের প্রশ্রয় দেয় না। যে-ই জড়িত থাকুক, কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তিনি অভিযোগ করেন, দীর্ঘদিন ক্ষমতায় থাকা দলগুলো এখন ভিত্তিহীন অভিযোগ তুলছে।

স্বরাষ্ট্র দফতর অন্য কাউকে দেওয়ার বিষয়ে তিপরা মথা নেতা অনিমেষ দেববর্মার মন্তব্য নিয়ে সুবল ভৌমিক বলেন, অনিমেষ আবেগের বশেই মন্তব্য করেছেন। তিনি দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক ব্যক্তি। তাঁর কাছে যে দফতরগুলো আছে, সেগুলো ঠিকমতো পরিচালনাতেই মনোযোগী হওয়া উচিত। আশারামবাড়ির ঘটনাও তিনি উল্লেখ করেন। ভৌমিক দাবি করেন, অনিমেষের বক্তব্য ছিল শিশুসুলভ এবং তিনি বিষয়টিকে সিরিয়াসভাবে নেননি।

এই সাংবাদিক সম্মেলনে বিজেপি নেতৃত্বের বক্তব্যে স্পষ্ট করা হয় যে, উন্নয়ন, স্থায়ী শান্তি ও জনজাতি এলাকার অগ্রগতিই বর্তমান সরকারের প্রধান অগ্রাধিকার এবং বিরোধীদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বক্তব্যে তারা বিচলিত নয়।

একাধিক দেশের

● প্রথম পাতার পর

তা নিয়েও কথা হয়েছে।” আরও এক অংশগ্রহণকারী জানান, তিনি মিডিয়া, প্রযুক্তি, কৃষি ও শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁর কাজের বিবরণ প্রধানমন্ত্রীকে দেন। এক উদ্যোক্তা বলেন, “প্রধানমন্ত্রীর চিন্তাধারা ও ব্যক্তিত্ব প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় আরও গভীরভাবে উপলব্ধি করলাম। বহু বিষয়ে গভীর আলোচনা হয়েছে।”

আর এক উদ্যোক্তা জানান, প্রধানমন্ত্রী তাঁদের চলমান প্রযুক্তিগত উদ্যোগ এবং সর্বশেষ ট্রেন্ডস নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি বলেন, “এই সব বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদির জ্ঞান এতটাই বিস্তৃত ও গভীর যে তিনি প্রত্যেক বিষয়ে অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে কথা বলেন।”

জোহানসবার্গ পৌঁছনোর পর প্রধানমন্ত্রী মোদি স্থানীয় ভারতীয় সম্প্রদায়ের উষ্ণ অভ্যর্থনার প্রশংসা করেন। 'রিদমস অফ অ্যা ইউনাইটেড ইন্ডিয়া' শীর্ষক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ভারতের ১১টি রাজ্যের লোকনৃত্য পরিবেশিত হয়, যা দক্ষিণ আফ্রিকায় বসবাসরত ভারতীয় সমাজের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যকে তুলে ধরে।

এদিকে, দক্ষিণ আফ্রিকার জোহানেসবার্গে অনুষ্ঠিত জি—২০ সামিটে রবিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বিশ্ব উন্নয়ন পুনর্গঠনের জন্য একাধিক নতুন উদ্যোগের প্রস্তাব দেন, যা ভারতের সভ্যতাগত মূল্যবোধের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

'ইনক্লুসিভ এবং টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, যেখানে কেউ বাদ যাবে না' শীর্ষক সেশনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে, প্রধানমন্ত্রী মোদি বলেন, গ্লোবাল ফিনান্স এবং প্রবৃদ্ধির জন্য দীর্ঘকালীন প্রভাবশালী ভূমিকা রাখলেও, বর্তমান উন্নয়ন মডেলগুলি বিশ্বের বৃহত্তর জনগণের জন্য পর্যাপ্ত সম্পদ সরবরাহে ব্যর্থ হয়েছে এবং প্রকৃতির অতিরিক্ত শোষণ ঘটিয়েছে, যার প্রভাব আফ্রিকাতে ব্যাপকভাবে অনুভূত হচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, “এখনই সময় এসেছে আমাদের উন্নয়ন পরামিতি পুনর্বিবেচনা করার, এবং এমন প্রবৃদ্ধির দিকে মনোযোগ দেওয়ার যা সমেত এবং টেকসই হবে। ভারতের সভ্যতাগত মূল্যবোধ, বিশেষ করে অন্তরঙ্গ মানবতাবাদ-এর নীতি আমাদের সামনে পথ দেখাতে পারে।”

প্রধানমন্ত্রী মোদি মারণশক্তি যুক্ত সিনথেটিক ড্রাগগুলির দ্রুত বিস্তার, যেমন ফেন্টানিলের প্রভাবে বিশ্ব স্বাস্থ্য, সামাজিক স্থিতিশীলতা এবং নিরাপত্তায় উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তিনি একটি বিশেষ জি—২০ উদ্যোগের প্রস্তাব দেন যার মাধ্যমে ড্রাগ-সন্ত্রাসী নেটওয়ার্ক মোকাবিলা করা হবে। এই উদ্যোগের লক্ষ্য হবে অবৈধ মাদক ব্যবসায়ের নেটওয়ার্ক ভেঙে ফেলা, অবৈধ অর্থপ্রবাহ বন্ধ করা এবং সন্ত্রাসবাদী কার্য্যক্রমের জন্য গুরুত্বপূর্ণ অর্থায়ন উৎস দুর্বল করা। মোদি বলেন, 'চলুন, আমরা মাদক-সন্ত্রাসী অর্থনীতি দুর্বল করি!'

প্রধানমন্ত্রী মোদি বিশ্বের বিভিন্ন দেশগুলির ঐতিহ্যগত, পরিবেশবান্ধব এবং সামাজিকভাবে সহনশীল জীবনধারা রক্ষার প্রস্তাবের প্রশংসা করেন এবং জি---২০ এর অধীনে একটি 'গ্লোবাল ট্র্যাডিশনাল নলেজ রিপোজিটরি' প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানান।

তিনি বলেন, “ভারতের ঐতিহ্যবাহী জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ ইতিহাস রয়েছে। এই সংগ্রহস্থল আমাদের সকলের সম্মিলিত জ্ঞানকে ভবিষ্যতের সুস্থতা এবং কল্যাণের জন্য শেয়ার করবে।'

প্রধানমন্ত্রী মোদি জি—২০ দেশগুলির মধ্যে জরুরি পরিস্থিতি এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় একসাথে কাজ করার জন্য একটি 'গ্লোবাল হেলথকেয়ার রেসপন্স টিম' গঠনের প্রস্তাব দেন। তিনি বলেন, এই টিমটি জি—২০ দেশগুলির প্রশিক্ষিত চিকিৎসক দল গঠন করবে, যারা জরুরি পরিস্থিতিতে দ্রুত সরবরাহে প্রস্তুত থাকবে।

প্রধানমন্ত্রী মোদি আফ্রিকার উন্নয়নের স্বার্থে একটি জি—২০-আফ্রিকা স্কিলস মাল্টিপ্লায়ার উদ্যোগ চালুর প্রস্তাব দেন। এই উদ্যোগে 'ট্রেন-দ্য-ট্রেইনারস' মডেল গ্রহণ করা হবে, যা জি—২০ দেশগুলির সহযোগিতায় আফ্রিকায় এক মিলিয়ন প্রশিক্ষিত প্রশিক্ষক তৈরি করবে। এই প্রশিক্ষকরা আফ্রিকার কোটি কোটি তরুণদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করবেন। প্রধানমন্ত্রী মোদি তার বক্তব্যে গ্লোবাল চ্যালেঞ্জগুলির প্রতি গুরত্ব প্রদান করে, তাদের সমাধানের জন্য নতুন দৃষ্টিভঙ্গি এবং সহযোগিতার আহ্বান জানান।

ক্রীড়াঙ্গন

কর্নেলকে হারিয়ে চাম্পামুড়া প্লে সেন্টার সদর অনূর্ধ ১৩ ক্রিকেটের ফাইনালে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। চাম্পামুড়া প্লে সেন্টার ফাইনালে খেলবে। প্রতিপক্ষ ব্লাড মাউথ ক্লাব। টিসিএ আয়োজিত সদর অনূর্ধ ১৩ ক্রিকেটের ফাইনাল ম্যাচ আগামী ২৪ নভেম্বর, সোমবার অনুষ্ঠিত হবে।

শনিবার টুর্নামেন্টের অপর সেমিফাইনালে চাম্পামুড়া প্লে সেন্টার চার উইকেট এর ব্যবধানে কর্নেল ক্রিকেট কোচিং সেন্টার কে পরাজিত করে ফাইনালে খেলার ছাড়পত্র ছিনিয়ে নিয়েছে। ডঃ বি আর আম্বেদকর স্কুল গ্রাউন্ডে সকালে ম্যাচ শুরুতে প্রথমে ব্যাটিং এর সুযোগ পেলেও কর্নেল ক্রিকেট কোচিং সেন্টারের ব্যাটার্সরা তেমন সাফল্য পায়নি। ৩৮.১ ওভার খেলে ৮৫ রানে ইনিংস শেষ করে নেয়।

দলের পক্ষে আরিয়ান সিং এর ৩১ রান এবং রুদ্রবীর রায়ের ২০ রান উল্লেখযোগ্য।

চাম্পামুড়া প্লে সেন্টারের দীপাঞ্জন শঙ্খ বণিক নয় রানে তিনটি উইকেট তুলে নেয়। এছাড়া, মানিষ্ক দেবনাথ পেয়েছে দুটি উইকেট চার রানের বিনিময়ে।

পাল্টা ব্যাট করতে নেমে চাম্পামুড়া প্লে সেন্টারের রাজদীপ দে-র ৩৫ রানের সৌজন্যে সহজেই জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছায়। ৩৫ ওভার খেলে ছয় উইকেট হারিয়ে জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়। কর্নেল কোচিং সেন্টারের বিরাট সূত্রধর ১৭ রানে তিনটি উইকেট পেয়েছিল। দুর্দান্ত বোলিং এর স্বীকৃতি হিসেবে দীপাঞ্জন পেয়েছে প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাব।

সিলেকশন ট্রায়াল ম্যাচের মধ্য দিয়ে আগরতলা প্রেসক্লাবের ক্রিকেট দল গঠিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ নভেম্বর।। কলম ও ক্যামেরাকে পাশে রেখে একদিনের জন্য প্রেস ক্লাবের সাংবাদিক ক্রিকেটাররা বিনোদনমূলক ক্রিকেট খেলায় অংশ নিয়েছেন। সবুজে ঘেরা ভোলাগিরি গ্রাউন্ড আজ ছিল সাংবাদিক ক্রিকেটার তারকাদের হাট। আগরতলা প্রেসক্লাবের উদ্যোগে এবং স্পোর্টস কমিটির ব্যবস্থাপনায় দুর্দান্ত দুইটি উত্তেজনাপূর্ণ ম্যাচ উপহার দেওয়ার মধ্য দিয়ে নিজেদের ভাতৃত্ব বোধকে আরও একবার ঐকের সুতায় গেঁথে নিয়েছেন। মুখ্যত, আগরতলা প্রেসক্লাবের হয়ে ক্রিকেট টিম গঠনের লক্ষ্যেই আজকের এই আয়োজন। পাশাপাশি মহিলা সাংবাদিকদের নিয়েও সিলেকশন ট্রায়াল ম্যাচের মাধ্যমে একটি ক্রিকেট দল গঠন করা হয়েছে। পরবর্তী সময়ে আগরতলা প্রেসক্লাবের সঙ্গে যে-কোনও কর্পোরেট সেক্টর বা দপ্তরের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ ক্রিকেট ম্যাচে আজ গঠিত ক্রিকেট টিমগুলো খেলবে। ম্যাচ চলাকালীন সময়ে প্রেসক্লাবের স্পোর্টস কমিটির চেয়ারম্যান অলক ঘোষ উপস্থিত থেকে খেলোয়াড়দের উৎসাহ যুগিয়েছেন।

শুরুতে কনভেনর অভিষেক দে আজ অনুষ্ঠিত সিলেকশন কাম ট্রায়াল বন্ধুত্বপূর্ণ ক্রিকেট ম্যাচের উদ্দেশ্য তুলে ধরে প্রত্যেকের দুর্দান্ত সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ জানিয়েছেন। অনুমোদিত দুজন আম্পায়ার কে সামনে রেখে প্রেসক্লাবের ক্রিকেট টিম গঠনে সিনিয়র সাংবাদিক তথা স্পোর্টস কমিটির জয়েন্ট কনভেনর সুপ্রভাত দেবনাথের ভূমিকাও ছিল অনস্বীকার্য। মহিলা ও পুরুষ দুটি দল গঠনের সিলেকশন ট্রায়াল ম্যাচে প্রত্যেক খেলোয়াড় নিজেদের সেরাটা উজাড় করে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন বলে দারুণভাবে দুটি দল তৈরি করা সম্ভব হয়েছে। স্পোর্টস কমিটির পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানানো হয়েছে।

তিনি আছেন, বার বার নির্বাচকদের মনে করিয়ে দিচ্ছেন ব্রাত্য শামি, কিন্তু রঞ্জির চার ম্যাচে ২০ উইকেট নিয়ে ভারতীয় দলের দরজা কি খুলবে ?

রঞ্জি ট্রফির চার ম্যাচে ২০টি উইকেট নেওয়ার পর বাংলার হয়ে সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফিতে খেলবেন মহম্মদ শামি। শুক্রবার অভিমন্যু ঈশ্বরণের নেতৃত্বে ১৭ জনের বাংলা দল ঘোষণা করেছে সিএবি। তাতে রয়েছে ৩৫ বছরের জোরে বোলারের নামও। ভারতীয় দলে সুযোগ না পাওয়া নিয়ে আবার মুখ খুলেছেন তিনি।

কিন্তু প্রশ্ন হল, চার ম্যাচে ২০ উইকেটের পরিসংখ্যান কি এখন ভারতীয় দলে ঢোকার জন্য যথেষ্ট? বিশেষ করে অসমের বিরুদ্ধে গত ম্যাচে শামিরা ২০ উইকেট নিতে পারেননি। এটাও তাঁর বিপক্ষে যেতে পারে। যদিও শামি ওই ম্যাচে দু'ইনিংস মিলিয়ে ৫ উইকেট নিয়েছিলেন। কিন্তু অশদীপ সিংহ, মহম্মদ সিরাজদের জায়গায় কি আদৌ শামিকে নেওয়া হবে? এর পর হার্দিক পাণ্ড্য চোট সারিয়ে উঠলে তিনি এমনিই দলে সুযোগ পাবেন।

তবে শামির মনে হয়েছে ভারতীয় দলে তাঁকে ব্রাত্য করে রাখা হয়েছে। কোচ গৌতম গম্ভীর, প্রধান নির্বাচক অজিত আগরকরেরা তাঁর কথা বিবেচনা করছেন না। শেষ রঞ্জি ম্যাচে অসমের বিরুদ্ধে ইনিংসে ৫ উইকেট নেওয়ার পর শামি 'রেভস্পোর্টস' ওয়েবসাইটকে বলেছেন, "আমি শুধু ক্রিকেট খেলতে পারি। দলে সুযোগ পাওয়ার বিষয়টা আমার হাতে নেই। কেন ভারতীয় দলে সুযোগ পাচ্ছি না, এটা নিয়ে ভাবতেও পারি। এর বেশি কিছু তো করার নেই।"

দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজের জন্য শামিকে বিবেচনা করা হয়নি।

টেস্টের পর ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা মুখোমুখি হবে তিন ম্যাচের এক দিনের সিরিজ এবং পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজে। তার আগে শামির এই মন্তব্যকে ইঙ্গিতপূর্ণ বলেই মনে করা হচ্ছে।

কিছু দিন আগে আগরকর বলেছিলেন, শামির ফিটনেস সংক্রান্ত কোনও তথ্য তাঁদের কাছে নেই।

জবাব দিয়েছিলেন বাংলার জোরে বোলারও। শুধু মুখ খুলেই থেমে থাকেননি শামি। বাংলার হয়ে রঞ্জি ট্রফিতে ধারাবাহিক ভাবে উইকেট নিচ্ছেন তিনি। এ বার সাদা বলের ক্রিকেটেও খেলবেন।

আগামী আইপিএলে শামি খেলবেন লখনউ সুপার জায়ান্টসের হয়ে। বোলিং কোচ হিসাবে পাবেন ভরত অরুণকে। ভারতীয় দলের প্রাক্তন বোলিং কোচের সঙ্গে আবার কাজ করার সুযোগ পাবেন ভেবে উত্তেজিত শামি। তিনি বলেছেন, "আবার অরুণ স্যারের সঙ্গে কাজ করতে পারব। অরুণ স্যারের সঙ্গে আমার সম্পর্ক খুব ভাল। অতীতে একসঙ্গে কাজ করে সাফল্যও পেয়েছি। আশা করছি লখনউয়ের হয়ে আমরা আগের মতোই সফল হব।"

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপেও এক গ্রুপে ভারত-পাক, কবে কাদের বিরুদ্ধে খেলবেন সূর্যকুমারেরা

আগামী বছরের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে সহজ গ্রুপে ভারত। বিশ্বকাপের অন্যতম আয়োজক দেশ শ্রীলঙ্কা থাকবে কিছুটা কঠিন গ্রুপে। টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটের ক্রমতালিকার নিরিখে বিশ্বকাপের গ্রুপ বিন্যাস করেছে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিল (আইসিসি)। মোট চারটি গ্রুপ থাকছে। প্রতি গ্রুপে থাকছে পাঁচটি করে দেশ। প্রতিটি গ্রুপের প্রথম দু'টি দল উঠবে সুপার এইট-এ।

টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটের ক্রমতালিকায় ভারত রয়েছে এক নম্বরে। সূর্যকুমার যাদবদের সঙ্গে একই গ্রুপে থাকবে ক্রমতালিকায় সাত নম্বরে থাকা পাকিস্তান, ১৩ নম্বরে থাকা নেদারল্যান্ডস, ১৫ নম্বরে থাকা নামিবিয়া এবং ১৮ নম্বরে থাকা আমেরিকা। ভারত এবং পাকিস্তান ছাড়া আর কোনও টেস্ট খেলিয়ে দেশ থাকবে না এই গ্রুপে। অন্য দিকে, শ্রীলঙ্কার গ্রুপে থাকবে চারটি টেস্ট খেলিয়ে দেশ। ক্রমতালিকায় আট নম্বরে রয়েছে শ্রীলঙ্কা। তাদের সঙ্গে থাকবে অস্ট্রেলিয়া (২), জিম্বাবোয়ে (১১), আয়ারল্যান্ড (১২) এবং ওমান (২০)। 'ক্রিকবাজ'-এর খবর তেমনই। ২৫ নভেম্বর সরকারি ভাবে সূচি ঘোষণা হওয়ার কথা।

কিছুটা কঠিন গ্রুপ পাচ্ছে ক্রমতালিকায় তিন নম্বরে রয়েছে ইংল্যান্ড। তাদের সঙ্গে থাকবে ওয়েস্ট ইন্ডিজ (৬), বাংলাদেশ (৯), নেপাল (১৭) এবং ইটালি। যোগ্যতা অর্জন পর্ব থেকে আসা ইটালি ক্রমতালিকায় ২৮ নম্বরে রয়েছে। গত বিশ্বকাপের রানার্স দক্ষিণ আফ্রিকাও গ্রুপ পর্বে কঠিন লড়াইয়ের মুখোমুখি হতে পারে। ক্রমতালিকায় পঞ্চম স্থানে থাকা প্রোটিয়াদের খেলতে হবে নিউ জিল্যান্ড (৪), আফগানিস্তান (১০), সংযুক্ত আরব আমিরশাহি (১৬) এবং কানাডার (১৮) সঙ্গে।

আগামী বছর ৭ ফেব্রুয়ারি থেকে ৮ মার্চ পর্যন্ত হবে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ।

গ্রুপ পর্বে ভারতের প্রথম ম্যাচ অহমদাবাদে ৮ ফেব্রুয়ারি আমেরিকার বিরুদ্ধে। সূর্যকুমারদের দ্বিতীয় ম্যাচ দিল্লিতে ১২ ফেব্রুয়ারি নামিবিয়ার বিরুদ্ধে। তৃতীয় ম্যাচ কলম্বোয় ১৫ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানের বিরুদ্ধে। চতুর্থ ম্যাচ ১৮ ফেব্রুয়ারি মুম্বইয়ে নেদারল্যান্ডসের বিরুদ্ধে।

ভারতের অহমদাবাদ, দিল্লি, মুম্বই ছাড়াও কলকাতা এবং চেন্নাইয়ে হবে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ম্যাচ। শ্রীলঙ্কার তিনটি স্টেডিয়ামে হবে বিশ্বকাপের খেলা। দু'টি স্টেডিয়াম কলম্বোয় এবং একটি ক্যান্ডিতে। ফাইনাল হতে পারে অহমদাবাদে। দু'টি সেমিফাইনাল হতে পারে কলকাতা এবং মুম্বইয়ে। তবে পাকিস্তান সেমিফাইনাল এবং ফাইনাল খেললে ম্যাচ হবে শ্রীলঙ্কায়।

আইসিসির ক্রম তালিকায় নিজেদের দাপট বজায় রাখল ভারত

সিডনি।। অভিষেক শর্মাকে নিজের জায়গা থেকে সরাতে পারছেন না কেউ। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টি-টোয়েন্টি সিরিজেও রান পাচ্ছেন তিনি। ফলে আইসিসি-র টি-টোয়েন্টি ক্রমতালিকায় দাপট দেখাচ্ছেন তিনি। এক নম্বরেই রয়েছেন অভিষেক। নতুন ক্রমতালিকায় পাকিস্তানের তিন ব্যাটার উপরে উঠেছেন। নতুন যে তালিকা প্রকাশিত হয়েছে, সেখানে অভিষেকের পয়েন্ট ৯২৫। দ্বিতীয় স্থানে থাকা ফিল সল্ট (৮৪৯) তাঁর থেকে অনেকটা পিছিয়ে। তিন নম্বরে রয়েছেন ভারতের ব্যাটার তিলক বর্মা।

প্রথম দশে ভারতের আরও এক ব্যাটার রয়েছেন। দীর্ঘ দিন রান না পেলেও আট নম্বরে রয়েছেন ভারত অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব। সম্প্রতি ঘরের মাঠে দক্ষিণ আফ্রিকাকে ২-১ হারিয়েছে পাকিস্তান। তার ফলে পাকিস্তানের তিন ক্রিকেটার উপরে উঠেছেন। বাবর আজম ন'ধাপ উঠে ৩০ নম্বরে রয়েছেন।

সাইম আয়ুব উঠেছেন ১০ ধাপ। তিনি রয়েছেন ৩৯তম স্থানে। পাকিস্তানের টি-টোয়েন্টি অধিনায়ক সলমন আলি আঘা উঠে এসেছেন ৫৪ নম্বরে। ক্রমতালিকায় উঠলেও অভিষেকের থেকে অনেক পিছনে রয়েছেন তাঁরা। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধ এখনও দু'টি টি-টোয়েন্টি বাকি ভারতের।

সেখানে রান করতে পারলে অভিষেক, তিলক ও সূর্যের পয়েন্ট বাড়বে। অভিষেক শীর্ষে নিজের জায়গা আরও পাকা করতে পারবেন। ক্রমতালিকায় ওঠার সুযোগ রয়েছে তিলক ও সূর্যের।

এগিয়ে চলোকে পিছিয়ে ব্লাড মাউথ ফাইনালে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ব্লাড মাউথ ক্লাব ফাইনালে খেলবে। সেমিফাইনাল ম্যাচে এগিয়ে চলো সংঘের বিরুদ্ধে ৫ উইকেটের ব্যবধানে দুর্দান্ত জয় ছিনিয়ে ব্লাড মাউথ ক্লাব ফাইনালে প্রবেশ করেছে। খেলা টিসিএ আয়োজিত সদর অনূর্ধ ১৩ ক্রিকেট টুর্নামেন্টের। নরসিংগড়ের পঞ্চায়েত গ্রাউন্ডে শনিবার সকালে ম্যাচ শুরুতে টস জিতে এগিয়ে চলো সংঘ প্রথমে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নেয়। নির্ধারিত ৪০ ওভারে সব কটি উইকেট হারিয়ে ১০০ রান সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে রত্নদ্বীপ সরকার সর্বাধিক ১৭ রান পায়। ব্লাড মাউথ ক্লাবের দীপ সাহা, অরিজিৎ অধিকারী এবং সৌমজিৎ মজুমদারের বোলিং দাপটে এগিয়ে চলো সংঘের ব্যাটার্সর নিজেদের ইনিংস সমৃদ্ধ করতে পারেনি। দ্বীপ ১৩ রানে এবং অরিজিৎ ১৬ রানে তিনটি করে উইকেট পেয়েছে। সৌম্যজিৎ পেয়েছে দুটি উইকেট ১৫ রানের বিনিময়ে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে ব্লাড মাউথের শ্রেয়ান ভৌমিকের দুর্দান্ত ৫২ রানের সৌজন্যে দারুন জয় হাসিল করে নেয়। ৩৫.৩ ওভার খেলে ৪ উইকেট হারিয়ে ব্লাড মাউথ জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়। শ্রেয়ান ১০৬ বল খেলে পাঁচটি বাউন্ডারি হাঁকিয়ে বাহান্ন রান পায়। দ্বীপ পেয়েছে ২২ রান। বলে ব্যাটে দুর্দান্ত অলরাউন্ড পারফরম্যান্সের সৌজন্যে দ্বীপ আবার প্লেয়ার ম্যাচের খেতাবও পেয়েছে।

শামি-সুরজদের দাপুটে বোলিং, অসমের বিরুদ্ধে প্রথম দিন সুবিধাজনক জায়গায় বাংলা

কলকাতা।। রনজির গত ম্যাচে রেলওয়েজকে এক ইনিংস এবং ১২০ রানের বিরাট ব্যবধানে রেলওয়েজকে বেলাইন করে বোনাস পয়েন্ট-সহ ৭ পয়েন্ট এসেছিল বাংলার ঘরে। জয়ের সেই ধারা ধরে রাখতে কল্যাণীর বেঙ্গল ক্রিকেট অ্যাকাডেমির মাঠে অসমের বিরুদ্ধে নেমেছেন মহম্মদ শামিরা। কল্যাণীতে দাপুটে বোলিংয়ের সুবাদে প্রথম দিনের শেষে অসমের রান ৮ উইকেটে ১৯৪। স্কোর দেখে বলেই দেওয়া যায়, সুবিধাজনক জায়গায় বাংলা। এই ম্যাচে শামি ফেরায় টিম কম্বিনেশনেও বদল এনেছে বাংলা। অসমের বিরুদ্ধে কল্যাণীর উইকেটে ঘাস ছিল। তাই চার পেসার নিয়ে নেমেছে দল। শামির সঙ্গে ছিলেন ঈশান, সুরজ সিন্ধু জয়সওয়াল এবং মহম্মদ কাইফ। স্পিন বিভাগে শাহবাজ আহমেদের সঙ্গে রাহুল প্রসাদ। অধিনায়ক অভিমন্যু ঈশ্বরণ ফিরছেন প্রথম একাদশে। রেলওয়েজ ম্যাচের দল থেকে বাদ পড়ছেন আদিত্য পুরোহিত, বিশাল ভাটি ও সুমিত মোহান্ত।

এমন একটা শক্তিশালী স্কোয়াড নিয়ে অসমের বিরুদ্ধে দুর্দান্ত শুরু করে বাংলা। শুরুতেই সুরজের বলে ঋষভ দাসের (২) উইকেট খোয়ায় অসম। ভারত 'এ' দলে থাকায় এই ম্যাচে ছিলেন না অসমের পরিচিত মুখ রিয়ান পরাগ। সেটা অবশ্যই প্রভাব পড়েছে তাদের ব্যাটিংয়ে। তবে শুরুর ধাক্কা সামলে ওপেনার প্রদ্যুৎ সাইকিয়ার (৩৮) সঙ্গে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন স্বরূপম পুরকায়স্থ। কাইফের বলে সাইকিয়ার পর সাজঘরের রাস্তা দেখলেন দীনেশ দাস (২)। দ্রুত দুই উইকেট হারালেও দারুণ খেলছিলেন স্বরূপম। যখন মনে হচ্ছিল বড় রানের পথে যাচ্ছেন, সেই সময় জ্বলে ওঠেন শামি। ৬২ রানে আউট হন তিনি। এই উইকেটটাই টার্নিং পয়েন্ট। স্বরূপম ফিরতেই একের পর এক উইকেট হারাতে থাকে অসম। আকাশ সেনগুপ্তরও উইকেট নেন শামি। দিনের শেষে অসমের রান ৮ উইকেটে ১৯৪। অপরাজিত অসম অধিনায়ক উইকেটকিপার সুমিত ঘাদিগাঁওকর (৪৮)। বাংলার হয়ে সুরজ সিন্ধু পেয়েছেন ৩ উইকেট।

টেস্টে 'নিম্নগামী' পারফরম্যান্স!

গম্ভীরের উপর আস্থা হারাচ্ছে বোর্ড? মুখ খুললেন বিসিসিআই সচিব

২০১৩ থেকে ২০২৪-র মধ্যে দেশের মাটিতে মাত্র ৪টে টেস্ট হেরেছিল ভারত। গত এক বছরে সেই রেকর্ড ছুঁয়ে ফেলেছে গৌতম গম্ভীরের টিম ইন্ডিয়া। দেশে তাঁর 'আবদারি' পিচ নিয়েও অনেক প্রশ্ন উঠছে। তারপরও লাল বলে প্রত্যাশিত সাফল্য নেই। তাঁর অপসারণের দাবিও উঠছে বিভিন্ন মহলে। কিন্তু বোর্ড কি গম্ভীরের উপর আস্থা রাখতে পারছে? সেই বিষয়ে মুখ খুললেন বিসিসিআই সচিব দেবজিৎ সইকিয়া।

ইডেন টেস্টে বুমেরাং হয়ে ফিরেছে টার্নার পিচ। তারপরও গম্ভীর পিচকে দায়ী করতে রাজি নন। তাছাড়া দলে কে কোথায় খেলবে, সেটাও নিশ্চিত নয়। অতিরিক্ত পরীক্ষানিরীক্ষাও দলের ক্ষতি করছে। অনেকের মতে গম্ভীরের 'গোয়াতুর্মি'র ফল ভোগ করতে হচ্ছে ভারতকে। সাদা বলের ক্রিকেটে নিঃসন্দেহে গম্ভীর সাফল্য এনে দিয়েছেন। কিন্তু লাল বলের ক্রিকেটে ভারতের পারফরম্যান্স ক্রমশ নিম্নগামী।

তারপরও গম্ভীরের উপর ভরসা হারাচ্ছেন না বোর্ড সচিব দেবজিৎ সইকিয়া। গুয়াহাটি টেস্টের আগে তিনি জানান, "নির্বাচক হোক, প্রধান কোচ বা খেলোয়াড়রা, সবার উপর আমাদের ভরসা রয়েছে। আমরা কাউকে আলাদা করে দেখি না। সবার প্রতি আমাদের পূর্ণ সমর্থন রয়েছে। সেই কারণেই তাঁরা ভালো পারফর্ম করছেন। ম্যাচ হারলে তো সোশাল মিডিয়ায় কথা উঠবেই।"

এই 'ভালো' পারফরম্যান্সের উদাহরণ হিসেবে সইকিয়া একাধিক উদাহরণ দিয়েছেন। তিনি বলেন, "আমরা এই সমালোচনাগুলো নিয়ে মাথা ঘামাই না। আমরা চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জিতেছি। এশিয়া কাপে অসাধারণ পারফর্ম করে ট্রফি জিতেছি। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে লড়াই করে সিরিজে সমতা ফিরিয়েছি।" তবে ইডেনে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে লজ্জাজনক ভাবে হেরেছে ভারত। গুয়াহাটিতে হারলে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের দৌড় থেকে অনেকটাই দূরে সরে যাবে। তখনও কি এই ভরসা জোগাবে বোর্ড?

'ভারত যে পিচ চেয়েছে, তাই দিয়েছি', বিতর্কের মুখে বললেন সিএবি প্রেসিডেন্ট সৌরভ

ক্লাবহাউসে একজন রসিকতা করে বলছিলেন, "যা পরিস্থিতি, তাতে দুটো টিম যদি আরও দু'বার করে ব্যাটও করে, তাতেও টেস্ট পুরো পাঁচদিন যাবে না।" মহামেডান মাঠের সামনে কয়েকজন চতুর্থ আর পঞ্চম দিনের টিকিট নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। তাঁদের ইচ্ছে ছিল শেষ দুদিন খেলা দেখবেন। এখন তারা কী করবেন বুঝতে পারছেন না।

ভারত বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা টেস্ট ঘিরে শহরবাসীর উৎসাহ-উদ্দীপনা ছিল চোখে পড়ার মতো। ছয় বছর পর টেস্ট হচ্ছে ইডেনে। প্রথম দিন পঁয়ত্রিশ হাজারের কাছাকাছি দর্শক। শনিবার সেটা বেড়ে হয় চল্লিশ হাজার। সিএবি কর্তরা আশা করছিলেন, রবিবার একেবারে ফুলহাউস হবে ইডেন। কোথায় কী। তৃতীয় দিনের খেলা হবে ঠিক, তবে সেটা কতক্ষণ বলা মুশকিল। কাঠগড়ায় সেই ইডেনের বাইশ গজ। যাটোর্ধ এক ভদ্রলোক রাগে গজগজ করতে করতে মাঠে ছাড়ছিলেন- "এর জন্য আর কেউ টেস্ট ক্রিকেট দেখতে আসতে চায় না। এটা উইকেট? এটা খেলা। দুটো টিমের একজনও হাফসেঞ্চুরি করতে পারছে না। একদিন পনেরো উইকেট যাচ্ছে?"

সিএবি প্রেসিডেন্ট সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়কেও বেশ হতাশ দেখাচ্ছিল। তিনি প্রথম থেকেই চাইছিলেন যাতে টেস্ট পাঁচদিন পর্যন্ত যায়। দর্শকরা যাতে ভালো ক্রিকেট দেখতে পারেন। শোনা গেল, ঘনিষ্ঠমহলে সিএবি প্রেসিডেন্ট বলেছেন, ভারতীয় টিম যেরকম পিচ চাইবে, সেরকম দিতে হবে। তাতে টেস্ট যদি আড়াই দিনে শেষ হয়ে যায়, তাহলে তাঁরা কী করবেন। সৌরভ বলছিলেন, "গম্ভীর এখন ভারতীয় টিমের বস। ও যেরকম পিচ চাইবে, টিম যা চাইবে, সেটা তো দিতেই হবে। এখানে আমাদের তো কিছু করার নেই।'

এটা ঘটনা, গৌতম গম্ভীর শহরে আসার পর থেকে পিচ নিয়ে নানা দাবিদাওয়া শুরু করে দিয়েছিলেন। গম্ভীর প্রবলভাবে চাইছিলেন, প্রথম দিন থেকে যাতে বল টার্ন করে। শুরু থেকে যেন স্পিনাররা বাড়তি সুবিধা পান। একপ্রকার বাধ্য হয়ে ম্যাচের শুরুর এক-দু'দিন আগে থেকে পিচে জল দেওয়া বন্ধ করে দেওয়া হয়ে। যাতে পিচ একেবারে শুকনো হয়ে যায়। যা করতে গিয়ে উইকেটে ফাটল তৈরি হয়।

নিট ফল- প্রথম ঘণ্টা থেকেই বেয়াড়া বাউল। দুটো টিমই দুটো ইনিংসে দু'শো তুলতে পারেনি। দ্বিতীয় দিনের শেষে অবস্থা আরও খারাপ। যার জন্য ভারতীয় বোলিং কোচ মর্নি মর্কেলকে পর্যন্ত প্রেস কনফারেন্সে বলে যেতে হল যে, তারা বুঝতে পারেননি পিচ এতটা খারাপ হয়ে যাবে। মর্কেলের কথায়, "আমরাও বুঝতে পারিনি এত দ্রুত পিচের অবস্থা এত খারাপ হয়ে যাবে। সেটা আমাদের কল্পনার বাইরে ছিল। কিন্তু মর্নি যাই বলে যান কেন, ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট শুরু থেকে 'অর্জরি' উইকেটেরই দাবি জানিয়ে গিয়েছে। টেস্টের পরিস্থিতি যা, তাতে ভারত হয়তো ইডেনে জিতবে। কিন্তু টেস্ট ক্রিকেট জিতল কি?

ফোন করে বলা হয়েছিল, এটা ভারতীয় দল, শাস্তি দেবেন না ! অভিযোগ আইসিসি-র ম্যাচ রেফারি ব্রডের

দীর্ঘ ২১ বছর ম্যাচ রেফারির দায়িত্ব সামলেছেন ক্রিস ব্রড। ১২৩ টেস্ট, ৩৬১ এক দিন ও ১৩৮ টি-টোয়েন্টি ম্যাচে রেফারির দায়িত্বে থাকা ব্রডের নিশানায় ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। তাঁর অভিযোগ, ভারত বার বার মন্থর বল করলেও তাঁকে নিষেধ করা হয়েছিল শাস্তি দিতে। ইংল্যান্ডের প্রাক্তন ক্রিকেটার স্টুয়ার্ট ব্রডের পিতার এই অভিযোগে শোরগোল পড়ে গিয়েছে ক্রিকেটমহলে।

ব্রড নিজেও ইংল্যান্ডের প্রাক্তন ক্রিকেটার। সম্প্রতি একটি সাক্ষাৎকারে নিজের অভিজ্ঞতার কথা জানিয়েছেন তিনি। ব্রড বলেন, "একটা ম্যাচে ভারত তিন-চার ওভার পিছনে চলছিল। মন্থর বোলিংয়ের শাস্তি ওদের পেতে হত। ঠিক তখনই একটা ফোন এল। বলা হল একটু ক্ষমার চোখে দেখতে। শাস্তি দিতে নিষেধ করা হল। কারণ, দলটার নাম ভারত। তাই বাধ্য হয়ে আমাকেও বিষয়টা অন্য ভাবে দেখতে হল।" সেখানেই ঘটনাটি শেষ হয়নি বলে জানিয়েছেন ব্রড। পরের ম্যাচেও একই ঘটনা ঘটে। তিনি বলেন, "পরের ম্যাচেও একই ঘটনা হল। কিন্তু তার পরেও আমাকে বলা হল শাস্তি না দিতে। ওখানে রাজনীতি যুক্ত ছিল। প্রথম থেকেই। হয়তো ভারতীয় বোর্ড শক্তিশালী বলেই ওরা চায়, বাকিরা মাথা নিচু করে কাঠপুতুলের মতো চলবে।"ব্রড জানিয়েছেন, দীর্ঘ ২১ বছরের কেরিয়ারে মাঝেমধ্যেই রাজনীতি সামলাতে হয়েছে তাঁকে। তার পরেও তিনি নিজের কাজ করেছেন। তিনি চেয়েছিলেন, আগামী দিনেও ম্যাচ রেফারির দায়িত্ব সামলাতে। কিন্তু গত বছর আর তাঁর চুক্তি বাড়ায়নি আইসিসি।

ব্রড বলেন, "আমি চেয়েছিলাম আরও কয়েক বছর দায়িত্ব সামলাতে। এই ২০-২১ বছরে কম বুলেট তো সামলাইনি। এই কাজটা ভালবাসতাম। কত দেশ ঘুরেছি। আবার অনেক দেশে যাওয়া হয়নি। ভাল-খারাপ সব দেখেছি। এতগুলো বছর তো কম নয়।"

২০০৯ সালে পাকিস্তানে শ্রীলঙ্কার টিমবাসে যখন জঙ্গি হামলা হয়, তখন সেখানেই ছিলেন ব্রড। তিনিও সাক্ষী ছিলেন সেই ভয়ঙ্কর ঘটনার।

এখনও তাঁর প্রভাব রয়েছে ব্রডের মনে। এখনও জোরে শব্দ শুনলে ভয় পেয়ে যান তিনি। কোথাও গেলে নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তায় থাকেন। ওই একটি ঘটনা তাঁর মানসিকতা অনেকটা বদলে দিয়েছে বলে জানিয়েছেন ইংল্যান্ডের প্রাক্তন ক্রিকেটার ব্রড।

অবসর জল্পনায় ইতি! বিশ্বকাপে খেলা নিয়ে বড়সড় ঘোষণা মেসির

মাসদেড়েক আগেই বলেছিলেন, বিশ্বকাপে খেলব কিনা জানি না। কিন্তু এবার তিনি জানালেন, মেগা টুর্নামেন্টে অবশ্যই খেলতে চান। তবে ফিটনেসের দিকে নজর রেখে। সেই লিওনেল মেসির মুখে এমন কথা শুনে খুশি ভক্তকুল। তাঁদের আশা, আগামী বছর বিশ্বকাপে খেতাব ধরে রাখার লড়াইয়ে অবশ্যই নামবেন তাঁদের প্রিয় তারকা।গত ৪ সেপ্টেম্বর বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বের ম্যাচ খেলতে নামে আর্জেন্টিনা। ঘরের মাঠে জোড়া গোল করে দলকে ভেনেজুয়েলার বিরুদ্ধে জেতান মেসি। ওই ম্যাচ দেখতে স্টেডিয়াম পুরো ভরে গিয়েছিল। বাবার খেলা দেখতে হাজির ছিল মেসির সন্তানরাও। মেসির পরিবারের অনেক সদস্যও হাজির ছিলেন ওই ম্যাচ দেখতে। খেলা শুরুর আগেই মেসিকে কাঁদতে দেখা যায়। ম্যাচ শেষে বিশ্বজয়ী আর্জেন্টাইন মহাতারকা সাফ জানিয়ে দেন, "বয়সের কথা মাথায় রাখলে যুক্তি বলে, আমি আগামী বছর বিশ্বকাপে খেলতে পারব না। তবে আমি প্রত্যেকটা ম্যাচ ধরে এগোতে চাই।"কিন্তু সোমবার একটি সাক্ষাৎকারে এলএমটেন বলেন, "আমি বিশ্বকাপে খেলতে পারলে খুব খুশি হব। আমি খেলতে চাই, আমার জাতীয় দলের জন্য অবদান রাখতে চাই।" তবে মেসির মতে, তিনি জাতীয় দলের হয়ে বিশ্বকাপ খেলার জন্য পুরোপুরি ফিট কিনা সেটা যাচাই করবেন। ওই সাক্ষাৎকারেই তিনি বলেন, "আপাতত প্রত্যেক দিনের দিকে নজর দিতে চাই। আগামী বছর ইন্টার মায়ামির হয়ে প্রাক মরশুম প্রস্তুতি শুরু করব। যদি নিজের ১০০ শতাংশ দিতে পারি, যদি জাতীয় দলে খেলার যোগ্য মনে করি নিজেকে,

রাজ্য সরকার জাতি-জনজাতি সহ প্রতিটি জনগোষ্ঠীর কৃষ্টি-সংস্কৃতির সংরক্ষণ ও উন্নয়নে বদ্ধপরিকর : মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ২২ নভেম্বর: বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্যই হচ্ছে ভারতবর্ষের অন্যতম পরিচয়। উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে নানা বৈচিত্র থাকা সত্ত্বেও রয়েছে ঐক্যের দৃঢ় মেলবন্ধন। কৃষ্টি-সংস্কৃতির আদান প্রদানের মধ্য দিয়েই দেশের বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে ঐক্যের সত্তা বজায় রয়েছে। আজ অভয়নগরস্থিত পুথিবা দেবতা বাড়ির নবনির্মিত পাকা মন্দির গৃহের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন।

উল্লেখ্য, এই মন্দিরের পাকা ভবন নির্মাণে সরকারিভাবে ৭৪ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, মণিপুরীদের কৃষ্টি ও সংস্কৃতি অতি প্রাচীন এবং দেশের ঐতিহ্য। রাজ্যে মণিপুরীদের কৃষ্টি ও সংস্কৃতির ইতিহাস রাজন্য আমলের সাথে জড়িত। রাজ্য সরকার জাতি-জনজাতি সহ প্রতিটি জনগোষ্ঠীর কৃষ্টি-সংস্কৃতির সংরক্ষণ ও উন্নয়নে বদ্ধপরিকর। সেই লক্ষ্যে রাজ্য সরকার নানা পরিকল্পনা গ্রহণ করে কাজ করছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, মণিপুরীদের নৃত্য, নাটক, হস্ততাঁত শিল্প বিদেশেও প্রসিদ্ধ। এটা দেশের জন্য একটি গর্বের বিষয়। রাজ্য সরকার রাজ্যে বসবাসরত মণিপুরীদের আর্থসামাজিক মান উন্নয়নে কাজ করে চলেছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি দেশের বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্যের ভাবনাকে প্রাধান্য দিয়ে কাজ করে চলেছেন। রাজ্য সরকারও প্রধানমন্ত্রীর মার্গ দর্শনে রাজ্যে জাতি জনজাতি সহ প্রতিটি জাতিগোষ্ঠীর উন্নয়নে কাজ করছে।

বিশেষ অতিথির ভাষণে মণিপুরের সাংসদ (রাজ্যসভা) লেইসেমবা সানাজাওবা বলেন, কৃষ্টি-সংস্কৃতি আদান প্রদানের মধ্য দিয়ে ত্রিপুরার সাথে মণিপুরের ঐক্য এবং পারিবারিক সম্পর্ক রাজ আমল থেকেই। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন মণিপুরের প্রাক্তন মন্ত্রী তথা বর্তমান বিধায়ক সুচিন্দ্র মেইতেই, পুথিবা ওয়েলফেয়ার ও কালচার‍্যাল সোসাইটির সম্পাদক দীপক কুমার সিনহা প্রমুখ। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পুরনিগমের মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক ডা. বিশাল কুমার, বিশিষ্ট সমাজসেবী পাপিয়া দত্ত, পুথিবা ওয়েলফেয়ার ও কালচার‍্যাল সোসাইটির উপদেষ্টা নিরঞ্জন দত্ত প্রমুখ। অনুষ্ঠানে মণিপুরের সাংসদ, বিধায়কগণ এবং পুথিবা ওয়েলফেয়ার ও কালচার‍্যাল সোসাইটির পক্ষ থেকে মুখ্যমন্ত্রীকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়।

পরিচয় অটুট রেখে উত্তর-পূর্বকে এক কণ্ঠে কথা বলবে ঃ প্রদ্যোৎ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ নভেম্বর।। পরিচয় অটুট রেখে উত্তর—পূর্বকে এক কণ্ঠে কথা বলাতে চাই। এখন সময় এসেছে সব কণ্ঠকে একত্রিত করে দিল্লিতে আওয়াজ তোলার। আজ সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এমনটাই দাবি করলেন তিপরা মথার প্রাক্তন সুপ্রিমো তথা এমডিসি প্রদ্যোত কিশোর দেববমণ। এদিন তিনি বলেন, উত্তর—পূর্ব ভারতের তরুণ প্রজন্মের নেতারা দীর্ঘদিন ধরে একই ইস্যু ও উদ্বেগের কথা বললেও তা এসেছে ভিন্ন ভিন্ন রাজনৈতিক প্ল্যাটফর্ম থেকে। এখন সময় এসেছে এই সব কণ্ঠকে একত্রিত করে আমাদের মানুষের জন্য এক শক্তিশালী যৌথ কণ্ঠ তৈরি করার। তিনি আরও বলেন, এই ফ্রন্ট শুধু উত্তর-পূর্বাঞ্চলে বসবাসকারী মানুষের প্রতিনিধিত্ব করবে না, ভারতের অন্যান্য প্রান্তে বসবাসকারী উত্তর-পূর্বের নাগরিকদের পক্ষেও কথা বলবে, যাঁরা প্রায়ই বৈষম্যের শিকার হন। তাঁরা সবাই একত্রে মিলে অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে দিল্লিতে আওয়াজ তুলবে।

চিকিৎসাধীন সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্যকে দেখতে গেলেন বিপ্লব

আগরতলা, ২২ নভেম্বর : আগরতলার একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্যকে দেখতে গেলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব। তিনি শারীরিক অবস্থার খোঁজখবর নিয়েছেন এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত চিকিৎসকদের সঙ্গে কথা বলেছেন।

প্রসঙ্গত, গতকাল বুকে ব্যথা নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন সাংসদ তথা প্রদেশ বিজেপি সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য্য। চিকিৎসকরা পরীক্ষা করে তাঁকে তড়িঘড়ি এঞ্জিওপ্লাস্টির পরামর্শ দেন। হৃদযন্ত্রে ব্লকেজ থাকায় এঞ্জিওপ্লাস্টি করা হয়েছে। এঞ্জিওপ্লাস্টির পর বর্তমানে তাঁকে আইসিইউতে চিকিৎসকদের নজরদারিতে রাখা হয়েছে।

আজ তাঁকে দেখতে হাসপাতালে ছুটে গিয়েছেন সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব। হাসপাতালে পৌঁছে তাঁর শারীরিক অবস্থার খোঁজখবর নিয়েছেন এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত চিকিৎসকদের সঙ্গে কথা বলেছেন। পরবর্তী সময়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, বর্তমানে সাংসদের শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল রয়েছে।

বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। সকালে জলখাবারও খেয়েছেন তিনি। কিছুদিনের মধ্যে সুস্থ হয়ে পুনরায় দলের কাজে যোগ দিতে পারবেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় হল, বাবার অসুস্থতার খবর শোনে তড়িঘড়ি আসতে গিয়ে দুর্ঘটনার কবলে ছোট মেয়ে। তাঁর হাতে গুরুতর আঘাত লাগে।

চিকিৎসাধীন রাজীব ভট্টাচার্যের শারীরিক অবস্থার খোঁজ নিলেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী

আগরতলা, ২২ নভেম্বর: শারীরিক অসুস্থতার কারণে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন প্রদেশ বিজেপি সভাপতি ও রাজ্যসভা সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য।

আজ তাঁর শারিরীক খোঁজখনর নিতে হাসপাতালে ছুটে গেলেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক।

সাংসদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করে প্রতিমা ভৌমিক জানান, তিনি মাতা ত্রিপুরাসুন্দরীর নিকট তাঁর দ্রুত সুস্থতা প্রার্থনা করেছেন। হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, রাজীব ভট্টাচার্যের শারীরিক অবস্থার ধীরে ধীরে উন্নতি হচ্ছে।

দলীয় নেতা-কর্মী থেকে সাধারণ মানুষসকলেই তাঁর দ্রুত সুস্থতার কামনা করছেন।

উত্তর দেওছড়ায় সিপিআইএম ত্যাগ করে ২৬ পরিবারের বিজেপিতে যোগদান

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২২ নভেম্বর : উত্তর জেলার যুবরাজনগর কেন্দ্রের উত্তর দেওছড়া এলাকার ২ নম্বর ওয়ার্ডে শনিবার অনুষ্ঠিত হলো এক উল্লেখযোগ্য যোগদান সভা। এদিন মোট ২৬টি পরিবারের ১০৭ জন ভোটার সিপিআইএম দল ত্যাগ করে আনুষ্ঠানিকভাবে যোগ দিলেন ভারতীয় জনতা পার্টিতে।

সভাস্থলে উপস্থিত ছিলেন যুবরাজনগর কেন্দ্রের প্রাক্তন বিধায়িকা ও ওবিসি মোর্চার প্রদেশ সভাপতি মলিনা দেবনাথ। এছাড়াও যোগ দেন যুবরাজনগর মন্ডলের সভাপতি কিরণ শঙ্কর দেবনাথ, শক্তি কেন্দ্রের ইনচার্জ সুজিত নাথ, মন্ডল সদস্য গৌরাঙ্গ নাথ, উত্তর দেওছড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মিনতি রানি সরকার, মন্ডল কোষাধ্যক্ষ পিন্টু দেবনাথসহ বিজেপির অন্যান্য নেতৃত্বুন্দ।

যোগদানকারীদের উষ্ণ অভিনন্দন জানিয়ে মলিনা দেবনাথ বলেন, ‘‘রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের উন্নয়নমুখী নীতিতে অনুপ্রাণিত হয়েই সাধারণ মানুষ বিজেপির প্রতি আস্থা রাখছেন।’’ তিনি আরও উল্লেখ করেন, উন্নয়নের ধারাবাহিকতা ও স্বচ্ছ প্রশাসনের প্রতি মানুষের বিশ্বাসই আজ এতসংখ্যক পরিবারকে বিজেপিতে যোগ দিতে উৎসাহিত করেছে।

যোগদান সভাকে কেন্দ্র করে এলাকাজুড়ে ছড়িয়ে পড়ে উৎসবমুখর পরিবেশ। জেলা নেতৃত্বের উপস্থিতি এবং নব-যোগদানকারীদের উদ্দীপনা বিজেপির সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করবে বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক মহল। সভা শেষে উপস্থিত নেতৃবুন্দ নতুন সদস্যদের হাতে বিজেপির দলীয় পতাকা তুলে দেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, আগামী দিনগুলোতে উত্তর দেওছড়া সহ যুবরাজনগর কেন্দ্রের বিভিন্ন এলাকায় আরও যোগদান কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হতে পারে।

মহাত্মা গান্ধী মেমোরিয়াল দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে সপ্তাহব্যাপী এনএসএস ক্যাম্পে মেগা স্বাস্থ্য ও আইনী সচেতনতা শিবির

আগরতলা, ২২ নভেম্বর: মহাত্মা গান্ধী মেমোরিয়াল দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে শনিবার অনুষ্ঠিত হলো সাত দিনব্যাপী স্পেশাল এনএসএস ক্যাম্পের অংশ হিসেবে মেগা স্বাস্থ্য শিবির ও আইনে সচেতনতা শিবির।

মেগা স্বাস্থ্য শিবিরে ছাত্রছাত্রীদের বিনামূল্য চিকিৎসা পরামর্শ প্রদান করা হয় এবং তাদের রক্ত পরীক্ষা করা হয়।

স্বাস্থ্য শিবিরে অংশগ্রহণকারীরা বিভিন্ন রোগ ও স্বাস্থ্য সমস্যা সম্পর্কে পরামর্শ গ্রহণের সুযোগ পান।

এছাড়াও, ত্রিপুরা লিগ্যাল সার্ভিস অথরিটি বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের জন্য আয়োজন করে আইনী সচেতনতা শিবির। শিবিরে ছাত্রছাত্রীরা আইনের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে শিক্ষণীয় তথ্য ও সচেতনতা অর্জন করেন।

বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের মতে, এই ধরনের কার্যক্রম শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য ও আইনি সচেতনতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে এবং সমাজসেবা চেতনা গড়ে তোলে।

ডুকলি ডিওয়াইএফআই সম্মেলনের প্রচারে মতিনগরে মেগা স্বাস্থ্য ও রক্তদান শিবির

আগরতলা, ২২ নভেম্বর : আগামী ৭ ডিসেম্বর ডি ওয়াই এফ আই ডুকলি বিভাগীয় কমিটির সম্মেলনকে সামনে রেখে সংগঠনের উদ্যোগে মতিনগরে অনুষ্ঠিত হলো এক মেগা স্বাস্থ্য চিকিৎসা শিবির ও রক্তদান শিবির। গোটা বিভাগজুড়ে সম্মেলনের প্রচার ছড়িয়ে দিতেই এই কর্মসূচির আয়োজন করা হয় বলে জানানো হয়েছে।

শিবিরে প্রায় আড়াইশো দুস্থ মানুষ চিকিৎসকদের পরামর্শ নেন। এস এফ আই মেডিকোস অঞ্চল কমিটির নেতৃত্বে উপস্থিত ছিলেন ডা. সৌখিন চক্রবর্তী ও ডা. সৌরভ দেবযারা রোগীদের বিনা পয়সায় চিকিৎসা পরামর্শ প্রদান করেন। এদিন স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন মোট ২৩ জন রক্তদাতা। শিবিরে যোগ দিয়ে উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করেন ডি ওয়াই এফ আই রাজ্য কমিটির সম্পাদক নবারুন দেব, রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য হীরণময় নারায়ণ দেবনাথ ও গৌতম ঘোষ। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন ডুকলি বিভাগীয় কমিটির সভাপতি অরিন্দম বিশ্বাস, সম্পাদক শুভংকর মজুমদার, রাজ্য কমিটির সদস্য আবুল হুসেন, সংগঠনের প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি পঙ্কজ ঘোষ, বিভাগীয় কমিটির সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কামাল মিয়া ও শুভঙ্কর চৌধুরী, বিভাগীয় কমিটির সদস্য সুজিত দাস, বাবুল দেবনাথ প্রমুখ।

আয়োজকদের দাবি, এ ধরনের সামাজিক কর্মসূচি ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।

সংশোধিত সাংবাদিক পেনশন স্কিমে ধন্যবাদ জ্ঞাপন ত্রিপুরা ওয়ার্কিং জার্নালিস্টস অ্যাসোসিয়েশনের

আগরতলা, ২২ নভেম্বর: সাংবাদিকদের কল্যাণে ত্রিপুরা রাজ্য সরকার সম্প্রতি ত্রিপুরা জার্নালিস্টস পেনশন স্কিম ২০২১ এবং ত্রিপুরা মিডিয়া রিপ্রেজেনটেটিভস অ্যাক্রিডিটেশন গাইডলাইনস ২০২০-এর সংশোধন আনার পরে রাজ্য সরকারকে ধন্যব জানিয়েছে ত্রিপুরা ওয়ার্কিং জার্নালিস্টস অ্যাসোসিয়েশন (টি ডব্লিউ জে এ)।

সংশোধনের মধ্যে রয়েছে সাংবাদিকদের পেনশন পাওয়ার ক্ষেত্রে ন্যূনতম বয়সসীমা ও অ্যাক্রিডিটেশন কার্ড সংক্রান্ত বিধিতে পরিবর্তন এবং পরিবারের বার্ষিক আয় সীমা প্রত্যাহার। অভিযোগের প্রমাণ সাপেক্ষে সাংবাদিক পেনশন অব্যাহত রাখার বিষয়েও সংশোধন আনা হয়েছে। নতুন বিধিমালায় বলা হয়েছে, কোন সাংবাদিক যদি ২৫ বছর ধরে সাংবাদিকতা করেন এবং ১০ বছরের অ্যাক্রিডিটেশন কার্ড থাকে, তবে বয়স ৬০ বছর না হলেও পেনশন প্রদান করা হবে। এছাড়াও, পূর্বে পরিবারের বার্ষিক আয় তিন লক্ষ টাকার সীমা যা বাধ্যবাধকতা ছিল, তা প্রত্যাহার করা হয়েছে।

ত্রিপুরা ওয়ার্কিং জার্নালিস্টস অ্যাসোসিয়েশন দীর্ঘদিন ধরেই মুখ্যমন্ত্রী, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরসহ সংশ্লিষ্ট সকল দপ্তরের কাছে এই দাবী জানিয়ে আসছিল। সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিনিধি দল পুনরায় সাক্ষাৎ করে এই দাবি তুলে ধরেন এবং মুখ্যমন্ত্রী ইতিবাচক আশ্বাস দেন।

অ্যাসোসিয়েশন আশা প্রকাশ করেছে, যেসব দাবি এখনো পূরণ হয়নি সাংবাদিকবান্ধব সরকার তা পূরণে ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

তাদের মতে, এই সংশোধন সাংবাদিক সমাজের জন্য বিশেষ সহায়ক ও স্বাগতযোগ্য পদক্ষেপ।

৪২০ জন আইনজীবীকে ত্রিপুরা বার কাউন্সিলের তরফে সনদ প্রদান

আগরতলা, ২২ নভেম্বর: ৪২০ জন আইনজীবীকে ত্রিপুরা বার কাউন্সিলের তরফ থেকে সনদ প্রদান করা হয়েছে। আজ থেকে তাঁরা হাইকোর্টের আইনজীবী হিসেবে মামলা পরিচালনা করতে পারবে।

ত্রিপুরা হাইকোর্ট বার কাউন্সিলের এক সদস্য বলেন, আজকের দিনটি আইনজীবিদের জন্য ঐতিহাসিক দিন। কারণ,আজ প্রথমবারের মতো একসাথে মোট ৪২০ জন আইনজীবীকে ত্রিপুরা বার কাউন্সিলের তরফ থেকে সনদ প্রদান করা হয়েছে। যাঁরা নতুন আইনজীবীদের এই সনদ অন্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, আজ থেকে লাইসেন্স নিয়ে প্রশিক্ষণ শুরু করতে পারবেন তাঁরা।

এদিন তিনি আরও বলেন, ত্রিপুরা বার কাউন্সিলের এনরোলমেন্ট সার্টিফিকেট প্রদান অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে আগরতলা মুক্ত ধারায়। এদিন উপস্থিত ছিলেন এডভোকেট জেনারেল শক্তিময় চক্রবর্তী, সিনিয়র এডভোকেট পি কে বিশ্বাস, পি কে ধর, পি কে পাল, কে এন ভট্টাচার্য্য সহ অন্যান্যরা।

পথ দুর্ঘটনায় নিহত শিশুর পরিবারের পাশে বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী

আগরতলা, ২২ নভেম্বর: ধলাই জেলার লংতরাইভ্যালির ধুমাছড়ায় পথ দুর্ঘটনায় নিহত শিশুর পরিবারের পাশে দাঁড়ালেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী। আজ তিনি ধুমাছড়া বটতলা ভিলেজ কমিটির অন্তর্গত অষ্টকুমার পাড়ায় গিয়ে শোকাহত পরিবারটির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং গভীর শোক ও সমবেদনা জানান। উল্লেখ্য, গত ১৭ নভেম্বর লংতরাইভ্যালির ধুমাছড়ায় বাজার এলাকায় দুর্ভাগ্যবশত একটি পথ দুর্ঘটনায় বিশ্বকুমার দেববর্মার ছোট্ট শিশু মারা যায়। এই মর্মান্তিক ঘটনার পর আজ বিরোধী দলনেতা স্বশরীরে গিয়ে শিশুটির পিতা-মাতার পাশে দাঁড়ান। সমবেদনা জ্ঞাপনকালে জিতেন্দ্র চৌধুরী জানান, পরিবারটিকে সরকারের তরফে কোনো আর্থিক সহায়তার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে কিনা সে বিষয়ে তিনি খোঁজ নেবেন। যদি এখনো কোনো পদক্ষেপ না নেওয়া হয়ে থাকে, তবে কীভাবে পরিবারটিকে আর্থিকভাবে সাহায্য করা যায় তা নিয়ে তিনি সরকার ও প্রশাসনের সঙ্গে কথা বলবেন বলেও আশ্বাস দেন। বিরোধী দলনেতার এই পরিদর্শনে এলাকাবাসীর মধ্যে কিছুটা সান্ত্বনার পরিবেশ তৈরি হয়েছে বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে।

ছয় মাস ধরে সেচবঞ্চিত পশ্চিম নোয়াগাঁও, চাষাবাদে নেমেছে সংকট

আগরতলা, ২২ নভেম্বর :সেচের জন্য মেশিন বসানো হলেও একটি পাইপ ফেটে যাওয়ার জেরে গত ছয় মাস ধরে জল পাচ্ছেন না পশ্চিম নোয়াগাঁও এলাকার কৃষকরা। ফলে শীতকালীন শাকসবজি থেকে শুরু করে মাঠের ফসল নষ্ট হওয়ার পথে, আর কৃষকদের অবস্থা হয়ে পড়েছে শোচনীয়। স্থানীয় কৃষকদের অভিযোগ, সেচলাইনের পাইপ ফুটো হয়ে যাওয়ার বিষয়টি বহুবার কর্তৃপক্ষকে জানানোর পরও কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। জল না থাকায় জমিতে সময়মতো সেচ দিতে না পারায় ফসল শুকিয়ে যাচ্ছে। ফলে কৃষকরা দিশেহারা হয়ে পড়েছেন। তাদের বক্তব্য, মেশিন আছে, কিন্তু জল নেই এতে চাষাবাদ পুরোপুরি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। উদাসীনতার জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন তারা।

চুরাইবাড়িতে হেরোইন পাচারকালে টমটম চালক গ্রেফতার

আগরতলা, ২২ নভেম্বর: গতকাল রাতে বিপুল পরিমাণ হেরোইনসহ এক টমটম চালককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ধৃতের নাম ইসলাম উদ্দিন, বাড়ি উত্তর ফুলবাড়ি গ্রামের প্রেমতলা এলাকায়।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, শুক্রবার রাতে ইসলাম উদ্দিন তার টমটমে করে প্রেমতলা এলাকা থেকে হেরোইনের চালান নিয়ে চুরাইবাড়ি রেল তেমাথা এলাকায় পৌঁছায়। সেখানে অন্য এক ব্যক্তির হাতে মাদকটি হস্তান্তর করার মুহূর্তে পুলিশ টমটমসহ তাকে আটক করে।

পরে ধর্মনগর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক জয়ন্ত কর্মকার ও ডি.সি.এম-এর উপস্থিতিতে টমটমটিতে তল্লাশি চালানো হয়। তল্লাশিতে একটি সাবানের বাক্সের ভেতর লুকানো অবস্থায় ৪৬ গ্রাম হেরোইন এবং ৩৭টি হেরোইনভর্তি কৌটা উদ্ধার করা হয়।

ধৃত ইসলাম উদ্দিনকে আটক করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ঘটনাটি নিয়ে আরও তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

ট্রাফিক সচেতনতায় ধর্মনগরে শিশুদের ‘সরস্বতী যাত্রা’ ত্রিপুরেশ্বরী শিশুমন্দির স্কুলের অনবদ্য উদ্যোগে সড়ক নিরাপত্তা প্রচার

ধর্মনগর, ২২ নভেম্বর: ছোট থেকেই সড়ক নিরাপত্তা সম্পর্কে সচেতনতা গড়ে তোলার লক্ষ্য নিয়ে ধর্মনগরে অনুষ্ঠিত হলো এক ব্যতিক্রমী ট্রাফিক সচেতনতা কর্মসূচি। পদ্মপুরস্থিত ত্রিপুরেশ্বরী শিশুমন্দির ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের উদ্যোগে এবং ধর্মনগর মহকুমার ট্রাফিক দপ্তরের সহযোগিতায় আজ সম্পন্ন হয় এ বিশেষ আয়োজন, যার নাম দেওয়া হয়েছে সরস্বতী যাত্রা’।

এদিন স্কুলের ক্ষুদে ছাত্রছাত্রীরা ট্রাফিক পুলিশের সঙ্গে শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে দাঁড়িয়ে ট্রাফিক সিগন্যাল পরিচালনায় অংশ নেয়। পাশাপাশি পথচারীদের সঙ্গে নিয়ম মানার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে কথা বলে এবং সচেতনতামূলক বার্তা প্রদান করে তারা। শিশুরা সক্রিয়ভাবে ট্রাফিক ব্যবস্থাপনার নানা প্রক্রিয়ায় অংশ নেওয়ায় শহরবাসীর দৃষ্টি কাড়ে।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ধর্মনগর ট্রাফিক দপ্তরের এএসআই অতিকা দাসসহ দপ্তরের অন্যান্য আধিকারিকরা। ট্রাফিক বিভাগের পক্ষ থেকে জানানো হয়, ভবিষ্যতেও এমন কর্মসূচির মাধ্যমে আগামী প্রজন্মকে ট্রাফিক নিয়ম পালনের প্রতি উৎসাহিত করা হবে।

শহরবাসী শিশুদের এই অভিনব উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, এ ধরনের আয়োজন সমাজে ট্রাফিক শৃঙ্খলা রক্ষায় সাধারণ মানুষের সচেতনতা আরও বাড়াতে সহায়তা করবে।

টি.আর.এল.এম. কর্মচারী সংঘের সংবাদ সম্মেলন, চারটি নতুন শ্রম সংহিতা কার্যকর হওয়ায় কেন্দ্রীয় সরকারকে ধন্যবাদ

আগরতলা, ২২ নভেম্বর: টিআরএলএম কর্মচারী সংঘ, ত্রিপুরা প্রদেশের পক্ষ থেকে আজ আগরতলা প্রেস ক্লাবে এক সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। এই সংবাদ সম্মেলনে দেশের চারটি নতুন শ্রম সংহিতা (শ্রম আইন) গতকাল থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে কার্যকর হওয়ায় ভারতীয় মজদুর সংঘ, ত্রিপুরা প্রদেশ এবং ঠেকা মজদুর সংঘ, ত্রিপুরা প্রদেশের পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং কেন্দ্রীয় সরকারকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানানো হয়। সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, সম্প্রতি টি.আর.এল.এম. কর্মচারী সংঘ নামে একটি ইউনিয়ন শ্রম দপ্তরের রেজিস্ট্রেশন সাপেক্ষে ভারতীয় মজদুর সংঘের অধিভুক্তি লাভ করেছে। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, উত্তম সরকার, প্রভারী, ঠেকা মজদুর সংঘ, ত্রিপুরা প্রদেশ, পলাশ রুদ্রপাল, সভাপতি, টি.আর.এল.এম. কর্মচারী সংঘ, ত্রিপুরা প্রদেশ, আকাশ চক্রবর্তী, সাধারণ সম্পাদক, টি.আর.এল.এম. কর্মচারী সংঘ, ত্রিপুরা প্রদেশ শ্রীমতি মৌনামী ভট্টাচার্য্য, কোষাধ্যক্ষ, টি.আর.এল.এম. কর্মচারী সংঘ, ত্রিপুরা প্রদেশ। সংবাদ সম্মেলনে বক্তারা বলেন, এই নতুন শ্রম সংহিতাগুলো কর্মীদের অধিকার রক্ষা ও সুবিধা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। তারা আশা প্রকাশ করেন, সরকারের এই উদ্যোগ দেশের শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়নে সহায়ক হবে।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas